
মাসুদ রানা
গুপ্ত-সংকেত-২
কাজী আনোয়ার হোসেন

এক

একশো পঁচাশি একর জায়গা নিয়ে উত্তর-পশ্চিম প্যারিসের ভার্সেই এলাকার ভিতর পড়েছে সার আলবার্ট হিউমের শ্যাতো ভিলেটি। ১৬৬৮ সালে বিখ্যাত এক আর্কিটেক্টকে দিয়ে ডিযাইন করানো ঐতিহাসিক এই শ্যাতোকে দালান না বলে দুর্গ বললেই যেন বেশি মানায়।

আর্মার ট্রাকটাকে ড্রাইভওয়ে-র মুখে দাঁড় করাল মাসুদ রানা। বিরাট সিকিউরিটি গেটের পিছনে, অনেকটা জায়গা ছেড়ে, সবুজ লনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সার হিউমের শ্যাতো। গেটে ইংরেজি সাইন দেখা যাচ্ছে: ব্যক্তিগত সম্পত্তি। বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ।

গেটে ইন্টারকম এন্ট্রি সিস্টেম রয়েছে, সেটার উপর চোখ রেখে সোফিয়া ক্লাউডেল বলল, 'রানা, আপনি কথা বলুন।'

নিজের পজিশন বদল করল রানা, সোফিয়ার উরুর উপর দিয়ে ঝুঁকে নাগাল পেতে হলো ইন্টারকম বাটনের। ঝুঁকছে, এই সময় নেশা ধরানো একটা পারফিউমের গন্ধে ভরে উঠল বুকের ভিতরটা, সেই সঙ্গে উপলব্ধি করল পরস্পরের কত কাছে চলে এসেছে ওরা। ওভাবে অপেক্ষা করছে ও, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে স্থির, ওদিকে ছোট একটা স্পিকার থেকে টেলিফোনের বেল বাজবার আওয়াজ ভেসে আসছে।

খানিক পর যান্ত্রিক শব্দজট তুলে জ্যান্ত হলো ইন্টারকম, কণ্ঠস্বরে অস্বস্তি নিয়ে এক লোক জানতে চাইল, 'শ্যাতো ভিলেটি, কে বলছেন?' প্রশ্নটা করা হলো ফ্রেঞ্চ ভাষায়।

'আমার নাম মাসুদ রানা,' বলল রানা, সোফিয়ার কোলের উপর প্রায় লম্বা হয়ে আছে ওর শরীর। 'সার আলবার্ট হিউমের সঙ্গে দেখা করতে চাই। তাঁকে জানান, খুবই জরুরি একটা প্রয়োজনে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার।'

'আমার মনিব ঘুমাচ্ছেন, মসিয়ো। আমিও ঘুমাচ্ছিলাম। এত রাতে তাঁকে আপনার কী দরকার?'

'ব্যাপারটা ব্যক্তিগত। শুনলে সার হিউম খুবই আগ্রহ বোধ করবেন।'

'আমার মনে হয়, মসিয়ো, সার হিউম সকালেই আপনাকে অভ্যর্থনা জানাতে পারলে খুশি হবেন।'

একটু নড়েচড়ে শরীরের ভার আরেকদিকে বদলাতে হলো রানাকে। 'আমাকে চেনেন উনি,' বলল ও, 'ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

'সার হিউমের ঘুমটাও। আপনি যদি তাঁর পরিচিতই হন, তা হলে তো জানার কথা যে তাঁর শরীর ভাল নয়।'

ছোটবেলায় পোলিও হয়েছিল সার হিউমের, ফলে এখন তাঁকে পায়ে ব্রেইস পরে, ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটতে হয়। তবে শেষবার এখানে এসে তাঁকে এতই প্রাণচঞ্চল দেখেছে রানা, তাঁর ওই শারীরিক ত্রুটিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়নি। 'আপনি তাঁকে জানান,' ইন্টরকমে লোকটাকে বলল ও, 'গ্রেইল সম্পর্কে নতুন তথ্য পেয়েছি আমি। এতই গুরুত্বপূর্ণ, কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা সম্ভব নয়।'

দীর্ঘ নীরবতা। শুধু অলস ইঞ্জিন আওয়াজ করছে। অপেক্ষায় আছে রানা ও সোফিয়া।

পুরো ষাট সেকেন্ড পার হলো।

অবশেষে সাড়া পাওয়া গেল সার আলবার্ট হিউমের। 'আপনি, মাসুদ রানা দি গ্রেট– কাজেই আপনাকে সময় সম্পর্কে জ্ঞান দান করার স্পর্ধা আমার অন্তত নেই,' অমায়িক কণ্ঠস্বর, সকৌতুক ভাবটুকু গোপন থাকছে না। 'যদিও এখন গভীর ঘুমের সময়, রাত ভোর হতে চলেছে!'

নিঃশব্দে হাসল রানা, ব্রিটিশ বাচনভঙ্গি পরিষ্কার চিনতে পারছে। 'সার হিউম, এরকম অসময়ে আসতে হওয়ায় সত্যি আমি দুঃখিত।'

'আমার ম্যানসার্ভেন্ট বলল, আপনি নাকি গ্রেইল সম্পর্কে কিছু তথ্য পেয়েছেন।'

'আপনাকে বিছানা থেকে তোলার একটা ছুতো আর কী।'

'তাতে কাজ হয়েছে।'

'সেটা বুঝব, বন্ধুর জন্যে গেটটা যখন খুলবেন আপনি।'

'যারা বাস্তব সত্য খুঁজে বেড়ায় তারা বন্ধুর চেয়েও বেশি, তারা ভাই।'

সোফিয়ার দিকে ফিরে চোখ মটকাল রানা।

ক্লিক শব্দের সঙ্গে খুলে গেল গেট।

'মসিয়ো ড্যালক্রোজ!' ডিপজিটরি ব্যাঙ্ক অভ জুরিখ-এর নাইট ম্যানেজার টেলিফোনে ব্যাঙ্ক প্রেসিডেন্টের গলার আওয়াজ পেয়ে বিরাট স্বস্তি বোধ করল। 'আপনি কোথায়, মসিয়ো? এখানে পুলিশ... আমরা সবাই আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'একটু সমস্যা হয়েছে আমার,' ব্যাঙ্ক প্রেসিডেন্ট বললেন, কথার সুরে উদ্বেগ। 'এখনই আপনার সাহায্য দরকার আমার।'

একটু নয়, আপনি বিরাট সমস্যায় পড়েছেন, মনে মনে বলল নাইট ম্যানেজার। গোটা ব্যাঙ্ক চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে পুলিশ, হুমকির সুরে বলছে ডিসিপিজে ক্যাপটেন ভিগো অকটেভ সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে নিজেই আসছেন। 'আমি আপনাকে কীভাবে

সাহায্য করব, মসিয়ো?'

'তিন নম্বর আর্মার ট্রাক। ওটাকে আমার পেতে হবে।'

হতভম্ব হয়ে ডেলিভারি শেডিউল চেক করল নাইট ম্যানেজার। 'ওটা এখানে। নীচের লোডিং ডকে।'

'ইয়ে, মানে, না। ট্রাকটা আসলে চুরি হয়ে গেছে। পুলিশ যে দুজনকে খুঁজছে তারাই দায়ী।'

'কী? কিন্তু ট্রাকটা তারা চালিয়ে নিয়ে গেল কীভাবে?'

'ফোনে সব কথা ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। আসলে বাজে একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, ব্যাঙ্কের সুনামের জন্যে তা চরম ক্ষতিকর হয়ে দেখা দিতে পারে।'

'আপনি আমাকে কী করতে বলেন, মসিয়ো?'

'আমি চাই আপনি ট্রাকটার ইমার্জেন্সি ট্র্যান্সপন্ডার অ্যাকটিভেট করুন।'

কামরার আরেক প্রান্তে ছুটে গেল নাইট ম্যানেজারের দৃষ্টি, স্থির হলো একটা কন্ট্রোল বক্সের উপর। ব্যাঙ্কের প্রতিটি আর্মার কারে রেডিও-নিয়ন্ত্রিত হোমিং ডিভাইস আছে, রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে ব্যাঙ্ক থেকেই সেগুলো অ্যাকটিভেট করা যায়।

এর আগে মাত্র একবারই সিস্টেমটা ব্যবহার করবার প্রয়োজন হয়েছিল, একটা আর্মার কার হাইজ্যাক হওয়ার পর। খুব ভাল সার্ভিস দিয়েছিল হোমিং ডিভাইসটা।

'মসিয়ো,' চিন্তিত সুরে নাইট ম্যানেজার বলল, 'আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে, সিস্টেমটা অ্যাকটিভেট করা মাত্র কর্তৃপক্ষ জেনে যাবেন যে আমাদের একটা সমস্যা হয়েছে?'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকলেন ড্যালক্রোজ। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, জানি। তারপরও অ্যাকটিভেট করুন আপনি। তিন নম্বর ট্রাক। আমি লাইনে আছি। আপনি জানা মাত্র ওটার লোকেশন বলবেন আমাকে।'

'জী, মসিয়ো।'

*

ত্রিশ সেকেন্ড পর, চল্লিশ কিলোমিটার দূরে, আর্মার কারের আন্ডারক্যারিজে লুকানো খুদে ট্র্যান্সপন্ডারটা জ্যান্ত হয়ে উঠল।

ড্রাইভওয়ের দু'পাশে পপলার গাছের সারি। রাস্তাটা এঁকেবেঁকে এগিয়েছে। পরিবেশটা মনে একটা প্রশান্তি এনে দেয়। সোফিয়া অনুভব করল এরইমধ্যে তার পেশিতে ঢিল পড়ছে। রাস্তা থেকে সরতে পারাটা বিরাট এক স্বস্তি। অমায়িক একজন বিদেশি ভদ্রলোক নিজের সুরক্ষিত বাড়িতে কিছুক্ষণ আশ্রয় দেবেন তাদেরকে, বিপদের সময় এটাও অনেক বড় পাওয়া।

বৃত্তাকার ড্রাইভওয়ে ধরে ঘুরছে আর্মার কার, ওদের ডানদিকে দৃষ্টিপথে বেরিয়ে এল শ্যাতো ভিলেটি। চারতলার সমান উঁচু, কম করেও ষাট মিটার লম্বা– স্পটলাইটের চোখ-ধাঁধানো আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে পাথরের তৈরি ধূসর দালান।

বাড়ির ভিতরের আলোগুলো এইমাত্র জ্বলতে শুরু করেছে।

দালানের সদর দরজা পর্যন্ত গেল না রানা, ট্রাক থামাল ঘন গাছপালার মাঝখানে, রাস্তা থেকে যাতে গাড়িটাকে দেখা না যায়। 'গাড়ির এই বেহাল অবস্থা সার হিউমকে না দেখানোই ভাল, কী না কী ভেবে বসেন,' সোফিয়াকে বলল ও।

মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া। 'ক্রিপটেক্স নিয়ে কী করব আমরা?'

বাইরে রেখে যাওয়া উচিত হবে না, আবার সঙ্গে রাখলে সার হিউম জানতে চাইবেন কী এটা। 'চিন্তা করবেন না,' বলে গায়ের জ্যাকেট খুলে সেটা দিয়ে বাক্সটা জড়াল রানা, তারপর একমাসের শিশুকে যেভাবে কোলে নেয় সেভাবে দু'হাতে ধরল ওটাকে।

সন্দিহান দেখাচ্ছে সোফিয়াকে। 'মনে হয় না কাজ হবে।'

'হিউম কখনও নিজে দরজা খোলেন না,' আশ্বস্ত করবার সুরে বলল রানা। 'তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হবার আগেই এটা আমি নিরাপদ কোথাও লুকিয়ে ফেলতে পারব।' দম নিল ও। 'ভাল

কথা, আপনাকে একটু সাবধান করে দিই।'

'কী ব্যাপারে?'

'সার হিউমের কৌতুক-বোধ কিছুটা বিদঘুটে।'

সোফিয়া ভাবল, আজ রাতে এতরকম বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে, এরপর তার কাছে আর কিছু অদ্ভুত লাগবে বলে মনে হয় না।

পথটা পাথরের স্ল্যাব ফেলে তৈরি, বাঁক নিয়ে শেষ হয়েছে ওক কাঠের দরজার সামনে। তামার নকার-টা আঙুর আকৃতির। সোফিয়া হাত বাড়াল, তবে ধরার আগেই ভিতরদিকে খুলে গেল কবাট।

ওদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুদর্শন ও সুবেশি বাটলার। কমপ্লিট নীল সুট, সাদা টাই। বয়স পঞ্চাশ কি বাহান্ন। আচরণ মার্জিত হলেও, হাবভাব দেখে সোফিয়ার সন্দেহ হলো এরকম অসময়ে ওদের উপস্থিতিতে মোটেও খুশি হতে পারেনি।

'সার হিউম এখনই নীচে নামবেন,' ইংরেজিতে জানাল সে, ফরাসী বাচনভঙ্গি স্পষ্ট। 'তিনি তৈরি হচ্ছেন। আপনার জ্যাকেটটা আমাকে দেবেন, প্লিজ?' ভ্রূ কুঁচকে রানার হাতে ধরা মোচড়ানো জ্যাকেটের দিকে তাকাল সে।

'ধন্যবাদ, আমার অসুবিধে হচ্ছে না।'

'তা হলে এদিকে, প্লিজ।'

মার্বেল হল পার হয়ে সাজানো-গোছানো ড্রইং রুমে ঢুকল ওরা। অ্যান্টিক ভিক্টোরিয়ান ল্যাম্প থেকে ম্লান আলো ছড়াচ্ছে। কামরার বাতাসে অচেনা একটা সুগন্ধির রেশ ভেসে আছে, তার সঙ্গে রয়েছে চা ও তামাক পাতার গন্ধ, শেরির সুবাস, পাথুরে আর্কিটেকচার থেকে বেরিয়ে আসছে মাটির সোঁদা ঘ্রাণ।

দূরপ্রান্তের দেয়ালে ফায়ারপ্লেসটা এত বড় যে আস্ত একটা গরুও রোস্ট করা যাবে। সেদিকে হেঁটে গিয়ে হাঁটু ভাঁজ করে বসল বাটলার, আগুন জ্বালল সাজিয়ে রাখা কাঠে। দেখতে দেখতে লকলকিয়ে উঠল কমলা শিখা।

সিধে হলো বাটলার, টেনে-টুনে ঠিক করল সুট। 'আপনারা আরাম করে বসুন। আমার মনিব এখনই আসছেন,' কথাটা বলে চলে গেল সে।

ড্রইং রুমের সব ফার্নিচারই অ্যান্টিক– তিনটে ভেলভেট ডিভান, কয়েকটা রকার, একজোড়া পাথুরে আসন, গোটা পাঁচেক কাঠের আরামকেদারা। সোফিয়া সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করছে আগুনটার ডানে বসবে, না বামে।

জ্যাকেটের মোড়ক থেকে ক্রিপটেক্স বক্স বের করে একটা ভেলভেট ডিভানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ঝুঁকে ডিভানের তলায় ঢুকিয়ে দিল হাতের বাক্স। ঝেড়েঝুড়ে পরল আবার জ্যাকেটটা, সোফিয়ার চোখে চোখ রেখে মৃদু হাসল, বসল ওই ডিভানের উপরেই।

ওখানে, ওর পাশে, সিদ্ধান্ত নিল সোফিয়া। এগিয়ে এসে রানার গা ঘেঁষে বসল। চারদিকে তাকিয়ে ভাল করে দেখছে। দেয়ালে ঝুলছে পুরনো এক ফ্রেঞ্চ শিল্পীর ছবি। পেইন্টারের নাম, যতদূর মনে করতে পারল সোফিয়া– নিকোলাস পুসা। ওর দাদুর পছন্দের শিল্পীদের মধ্যে পুসার স্থান দ্বিতীয়।

ফায়ারপ্লেসের মাথা, অর্থাৎ ম্যানটেল থেকে কামরার উপর নজর রাখছে জিপসাম-এর তৈরি আইসিস-এর একটা স্ট্যাচু।

মিশরীয় দেবীর নীচে, ফায়ারপ্লেসের দু'পাশে, একজোড়া ধাতব স্ট্যান্ড-এর মাথায় রয়েছে গারগয়েল– শরীর দুটো মানুষের, তবে বাকি সব পশুর মত। ছোটবেলায় গারগয়েল দেখে খুব ভয় পেত সোফিয়া। তবে তার সেই ভয় এক বৃষ্টির দিনে নটরডেম ক্যাথেড্রাল-এ নিয়ে গিয়ে ভেঙে দিয়েছিলেন দাদু।

'প্রিন্সেস, দেখো কেমন হাস্যকর প্রাণী ওগুলো,' দাদু তাকে বলেছেন, হাত তুলে দেখিয়েছেন গারগয়েলের মুখ থেকে বৃষ্টির পানি বেরিয়ে আসছে। 'শুনতে পাচ্ছ, ওদের গলা থেকে কেমন মজার শব্দ বেরিয়ে আসছে? ওরা গার্গল করছে, আর সেজন্যেই

অমন হাস্যকর নাম দেয়া হয়েছে ওদেরকে– গারগয়েল।' তারপর আর কখনও ওগুলোকে ভয় পায়নি সোফিয়া।

স্মৃতিটা মধুর, কিন্তু তারপরই শোকে ও হতাশায় মুষড়ে পড়ল সোফিয়া। বাস্তবতা হলো, তার দাদুকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি আর কোনও দিন ফিরবেন না।

ডিভানের তলায় লুকিয়ে রাখা ক্রিপটেক্স বক্সটার কথা ভাবল সোফিয়া। সার হিউম কি জানেন কীভাবে খুলতে হয় ওটা? তাঁকে জিজ্ঞেস করাটা কি উচিত হবে? দাদুর শেষ কথা ছিল: মাসুদ রানাকে খুঁজে বের করো। আর কারও সাহায্য চাওয়ার কথা বলে যাননি তিনি।

'রানা, মাই ডিয়ার!' ওদের পিছন থেকে ভেসে এল ভরাট কণ্ঠস্বর। 'আপনি দেখছি পরমাসুন্দরী এক কুমারীকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন!'

দাঁড়াল রানা। লাফ দিয়ে সিধে হলো সোফিয়াও। বাঁক নিয়ে উঠে যাওয়া একপ্রস্থ সিঁড়ির মাথার দিক থেকে আওয়াজটা এসেছে। ছায়া থেকে বেরিয়ে আসছে একটা মূর্তি, এই মুহূর্তে শুধু কাঠামোটা পরিষ্কার।

'গুড ইভনিং,' গলা চড়িয়ে বলল রানা, 'সার হিউম, মে আই প্রেযেন্ট মাদামোয়াযেল সোফিয়া ক্লাউডেল।'

'অ্যান অনার।' আলোয় বেরিয়ে এলেন হিউম।

'উপদ্রবটা সহ্য করছেন, সেজন্যে কী বলে যে ধন্যবাদ জানাব,' বলল সোফিয়া, এতক্ষণে দেখতে পাচ্ছে ভদ্রলোক মেটাল ব্রেইস পরেছেন, বগলের নীচে ক্রাচ। একটা একটা করে ধাপ বেয়ে নামছেন। 'সত্যি অনেক রাত হয়ে গেছে।'

'এতই রাত, মাই ডিয়ার লেডি, এটাকে সকাল বলাই ভাল।' হেসে উঠলেন হিউম। 'আপনি কি মার্কিন?'

মাথা নাড়ল সোফিয়া। 'ফ্রেঞ্চ।'

'আপনার ইংরেজি কিন্তু দারুণ।'

'ধন্যবাদ। আমি পড়াশোনা করেছি ব্রিটেনে।'

'আচ্ছা, এতক্ষণে বোঝা গেল।' সিঁড়ির গোড়ায় নেমে এলেন হিউম। 'রানা হয়তো আপনাকে বলেছেন অক্সফোর্ডে লেখাপড়া করেছি আমি।' তাঁর মাথায় একরাশ এলোমেলো লালচে চুল। নীল চোখে কৌতুকের ঝিলিক। প্যান্ট ও ঢোলা সিল্ক শার্ট পরেছেন, শার্টের উপর রয়েছে একটা ভেস্ট।

পায়ে অ্যালুমিনিয়াম ব্রেইস থাকলেও, তাঁর হাঁটার মধ্যে এতটুকু আড়ষ্টতা নেই। এগিয়ে এসে রানার দিকে একটা হাত বাড়ালেন হিউম। 'রানা, আপনার ওজন বোধহয় আরও কমেছে।'

'তবে আপনারটা বেড়েছে।' হাসল রানা।

পেটের উপর একবার হাত বুলালেন হিউম। 'আজকাল কিচেনের দিকে মনোযোগটা বেশি দেয়া হয়ে যাচ্ছে।' সোফিয়ার দিকে ঘুরে নরম ভঙ্গিতে ধরলেন তার হাতটা, মাথা নিচু করে নিঃশ্বাস ফেললেন আঙুলের উপর, তারপর সিধে হলেন। 'মি লেডি।'

চট্ করে একবার রানার দিকে তাকাল সোফিয়া।

এই সময় চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ফিরে এল বাটলার। ফায়ারপ্লেসের সামনে রাখা একটা টেবিলে সেগুলো সাজাচ্ছে সে।

'ও আমার ম্যানসার্ভেন্ট,' বললেন হিউম। 'লুই লেভাউ।'

রোগা-পাতলা বাটলার ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে আবার চলে গেল।

'লায়ন শহরের লোক আমাদের লেভাউ,' ফিসফিস করলেন হিউম। 'তবে সস-টা খুব ভাল বানায়।'

একটু হাসল রানা।

সার হিউমের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। 'খারাপ কিছু ঘটেছে। দেখে মনে হচ্ছে দুজনেই খুব জোর নাড়া খেয়েছেন।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'রাতটা আমাদের খুব ইন্টারেস্টিং কাটছে, সার হিউম।'

'সন্দেহ নেই। রাত দুপুরে দরজায় এসে গ্রেইলের কথা বললেন। এবার বলুন, ব্যাপারটা আসলে কী?'

'সার হিউম,' বলল রানা। 'আমরা আপনার সঙ্গে প্রায়রি অভ সায়ান নিয়ে আলাপ করতে চাই।'

ঘন ঝোপের মত ভ্রূ কৌতূহলে কুঁচকে উঠল, রানার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন সার হিউম। 'পাহারাদার। তার মানে ব্যাপারটা আসলেই গ্রেইল নিয়ে। বলছেন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে এসেছো৷ নতুন কিছু?'

'হয়তো। আমরা পুরোপুরি নিশ্চিত নই। আপনার কাছ থেকে কিছু তথ্য পেলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।'

দু'হাতের আঙুল কচলাচ্ছেন সার হিউম। 'মাসুদ রানা, দি গ্রেট অ্যাডভেঞ্চারার, তথ্য দেয়ার কথা বলে আদায় করতে চাইছেন। ও.কে., বান্দা হাজির। বলুন, কী জানতে চান।'

'আমি চাইছি আপনি যদি দয়া করে হোলি গ্রেইলের আসল রূপটা আমাদেরকে ব্যাখ্যা করেন।'

স্থির হয়ে গেলেন সার হিউম। 'তাঁর জানা নেই?'

মাথা নাড়ল রানা।

সার হিউমের মুখে ছড়াতে শুরু করা হাসিটা প্রায় অশ্লীল। 'রানা, আপনি একজন ভার্জিনকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন!'

দ্রুত সোফিয়ার দিকে তাকাল রানা। 'কিছু মনে করবেন না, প্লিজ,' তাড়াতাড়ি বলল ও। 'ভার্জিন শব্দটা গ্রেইল সন্ধানীরা একটা বিশেষ টার্ম হিসেবে ব্যবহার করে, ওটা সম্পর্কে আসল কথাটা যারা শোনেনি, তাদেরকে বোঝাবার জন্যে।'

ব্যগ্র একটা ভাব নিয়ে সোফিয়ার দিকে তাকালেন সার হিউম। 'কতটুকু জানেন, মাই ডিয়ার?'

রানার কাছ থেকে যেটুকু শুনেছে বলল সোফিয়া– প্রায়রি অভ সায়ান, নাইটস টেম্পলার, স্যাংগ্রিয়াল ডকুমেন্টস ও হোলি

গ্রেইল। হোলি গ্রেইল নাকি আদৌ কোনও কাপ নয়, অন্য কিছু।

'ব্যস, এইটুকু?' চোখে তিরস্কার নিয়ে রানার দিকে তাকালেন হিউম। 'আমি ভেবেছিলাম আপনি নিপাট একজন ভদ্রলোক। আপনি তাঁকে ক্লাইমেক্স থেকে বঞ্চিত করেছেন।'

আড়ষ্ট বোধ করছে রানা।

সার হিউম এরইমধ্যে তাঁর কৌতুক ও ঝিলিক ভরা দৃষ্টি দিয়ে গেঁথে ফেলেছেন সোফিয়াকে। 'আপনি একজন গ্রেইল ভার্জিন, মাই ডিয়ার। আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন, আপনার এই প্রথম অভিজ্ঞতা জীবনে কখনও ভুলবেন না।'

রানার পাশে ডিভানে বসে চা-বিস্কিট খাচ্ছে সোফিয়া, চোখে-মুখে স্বস্তির ভাব। খোলা ফায়ারপ্লেসের সামনে পায়চারি করছেন সার হিউম, নির্মল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে মুখটা, তাঁর পায়ের ব্রেইস মেঝেতে লেগে ধাতব আওয়াজ তুলছে।

'হোলি গ্রেইল,' বললেন তিনি, কণ্ঠস্বরে ভাষণ দেওয়ার সুর। 'প্রায় সবাই আমাকে জিজ্ঞেস করে কোথায় ওটা। এই একটা প্রশ্নের উত্তর আমি বোধহয় কোনওদিন দেব না।' মাথা ঘুরিয়ে সরাসরি সোফিয়ার দিকে তাকালেন তিনি। 'যা-ই হোক, আরও অনেক প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হলোঃ হোলি গ্রেইল কি।'

সোফিয়া অনুভব করল তার দুই পুরুষ সঙ্গীর একজনের মধ্যে শিক্ষকসুলভ গাম্ভীর্য, আরেকজনের মধ্যে ছাত্রসুলভ মনোযোগ দেখা দিয়েছে।

'গ্রেইলকে ভালভাবে বুঝতে হলে,' বলে চলেছেন সার হিউম, 'আমাদেরকে প্রথমে বুঝতে হবে বাইবেল কী। নিউ টেস্টামেন্ট সম্পর্কে কতটুকু জানেন আপনি?'

কাঁধ ঝাঁকাল সোফিয়া। 'আসলে... কিছুই জানি না। আমি এমন একজনের কাছে মানুষ হয়েছি, যিনি লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চিকে পুজো করতেন।'

শুনে খুশি হলেন সার হিউম। 'আলোকিত একটা আত্মা। সত্যি দারুণ! তা হলে তো আপনার জানার কথা যে, হোলি গ্রেইলকে যারা পাহারা দিয়েছেন, তাদের একজন ছিলেন লিওনার্দো। এবং তিনি তাঁর শিল্পকর্মে বহু সূত্র লুকিয়ে রেখে গেছেন।'

'হ্যাঁ, রানা আমাকে বলেছেন।'

'আর নিউ টেস্টামেন্ট সম্পর্কে দ্য ভিঞ্চির দৃষ্টিভঙ্গি?'

'কিছুই জানি না।'

কামরার আরেকদিকে ছুটে গেল সার হিউমের দৃষ্টি। হাত তুলে বুকশেলফটা দেখালেন তিনি। 'আপনি কিছু মনে করবেন, রানা? বটম শেলফে। লা স্টোরিয়া দ্য লিওনার্দো।'

ডিভান ছেড়ে উঠল রানা, বুক শেলফ থেকে মোটা একটা ছবির বই নিয়ে ফিরে এসে দুজনের মাঝখানে রাখল।

ওদের সামনে পায়চারি থামালেন সার হিউম, ঝুঁকে সোফিয়ার দিকে ঘুরিয়ে দিলেন বইটা, তারপর কাভারের উল্টোপিঠে ছাপা উদ্ধৃতিগুলোর দিকে আঙুল তাক করলেন। 'ঈশ্বর প্রসঙ্গে চিন্তা, দ্য ভিঞ্চির নোটবুক থেকে নেয়া,' বলে বিশেষ একটা উদ্ধৃতির দিকে আঙুল তাক করলেন তিনি। 'আমাদের আলোচনায় এগুলো সহায়ক হবে বলে মনে করি।'

উদ্ধৃতিটা পড়ল সোফিয়া–

Many have made a trade of delusions
and false miracles, deceiving the stupid multitude.
--LEONARDO DA VINCI

অনুবাদ করলে দাঁড়ায়:

বিভ্রান্তি ও মিথ্যে অলৌকিক ঘটনাকে পুঁজি করে
অনেকেই ব্যবসা করেছে, প্রতারিত হয়েছে নির্বোধ
জনগণ।

--লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি

'এখানে আরেকটা,' দ্বিতীয় উদ্ধৃতির দিকে আঙুল তাক করলেন সার হিউম।

Blinding ignorance does mislead us.
O! Wretched mortals, open your eyes!
--LEONARDO DA VINCI

অনুবাদ:
অন্ধ করে রাখা অজ্ঞতা আমাদেরকে বিপথে নিয়ে যায়। ও, হতভাগ্য মানুষ, তোমরা চোখ খোলো!
–লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি

'বাইবেল সম্পর্কে লিওনার্দোর চিন্তা-ভাবনার শুরুতেই রয়েছে হোলি গ্রেইল প্রসঙ্গ। সত্যিকার গ্রেইল তিনি পেইন্টও করেছিলেন, একটু পরেই আমি আপনাকে সেটা দেখাচ্ছি। তবে তার আগে বাইবেল সম্পর্কে কথা বলব আমরা।' হাসলেন সার হিউম। 'আর বাইবেল সম্পর্কে যা জানার, তার সবই আমরা জানতে পারি চার্চ থেকে ডিগ্রি পাওয়া ডক্টর মার্টিন পার্সি-র একটি বাক্য থেকে– "বাইবেল স্বর্গ থেকে ফ্যাক্স করে পাঠানো হয়নি"।'

'মাফ করবেন... ঠিক বুঝলাম না।'

'বাইবেল মানুষের তৈরি, মাই ডিয়ার। ঈশ্বরের কিছু না। বাইবেল যাদুমন্ত্রবলে আকাশ থেকে পড়েনি। মহা-হাঙ্গামার সময়কার ঐতিহাসিক রেকর্ড হিসেবে মানুষ ওটাকে তৈরি করে। এবং গোছানো হয়েছে অসংখ্য অনুবাদ, সংযোজন ও সম্পাদনার মাধ্যমে। এই বইয়ের চূড়ান্ত কোনও সংস্করণ ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না।'

'বেশ।'

'যিশু খ্রিস্ট ঐতিহাসিক একটি চরিত্র। বিস্ময়কর প্রভাব সেই চরিত্রের। তাঁর মত প্রেরণার উৎস ও রহস্যময় নেতা ইতিহাসে

সম্ভবত দ্বিতীয়টি আর দেখা যায়নি। প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তা হিসেবে বহু রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছেন যিশু, অনুপ্রাণিত করেছেন লক্ষ-কোটি মানুষকে, প্রতিষ্ঠিত করেছেন নতুন দর্শন। কিং সলোমন ও কিং ডেভিড-এর বংশধারার একজন হিসেবে ইহুদিদের রাজ-সিংহাসন দাবি করার ন্যায্য অধিকার ছিল যিশুর। বোঝাই যায়, গোটা এলাকা জুড়ে হাজার হাজার ভক্ত ও অনুসারী তাঁর জীবনের প্রতিটি বিষয় রেকর্ড করেছে।'

চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার জন্য পায়চারি থামালেন সার হিউম, তারপর কাপটা ম্যানটেল-এ রেখে দিলেন।

'যিশুর কতগুলো গ্রহণযোগ্য শুভ-সংবাদ, অর্থাৎ গসপল প্রচলিত ছিল জানেন? আশিটারও বেশি। অথচ সেগুলো থেকে মাত্র অল্প কিছু নিউ টেস্টামেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়– তার মধ্যে ম্যাথিউ, মার্ক, লিউক ও জন-এর বাছাই করা গসপেল ছিল।'

'কে সিদ্ধান্ত নেয় কোন্ গসপেল অন্তর্ভুক্ত হবে?' সোফিয়া জানতে চাইল

সার হিউম যেন উৎসাহে একেবারে টগবগিয়ে উঠলেন। 'আরে, ক্রিস্টিয়ানিটির মূল গোলমালটাই তো এখানে! আমরা আজ যেটাকে বাইবেল বলে জানি, সেটি সঙ্কলন করেছেন পেইগান অর্থাৎ একজন মূর্তিপূজক– রোমান সম্রাট কনস্ট্যানটাইন দি গ্রেট।'

'কিন্তু আমি জানতাম কনস্ট্যানটাইন খ্রিশ্চান ছিলেন।'

'নামকাওয়াস্তে!' সার হিউমের কণ্ঠে শ্লেষ। 'সারাটা জীবন পেইগান ছিলেন তিনি। খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দেয়া হয়, যখন প্রতিবাদ জানাবার শক্তি ছিল না তাঁর, ছিলেন মৃত্যুশয্যায়। কনস্ট্যান-টাইনের সময়ে সূর্য-পূজা ছিল রোমের সরকারী ধর্ম– দ্য কাল্ট অভ সল ইনভিক্টাস, অর্থাৎ ইনভিনসিবল সান– আর কনস্ট্যানটাইন ছিলেন এই কাল্ট-এর প্রধান পুরোহিত।

'সে সময় ধর্মীয় একটা ঘূর্ণিঝড় গ্রাস করে নিচ্ছিল রোমকে।

ক্রুসে বিদ্ধ করার তিনশো বছর পর যিশু খ্রিস্টের শিষ্যের সংখ্যা হু-হু করে বাড়তে শুরু করে। খ্রিশ্চান ও পেইগানরা মেতে ওঠে যুদ্ধে, ফলে আশঙ্কা দেখা দেয়, রোম ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যাবে। এরকম অবস্থায় কিছু একটা করার কথা ভাবতে বাধ্য হন কনস্ট্যানটাইন।

'৩২৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি সিদ্ধান্ত নেন, জনগণকে এক করার জন্যে রোমকে একটিমাত্র ধর্মের আওতায় আনতে হবে। ক্রিস্টিয়ানিটির আওতায়। যদিও তিনি নিজে তখনও খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেননি।'

সোফিয়া মানতে পারছে না। 'কেন একজন পেইগান সম্রাট ক্রিস্টিয়ানিটিকে সরকারী ধর্ম হিসেবে বেছে নেবেন?'

হাসলেন সার হিউম। 'কনস্ট্যানটাইন অত্যন্ত চতুর মানুষ ছিলেন। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন, ক্রিস্টিয়ানিটি সব দখল করে নিচ্ছে, কাজেই তিনি স্রেফ যে ঘোড়া জিততে যাচ্ছে, সেটার পক্ষে বাজি ধরলেন। পেইগান সিম্বল, তারিখ, রীতি, আচার ইত্যাদির সঙ্গে খ্রিশ্চান ঐতিহ্যের ফিউশন ঘটিয়ে নতুন একটা হাইব্রিড ধর্ম দাঁড় করান কনস্ট্যানটাইন, সেটা যাতে দু'পক্ষের কাছেই গ্রহণযোগ্য হয়।'

'খ্রিশ্চান সিম্বলজিতে পেইগান ধর্মের প্রভাব অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই,' বলল রানা। 'মিশরীয় সান ডিস্ক হয়ে গেল ক্যাথলিক সেইন্টদের মাথার পিছনে বলয় আকৃতির প্রভা। প্রাচীন ছবিতে দেখা যাচ্ছে জাদুবলে গর্ভে ধারণ করা পুত্রসন্তান হোরাসকে কোলে নিয়ে সেবা-যত্ন করছেন আইসিস, সেই ছবিরই হুবহু প্রতিফলন দেখা গেল ভার্জিন মেরি-র আধুনিক ইমেজে, তিনিও জাদুবলে পাওয়া পুত্রসন্তান যিশুকে কোলে নিয়ে আদর-যত্ন করছেন। আসলে ক্যাথলিক ধর্মীয় রীতিনীতি প্রায় সবই– বিশপের পরিচ্ছদ, বেদি, প্রার্থনা করার ধরন, কমিউনিয়ন– প্রায় সবই সরাসরি রহস্যময় পেইগান ধর্মগুলো থেকে নেয়া হয়েছে।'

শান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সার হিউম আবার শুরু করলেন, 'নিজস্ব বলতে ক্রিস্টিয়ানিটির কিছুই নেই। খ্রিস্টপূর্ব যুগের গড মেথ্রাস– ঈশ্বরের পুত্র এবং দুনিয়ার আলো বলা হত তাঁকে– জন্মেছিলেন ২৫ ডিসেম্বর, মারা যাবার পর কবর দেয়া হয় একটা পাথুরে সমাধিতে, এবং তিনদিন পর আবার তিনি পুনর্জীবিত হন। প্রসঙ্গত অসিরিস, অ্যাডনিস ও ডায়োনিসিয়াস-এর জন্মদিনও ছিল ২৫ ডিসেম্বর। এমনকী ক্রিস্টিয়ানিটির সাপ্তাহিক ছুটির দিনটিও পেইগানদের কাছ থেকে ধার করা।'

'মানে?'

'প্রথম দিকে খ্রিশ্চানরা ইহুদিদের সাপ্তাহিক ছুটি ও প্রার্থনার দিন শনিবারকেই গ্রহণ করেছিল,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল রানা। 'কিন্তু কনস্ট্যানটাইন সেটাকে বাতিল করে পেইগানদের সূর্য-পুজোর দিনটাকে বেছে নেন।' থামল ও, নিঃশব্দে হাসছে, 'সারা দুনিয়ার লক্ষ-কোটি খ্রিশ্চান, যারা রোববারে চার্চে যায়, আজও জানে না যে, এক অর্থে পেইগান সূর্যকে সাপ্তাহিক পুজো দিতে যাচ্ছে তারা।'

'আর আপনারা বলছেন এ-সবের সঙ্গে গ্রেইলের সম্পর্ক আছে?' জানতে চাইল সোফিয়া, তার মাথা ঘুরছে।

'ঠিক তাই,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন সার হিউম। 'ধর্মের মিশ্রণ ঘটাবার সময় নতুন খ্রিশ্চান ঐতিহ্যকে শক্তিশালী করার প্রয়োজন বোধ করেন কনস্ট্যানটাইন। খ্রিশ্চানদের বিশ্ব সম্মেলন ডাকেন তিনি, যে সম্মেলন কাউন্সিল অভ নাইসিয়া নামে বিখ্যাত হয়ে আছে।'

নামটা সোফিয়া শুনেছে বটে, তবে শুধু নাইসিন নীতিমালার জন্মস্থান হিসাবে।

'ওই সম্মেলনে,' বলে চলেছেন সার হিউম, 'ক্রিস্টিয়ানিটির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক হয়, তারপর নেয়া হয় ভোট– এভাবেই নির্ধারণ করা হয় ইস্টার-এর তারিখ, বিশপের

ভূমিকা, সংস্কার এবং যিশু খ্রিস্টের স্বর্গীয় সত্তা।'

সোফিয়া বলল, 'বুঝলাম না। যিশুর স্বর্গীয় সত্তা মানে?'

'মাই ডিয়ার লেডি,' ঘোষণার ঢঙে বললেন সার হিউম, 'ইতিহাস বলছে ওই মুহূর্ত পর্যন্ত যিশুকে দেখা হত একজন মরণশীল পয়গম্বর হিসেবে... মহান ও ক্ষমতাবান একজন মানুষ, তবে শুধু মানুষই। মরণশীল।'

'ঈশ্বরের পুত্র নন?'

'না!' সার হিউমের কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক দৃঢ়। 'যিশু "ঈশ্বরের পুত্র" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন কাউন্সিল অভ নাইসিয়া-র প্রস্তাব ভোটে পাশ হবার পর।'

'এক মিনিট। আপনি বলতে চাইছেন যিশুর দেবত্ব মানুষের ভোটাভুটির ফল?'

'আমি কেন বলতে চাইব, আমি শুধু বাস্তব সত্যটা বর্ণনা করছি,' বললেন সার হিউম। 'যা-ই হোক, রোমান সাম্রাজ্যকে এক করতে ও নতুন ক্ষমতার ঘাঁটি হিসেবে ভ্যাটিকানকে গড়ে তুলতে যিশু খ্রিস্টকে দেবত্ব দান করাটা খুবই জরুরি ছিল। সরকারীভাবে যিশুকে ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে ঘোষণা করে কনস্ট্যানটাইন তাঁর মধ্যে এমন স্বর্গীয় মহিমা আরোপ করলেন, যার অস্তিত্ব দুনিয়ার পরও বহাল থাকবে, যে অস্তিত্বের ক্ষমতা চ্যালেঞ্জযোগ্য নয়। এর ফলে ক্রিস্টিয়ানিটির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জেতা পেইগানদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। যিশুর ভক্তরা তখন থেকে প্রতিষ্ঠিত পবিত্র ধারা, অর্থাৎ রোমান ক্যাথলিক চার্চ-এর মাধ্যমে নিজেদেরকে পাপমুক্ত করার সুযোগ পেল।'

ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল সোফিয়া।

নীরব শ্রোতা রানা। মুখে স্মিত হাসি।

'গোটা ব্যাপারটা ছিল ক্ষমতার খেলা,' বলে চলেছেন সার হিউম। 'মেসায়া, অর্থাৎ স্বর্গীয় ত্রাণকর্তা হিসেবে চার্চ ও রাষ্ট্রের জন্যে খুবই জরুরি ছিলেন যিশু। অনেক পণ্ডিত মনে করেন,

প্রথমদিকের চার্চ আসলে যিশুর কাছ থেকে তাঁর ভক্তদের কেড়ে নেয়, রক্ত-মাংসের মানুষ হিসেবে দেয়া তাঁর মেসেজ হাইজ্যাক করে, দেবত্বের দুর্ভেদ্য আবরণ দিয়ে নাগালের বাইরে সরিয়ে দেয় তাঁকে। উদ্দেশ্য– তাঁকে ব্যবহার করে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করা। এ বিষয়ে বেশ কয়েকটা বই লিখেছি আমি।'

'নিশ্চয়ই ধার্মিক খ্রিশ্চানরা এর ফলে আপনার প্রতি চরম ঘৃণা প্রকাশ করে?'

'না! কেন?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন সার হিউম। 'শিক্ষিত খ্রিশ্চানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাঁদের বিশ্বাস বা ধর্মের ইতিহাস জানেন। যিশু আসলেও মহান এক ক্ষমতাবান মানুষ ছিলেন। কনস্ট্যানটাইনের রাজনৈতিক চাতুরী যিশুর জীবনের রাজকীয় গৌরব ও মর্যাদার দিকগুলো এতটুকু ম্লান করতে পারেনি। কেউ বলছে না যিশু ভণ্ড ছিলেন, লক্ষ-কোটি মানুষকে সমৃদ্ধ জীবনের জন্য অনুপ্রাণিত করেননি। আমরা শুধু বলছি যে, যিশুর বিরাট প্রভাব ও গুরুত্বকে নিজের কাজে লাগিয়েছেন কনস্ট্যানটাইন, এবং পরবর্তীতে প্রিস্টরা। আর তা করতে গিয়ে ক্রিস্টিয়ানিটিকে যে আকৃতি ও অবয়ব দিয়েছেন তিনি, আজ আমরা ঠিক সেটাই দেখছি, আসলটা নয়।'

সামনে রাখা বইটার দিকে তাকাল সোফিয়া। দ্য ভিঞ্চির আঁকা হোলি গ্রেইলের ছবি দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে সে।

'প্রহসনটা কোথায় বলি,' আবার মুখ খুললেন সার হিউম, কথা বলছেন দ্রুত। 'মৃত্যুর তিনশো পঁচিশ বছর পর সম্রাট কনস্ট্যানটাইন যিশুর মর্যাদা বাড়িয়ে তাঁকে দেবত্বের পর্যায়ে নিয়ে গেলেও, মরণশীল একজন মানুষ হিসেবে হাজার হাজার তথ্য-প্রমাণ ও দলিলের অস্তিত্ব তো রয়েই গিয়েছিল। কনস্ট্যানটাইন জানতেন নতুন করে ইতিহাস লিখতে হলে কঠোর হতে হবে তাঁকে।' থেমে সোফিয়ার দিকে তাকালেন তিনি। 'কনস্ট্যানটাইন একটা কমিশন গঠন করে টাকা ঢাললেন, এভাবে তৈরি করা হলো

নতুন একটা বাইবেল, যে বাইবেলে মানুষ-যিশুর বাণী থাকল না, যে বাইবেলে শুধু সেই সব গসপেল থাকল, যেগুলো তাঁকে ঈশ্বরতুল্য করে তোলে। আগের সমস্ত গসপেল বাতিল করা হলো, তারপর এক জায়গায় জড়ো করে পুড়িয়ে ফেলা হলো সব।

'কেউ যদি কনস্ট্যানটাইনের সঙ্কলিত গসপেল ছাড়া অন্য গসপেল বেছে নিত, তাকে হেরেটিক, অর্থাৎ অবিশ্বাসী বলে নিন্দা করা হত। সেই মুহূর্ত থেকে ওই শব্দটি ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে। ল্যাটিন ভাষায় haereticus-এর মানে হলো "বাছাই করা"। যারা যিশুর মূল ও খাঁটি ইতিহাস বেছে নিল তারাই হলো দুনিয়ার প্রথম অবিশ্বাসী।

'ঐতিহাসিকদের সৌভাগ্যই বলতে হবে,' সার হিউম বলে চলেছেন, 'কনস্ট্যানটাইন যে-সব গসপেল ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন, তার মধ্য থেকে কিছু রক্ষা পায়। ১৯৫০ সালে ডেড সি স্ক্রোল পাওয়া যায় যুডিয়ান মরুর কামরান এলাকায়, একটা গুহার ভেতর। তার আগে, ১৯৪৫ সালে ন্যাগ হামাদি-তে পাওয়া গেছে কপটিক স্ক্রোল। গ্রেইলের সত্য কাহিনি ছাড়াও, এই দলিলগুলোয় যিশুর মানবিক দিকগুলোর বিশদ বিবরণ আছে। কিন্তু ভ্যাটিকানের সার্বক্ষণিক চেষ্টা, স্ক্রোলগুলো কিছুতেই যাতে প্রকাশ না পায়।'

'উপসংহারটা তা হলে কী দাঁড়াল?' জানতে চাইল সোফিয়া।

'হোলি গ্রেইলের প্রচলিত গল্পটা মিথ্যে।'

হাত বাড়িয়ে বইটা নিয়ে মাঝখানে খুললেন সার হিউম, পাতা ওল্টাচ্ছেন। 'এখন আমি চাই, দ্য ভিঞ্চির আঁকা হোলি গ্রেইলের পেইন্টিং দেখার আগে, এটায় একবার চট করে চোখ বুলিয়ে নিন আপনি।' খোলা বইটা সোফিয়ার সামনে বাড়িয়ে ধরলেন তিনি। 'আশা করি এই ফ্রেসকো আপনার পরিচিত?'

ভদ্রলোক আমার সঙ্গে কৌতুক করছেন, তাই না? সর্বকালের বিখ্যাত ফ্রেসকোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে সোফিয়া– লাস্ট

সাপার– দ্য ভিঞ্চির কিংবদন্তিতুল্য পেইন্টিং, মিলান মিউজিয়ামের দেয়ালে যেটা ঝুলছে। কালের আঁচড়ে ম্লান হয়ে আসা ফ্রেসকোয় যিশু আর তাঁর শিষ্যদের দেখা যাচ্ছে, ঠিক যে মুহূর্তে যিশু ঘোষণা করলেন উপস্থিত শিষ্যদের মধ্যে কেউ একজন তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

'হ্যাঁ, এই ছবি আমি চিনি,' বলল সোফিয়া।

'তা হলে, দয়া করে আপনি কি আমাকে এই খেলাটায় একটু সাহায্য করবেন? চোখ দুটো একবার বন্ধ করুন।'

অস্বস্তি নিয়ে চোখ বুজল সোফিয়া।

'যিশু কোথায় বসে আছেন?' প্রশ্ন করলেন সার হিউম।

'মাঝখানে।'

'দারুণ। এবার বলুন, তিনি এবং তাঁর ভক্তরা কী খাবার ছিড়ছেন ও খাচ্ছেন?'

'রুটি।' কে না জানে, ভাবল সোফিয়া।

'ওহ্, সত্যি দারুণ। আর কী পান করছেন?'

'ওয়াইন।'

'খুব ভাল। এবার শেষ প্রশ্ন। টেবিলে আপনি কটা ওয়াইনের গ্লাস দেখেছেন?'

চুপ করে আছে সোফিয়া, ভাবছে প্রশ্নটার মধ্যে কী যেন একটা চালাকি আছে। মনে পড়ল কোথায় যেন পড়েছে– *এবং ডিনারের পর ওয়াইনের কাপটা তুললেন যিশু, শিষ্যদের সঙ্গে ভাগ করে খেলেন।* 'কাপ ছিল একটা,' বলল সে। 'ওটাকেই চ্যালেস বলে।' *যিশুর কাপ। হোলি গ্রেইল।* 'যিশু একটাই ওয়াইনের চ্যালেস সবাইকে দেন, আধুনিক খ্রিশ্চানরা কমিউনিয়ান-এ যেমনটি করে থাকেন।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সার হিউম। 'চোখ খুলুন।'

খুলল সোফিয়া।

সার হিউম হাসছেন।

চোখ নামিয়ে পেইন্টিংটার দিকে তাকাল সোফিয়া, বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে দেখল যিশু সহ টেবিলের প্রত্যেকের হাতে একটা করে ওয়াইনের গ্লাস রয়েছে। সব মিলিয়ে তেরোটা কাপ। আরও ব্যাপার হলো, কাপগুলো আকারে খুদে, হাতলবিহীন ও কাঁচের তৈরি। ছবিটার কোথাও কোনও চ্যালেস নেই। অর্থাৎ হোলি গ্রেইল নেই।

সার হিউমের চোখের তারায় ঝিক করে উঠল উল্লাস। 'ব্যাপারটা অদ্ভুত, তাই না? বাইবেল ও গ্রেইল সম্পর্কে প্রচলিত জনশ্রুতিতে বলা হয়েছে এই বিশেষ মুহূর্তটিতেই হোলি গ্রেইল পৌঁছায়। তার মানে কি, দ্য ভিঞ্চি যিশুর কাপ আঁকতে ভুলে গেছেন?'

'আর্ট স্কলাররা নিশ্চয়ই ব্যাপারটা খেয়াল করেছেন?'

'শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন, দ্য ভিঞ্চি এখানে উদ্ভট সব কাণ্ড করে রাখলেও, বেশিরভাগ স্কলার সে-সব হয় লক্ষ করেননি, কিংবা গুরুত্ব দেননি। এই ফ্রেসকো, আসলে, হোলি গ্রেইল রহস্যের মূল চাবি। লাস্ট সাপার-এ, সবার চোখের সামনে, সব সূত্র দিয়ে গেছেন দ্য ভিঞ্চি।'

ব্যাকুল দৃষ্টিতে ছবিটার উপর চোখ বুলাচ্ছে সোফিয়া। 'এই পেইন্টিং বলছে, হোলি গ্রেইল কী জিনিস?' জানতে চাইল সে।

'কী জিনিস নয়,' ফিসফিস করলেন সার হিউম। 'বলুন কে। হোলি গ্রেইল কোনও জিনিস নয়। ওটা, আসলে... একজন মানুষ।'

দুই

দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড একদৃষ্টে সার হিউমের দিকে তাকিয়ে থাকল সোফিয়া, তারপর রানার দিকে ঘাড় ফেরাল। 'হোলি গ্রেইল একজন মানুষ?'

'আসলে বলা উচিত, একজন মহিলা,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল রানা।

সোফিয়াকে স্তম্ভিত দেখাচ্ছে।

'আপনি, সার,' রানার দিকে ফিরে বললেন হিউম, 'সিম্বলজি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন। এখন বোধহয় আপনার ওই বিদ্যার সাহায্যে ব্যাপারটার ব্যাখ্যা হতে পারে, তা না হলে আপনার সঙ্গিনীর কাছে কিছুই পরিষ্কার হবে না।' একটা টেবিল থেকে এক প্রস্থ কাগজ নিলেন তিনি, হেঁটে এসে সেটা রানার সামনে রাখলেন।

পকেট থেকে কলম বের করল রানা। 'সোফিয়া, নারী ও পুরুষের আধুনিক আইকন সম্পর্কে আপনি পরিচিত?' জিজ্ঞেস করল ও। তারপর কমন মেইল সিম্বল ♂ আঁকল, তারপর পাশেই আঁকল ফিমেল সিম্বল ♀।

'অবশ্যই চিনি,' বলল সোফিয়া।

'এগুলো নারী ও পুরুষের প্রতিনিধিত্বকারী অরিজিনাল সিম্বল নয়। অনেক মানুষ ভুল করে ধরে নেয় মেইল সিম্বল ঢাল ও বল্লম থেকে নেয়া হয়েছে, আর সৌন্দর্য-প্রতিফলিত হয় এমন একটা

আয়না থেকে নেয়া হয়েছে ফিমেল সিম্বল। আসলে গ্রহ-ঈশ্বর মঙ্গল ও গ্রহ-ঈশ্বরী ভিনাস-এর প্রতিনিধিত্বকারী প্রাচীন জ্যোতিষ শাস্ত্রের সিম্বল থেকে এগুলোর উৎপত্তি। অরিজিনাল সিম্বলগুলো এখনকার চেয়ে অনেক সহজ ছিল।'

কাগজটার উপর আরেকটা আইকন আঁকল রানা।

Λ

'শুরুতে এটা ছিল মেইল সিম্বল,' বলল রানা। 'একটা মেইল সেক্স অরগান।'

'দেখেই বোঝা যায়,' মন্তব্য করল সোফিয়া।

'তা বটে,' সায় দিয়ে বললেন সার হিউম।

'এই আইকনটা *ব্লেড* নামে পরিচিত ছিল,' বলল রানা। 'প্রতিনিধিত্ব করত আক্রমণ ও পৌরুষ-এর। ঠিক এই লিঙ্গ প্রতীকই কিন্তু আজও ব্যবহার করা হচ্ছে আধুনিক সেনাবাহিনীর ইউনিফর্মে, পদমর্যাদা চিহ্নিত করার জন্যে।'

'ঠিক তাই।' নিঃশব্দে হাসছেন সার হিউম। 'যত বেশি লিঙ্গ তত বেশি উঁচু পদ।'

শুনতে না পাওয়ার ভান করে বলে চলেছে রানা, 'এর ঠিক বিপরীতটা হলো ফিমেল সিম্বল।' কাগজে আরেকটা সিম্বল আঁকাল ও। 'এটাকে চ্যালেস বলে।'

V

মুখ তুলল সোফিয়া, চোখ ভরা বিস্ময়।

রানা বুঝতে পারল, মিলটা দেখতে পাচ্ছে সোফিয়া। 'চ্যালেস,' বলল ও, 'একটা কাপ বা জলযান-এর মত দেখতে, তবে তারচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ– ওই আকৃতি জরায়ুর সঙ্গে মিলে যায়।

সিম্বলটা নারীত্ব, মাতৃত্ব ও উর্বরতাকে বোঝায়।' রানা এখন সোফিয়ার দিকে সরাসরি তাকিয়ে আছে। 'সোফিয়া, প্রচলিত কিংবদন্তি হলো, হোলি গ্রেইল নৌকার মত দেখতে জলযান-একটা কাপ। তবে গ্রেইলকে চ্যালেস বলা হয়েছে রূপক হিসেবে, হোলি গ্রেইলের আসল প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্যে। অর্থাৎ, কিংবদন্তিতে চ্যালেসকে ব্যবহার করা হয়েছে চিত্রকল্প হিসেবে, আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছুকে বোঝাতে গিয়ে।'

'একজন নারী?' জিজ্ঞেস করল সোফিয়া।

'হ্যাঁ,' বলে উঠলেন স্যার হিউম। 'গ্রেইল সত্যি সত্যিই মাতৃত্বের প্রাচীন প্রতীক, আর হোলি গ্রেইল পবিত্র নারীত্ব ও দেবীর প্রতিনিধিত্ব করছে। তবে এই সাংকেতিক অর্থ অতীতের গর্ভে হারিয়ে গেছে। সেজন্যে চার্চ দায়ী, তারাই সযত্নে এ-সব মুছে ফেলেছে। নারীর জীবন সৃষ্টির ক্ষমতাকে একসময় অত্যন্ত পবিত্র জ্ঞান করা হত, তবে পুরুষশাসিত চার্চের উত্থানের জন্য ব্যাপারটা ছিল বিরাট হুমকি, আর তাই পবিত্র নারীকে ডাইনী আখ্যায়িত করা হলো, বলা হলো অপরিচ্ছন্ন।

'ঈশ্বর নন, মানুষই "আদি পাপ"-এর ধারণা সৃষ্টি করেছিল। বলা হলো ইভ আপেলের স্বাদ নিয়ে মানবজাতির অধঃপতন ঘটিয়েছেন। যে নারী একসময় ছিল পবিত্র জীবনদানকারিণী, এখন সে শত্রু।

'নারী জীবন নিয়ে আসে, এই ধারণাটি প্রাচীন ধর্মগুলোর মূল ভিত্তি ছিল। সন্তানপ্রসব রহস্যময়, আর সেই রহস্যের ছিল প্রচণ্ড একটা শক্তি। দুঃখজনক হলো, খ্রিশ্চান দর্শন সিদ্ধান্ত নিল বায়োলজিকাল সত্যকে অগ্রাহ্য করে নারীর সৃষ্টি করার ক্ষমতা অস্বীকার করবে, পুরুষকে বানাবে "স্রষ্টা"। জেনেসিস বলছে, অ্যাডাম-এর পাঁজর থেকে তৈরি করা হয়েছে ইভকে। নারীকে পুরুষের একটা অঙ্গ বানিয়ে ফেলা হলো, তার আর স্বাধীন সত্তা বলে কিছু থাকল না। পুরুষের অঙ্গ, তাও আবার পাপে ভরা।

জেনেসিস থেকেই শুরু হলো দেবী যুগের সমাপ্তি পর্ব।'

'গ্রেইল,' বলল রানা, 'হারিয়ে যাওয়া পবিত্র নারীসত্তার প্রতীক। ক্রিস্টিয়ানিটি যখন হাজির হলো, পেইগান ধর্মগুলো কিন্তু সহজে হার মানল না। কিংবদন্তিতে হারানো গ্রেইল খোঁজার কথা বলা হয়েছে, সেগুলো আসলে ছিল নিষিদ্ধ ঘোষিত পবিত্র নারীসত্তা খুঁজে পাবার গোপন চেষ্টা।'

মাথা নাড়ল সোফিয়া। 'দুঃখিত, আপনি যখন বললেন হোলি গ্রেইল একজন মহিলা, আমি ধরে নিয়েছিলাম সত্যিকার কোনও মহিলা।'

'সত্যিকারের নয় তো কি!' বলে উঠলেন সার হিউম। 'তাও যে-কোনও মহিলা নন,' বললেন সার হিউম, উত্তেজিত হয়ে উঠে আবার পায়চারি শুরু করলেন। 'এই মহিলার মধ্যে এমন এক আশ্চর্য রহস্য আছে, যা প্রকাশ পেলে ক্রিস্টিয়ানিটির মূল ভিতটাই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে!'

সোফিয়াকে আবেগে অস্থির দেখাল। 'ইতিহাসে এই মহিলার পরিচিতি আছে?'

'আছে বইকি, ভালই পরিচিতি আছে,' বলে মেঝেতে ক্রাচের শব্দ তুলে হল-এর দিকে ঘুরে গেলেন সার হিউম। 'এখন যদি আমরা স্টাডিতে গিয়ে বসতে পারি, সার,' রানাকে লক্ষ্য করে বললেন তিনি, 'মিস সোফিয়াকে আমার দ্য ভিঞ্চির পেইন্টিং দেখানোর সুযোগ হয়।'

পঁচিশ ফুট দূরে, কিচেনে, বাড়ির ম্যানসার্ভেন্ট লুই লেভাউ একটা টেলিভিশনের সামনে দাঁড়িয়ে খবর শুনছে। খবরে এই মুহূর্তে দুই তরুণ-তরুণীর ফটো ব্রডকাস্ট করা হচ্ছে। লেভাউ দেখল খানিক আগে সে যাদেরকে চা পরিবেশন করেছে ছবি দুটো তাদেরই।

জরিখ ডিপজিটরি ব্যাঙ্ক-এর প্যারিস শাখা। রোডব্লকের সামনে

দাঁড়িয়ে লেফটেন্যান্ট রাউল চিন্তা করছে সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে পৌঁছাতে এত দেরি করছেন কেন ক্যাপটেন অকটেভ? তার দৃঢ় বিশ্বাস ব্যাঙ্কাররা কিছু একটা গোপন করছে। প্রশ্নের জবাবে বারবার একই কথা বলছে তারা, মসিয়ো রানা ও মাদামোয়াযেল সোফিয়া ব্যাঙ্কে একবার এসেছিল বটে, কিন্তু সঙ্গে যথাযথ অ্যাকাউন্ট আইডেনটিফিকেশন না থাকায় তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তা-ই যদি হবে, ভাবছে রাউল, ব্যাঙ্কের ভেতর আমাদেরকে ঢুকতে দিচ্ছে না কেন?

এই সময় হঠাৎ রাউলের সেলুলার ফোন বেজে উঠল। কলটা আসছে লুভার মিউজিয়ামের কমান্ড পোস্ট থেকে।

'আমরা কি সার্চ ওয়ারেন্ট যোগাড় করতে পেরেছি?' জানতে চাইল রাউল।

'ব্যাঙ্কের কথা ভুলে যান, লেফটেন্যান্ট,' অপরপ্রান্ত থেকে এজেন্ট জানাল। 'এইমাত্র একটা টিপস পেয়েছি আমরা। মসিয়ো রানা আর মাদমোয়াযেল সোফিয়া ঠিক কোথায় লুকিয়ে আছেন আমরা জানি।'

নিজের গাড়ির হুডে ধপাস করে বসে পড়ল রাউল। 'ঠাট্টা করছেন না তো?'

'ওই লোকেশনের ঠিকানা রয়েছে আমার হাতে। জায়গাটা ভার্সেই-এর কাছাকাছি কোথাও।'

'ক্যাপটেন অকটেভ ব্যাপারটা জানেন?'

'এখনও জানেন না। ফোনে জরুরি একটা আলাপ করছেন তিনি।'

'আমি রওনা হয়ে গেলাম। ক্যাপটেন ফ্রি হওয়ামাত্র জানান তাঁকে।' ঠিকানাটা খসখস করে লিখে নিয়েই গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল রাউল। ব্যাঙ্ক থেকে বেশ খানিকটা দূরে সরে আসার পর সে ভাবল, জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল মসিয়ো রানার লোকেশন কে

দিল ডিসিপিজে-কে। তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না। সে তার জীবনের সবচেয়ে কৃতিত্বপূর্ণ কাজটা করতে চলেছে।

মসিয়ো মাসুদ রানাকে অ্যারেস্ট করা চাট্টিখানি কথা নয়।

রেডিও মেসেজ পাঠিয়ে পাঁচটা পুলিশ কারকে ডাকল রাউল। ঠিকানা দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওখানে পৌঁছাতে বলল ড্রাইভারদের। 'সাইরেন বাজাবে না। মসিয়ো রানা যেন কিছুতেই টের না পান যে আমরা আসছি।'

চল্লিশ কিলোমিটার দূরে। কালো একটা অডি কার। গ্রাম্য রাস্তা ছেড়ে সবুজ মাঠের কিনারায়, গাছের ছায়ায় থামল। দরজা খুলে নীচে নামল লেবরান।

বিরাট মাঠটা রট-আয়রনের বেড়া দিয়ে ঘেরা, তার ফাঁক দিয়ে দূরের শ্যাতো ভিলেটি-র দিকে তাকাল সে। ঢালের মাথায় চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে সেটা।

শ্যাতোর নীচতলায় সবগুলো আলো জ্বলছে। ব্যাপারটা স্বাভাবিক নয়, আপনমনে হেসে উঠে ভাবল লেবরান, বিশেষ করে রাতের এই সময়ে। লালিক তাকে যে ঠিকানা দিয়েছেন, বোঝাই যাচ্ছে সেটা নির্ভুল। মনে মনে শপথ নিল লেবরান, *কিস্টোন না নিয়ে এই বাড়ির ত্রিসীমানা ছেড়ে এক পা-ও নড়ব না। বিশপ ও লালিককে কোনও অবস্থাতেই আমি হতাশ করব না।*

পিস্তলের তেরো রাউন্ড ক্লিপটা চেক করল লেবরান, তারপর বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভিতর দিকের ভিজে জমিনে ফেলে দিল। বেড়ার মাথাটা ধরে উপরে উঠল সে, লাফ দিয়ে পিস্তলটার পাশে নামল। পিস্তল তুলে নিয়ে ঘাস মোড়া ঢালের দিকে এগোল সে দৃঢ় পদক্ষেপে।

তিন

এরকম স্টাডি রুম আগে কখনও দেখেনি সোফিয়া। যে-কোনও সুসজ্জিত অফিস স্পেসের চেয়ে ছয় কি সাতগুণ বড়। একটা অংশকে দেখে মনে হলো সায়েন্স ল্যাবরেটরি। লাইব্রেরিটাকে আর্কাইভ বললেই বেশি মানায়।

মাথার উপর তিনটে ঝাড়বাতি ঝুলছে। টাইলস মোড়া মেঝেতে দ্বীপপুঞ্জের মত ছড়িয়ে রয়েছে বই, শিল্পকর্ম, আর্টিফ্যাক্ট ভর্তি ওঅর্কটেবিল। আরেক দিকে দেখা যাচ্ছে রাশি রাশি ইলেকট্রনিক গিয়ার– কম্পিউটার, প্রজেক্টর, মাইক্রোস্কোপ, কপি মেশিন ও ফ্ল্যাটবেড স্ক্যানার।

'বলরুমকে স্টাডি বানিয়েছি,' বললেন সার হিউম। 'নাচানাচি করার সুযোগ খুব কমই পাই আমি।'

'এখানে আপনি কাজ করেন?' জানতে চাইল সোফিয়া।

মাথা ঝাঁকালেন সার হিউম। 'সত্যকে জানা আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠেছে,' বললেন তিনি। 'আর স্যাংগ্রিয়াল হলো আমার সবচেয়ে প্রিয় মিসট্রেস।'

হোলি গ্রেইল একজন মহিলা, ভাবল সোফিয়া, তার মাথাটা কেমন যেন ঘুরছে। 'বলছেন এই মহিলার ছবি আছে আপনার কাছে। আর এই মহিলাই আসলে হোলি গ্রেইল?'

'হ্যাঁ। তবে তিনি যে গ্রেইল এটা আমি কেন বলব! বলছেন স্বয়ং যিশু।'

'পেইন্টিংটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সোফিয়া।

'উম্‌ম্‌...' সার হিউম এমন ভান করলেন, যেন ভুলে গেছেন। 'হোলি গ্রেইল। স্যাংগ্রিয়াল। চ্যালেস।' অকস্মাৎ ঘুরে দূরপ্রান্তের দেয়ালের দিকে আঙুল তাক করলেন তিনি। দেয়ালটায় ঝুলছে দ্য লাস্ট সাপার-এর আট ফুট লম্বা একটা প্রিন্ট। সেই একই ছবির হুবহু প্রতিরূপ, এতক্ষণ ধরে যেটাকে দেখছিল সোফিয়া। 'ওই যে তিনি!'

সোফিয়া পরিষ্কার বুঝতে পারছে, কিছু একটা বুঝতে ভুল করেছে সে। 'এই ছবিটাই তো খানিক আগে আমাকে আপনি দেখিয়েছেন।'

চোখ মটকালেন সার হিউম। 'জানি, তবে এনলার্জমেন্ট আরও অনেক বেশি রোমাঞ্চকর। আপনার কি মনে হয়?'

অসহায় একটা ভঙ্গি করে রানার দিকে তাকাল সোফিয়া। 'আমি আসলে খেই হারিয়ে ফেলেছি।'

হাসল রানা। 'আসল কথা হলো, হোলি গ্রেইলকে সত্যি সত্যি লাস্ট সাপার-এ দেখা গেছে। লিওনার্দো তাঁকে চোখে পড়ার মত করে এঁকেছেন।'

'দাঁড়ান,' বলল সোফিয়া। 'আপনি বলেছেন হোলি গ্রেইল একজন মহিলা। অথচ লাস্ট সাপার আঁকা হয়েছে তেরোজন পুরুষকে নিয়ে।'

'তাই কি?' সার হিউম তাঁর ধনুকের মত ভ্রূ আরও বাঁকা করলেন। 'কাছ থেকে ভাল করে দেখুন।'

অনিশ্চিত একটা ভাব নিয়ে ছবিটার দিকে এগোল সোফিয়া। তেরোজন মানুষকে খুঁটিয়ে দেখছে– মাঝখানে রয়েছেন যিশু খ্রিস্ট; ছ'জন শিষ্য তাঁর বাম দিকে, বাকি ছ'জন তাঁর ডানদিকে। 'ওঁরা সবাই পুরুষ,' দৃঢ় কণ্ঠে জানাল সে।

'তাই কি?' প্রশ্নটা আবার করলেন সার হিউম। 'সম্মানের আসনে যিনি বসে আছেন, প্রভুর ডানদিকে, তাঁর ব্যাপারটা কী?'

যিশুর ঠিক ডানপাশে বসা ব্যক্তিকে ভালভাবে পরীক্ষা করল সোফিয়া। মানুষটার মুখ ও শরীর যাচাই করবার সময় বিস্ময়ের একটা প্রবল ঢেউ জাগল তার ভিতরে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মাথায় লম্বা লাল চুল দেখা যাচ্ছে। সরু দুটো হাত ভাঁজ করা। স্তনের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। সন্দেহ নেই... একজন নারী।

'আরে, এ তো মহিলাই!' সোফিয়া স্তম্ভিত।

সার হিউম হাসছেন। 'অবাক কাণ্ড, সত্যিই অবাক কাণ্ড! বিশ্বাস করুন, ব্যাপারটা কোনও ধরনের ভুল নয়। লিওনার্দোর মত দক্ষ পেইন্টার দুই লিঙ্গের পার্থক্যটুকু নিশ্চয়ই বুঝতেন।'

যিশুর পাশের আসনে বসা মহিলার উপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না সোফিয়া। *লাস্ট সাপার হওয়ার কথা তেরোজন লোককে নিয়ে। মহিলাটি তা হলে কে?* এই ক্লাসিক ইমেজ বহুবার দেখেছে সোফিয়া, অথচ এত বড় একটা বৈসাদৃশ্য তার চোখে আগে ধরা পড়েনি।

'আপনার একার নয়,' যেন সোফিয়ার মনের কথা পড়তে পেরেই বললেন সার হিউম। 'সবার চোখকেই ফাঁকি দিয়ে গেছে ব্যাপারটা। আগে থেকে মনে গেঁথে যাওয়া বিশ্বাস খুব বেশি শক্তিশালী হলে এটা হয়, চোখের রিপোর্ট মস্তিষ্ক গ্রহণ করে না।'

'তাই বলে...' কথা শেষ না করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোফিয়া।

'ভদ্রমহিলাকে এতদিন দেখতে না পাবার আরও কারণ আছে,' বললেন সার হিউম। 'আর্ট বুকের অনেক ফটোগ্রাফই ১৯৫৪-র আগে তোলা, তখনও ধুলো-ময়লার নীচে ছবির অনেক খুঁটিনাটি ও সূক্ষ্ম বিবরণ চাপা পড়ে ছিল। ছবিটাকে রক্ষা করার স্বার্থে আঠারো শতকে বেশ কয়েকবার রিপেইন্টিং-ও করা হয় আনাড়ী পেইন্টারদেরকে দিয়ে। এতদিনে, অবশেষে, পরিষ্কার করা হয়েছে ফ্রেসকো; এখন দেখা যাচ্ছে দ্য ভিঞ্চির ব্যবহার করা

অরিজিনাল রঙের স্তর।'

ছবিটার আরও সামনে সরে এল সোফিয়া। যিশুর ডানদিকে বসা মহিলার বয়স বেশি নয়, অবশ্যই তরুণী তিনি, চেহারায় পূত-পবিত্র একটা ভাব স্পষ্ট; ভাব-গম্ভীর শান্ত মুখ, ভারি সুন্দর লাল চুল, হাত দুটো মার্জিত ভঙ্গিতে ভাঁজ করা। *কী সেই ক্ষমতা, যা দিয়ে এই তরুণী একা চার্চকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারেন?*

'কে ইনি?' জানতে চাইল সোফিয়া।

'ভদ্রমহিলার নাম,' বললেন সার হিউম, 'মেরি ম্যাগডেলেন।'

ঝট করে ঘাড় ফেরাল সোফিয়া। 'সেই বেশ্যা মেয়েটি?'

অকস্মাৎ দম আটকালেন সার হিউম, শব্দটা যেন ব্যক্তিগতভাবে আঘাত করেছে তাঁকে। 'ম্যাগডেলেন বেশ্যা ছিলেন না। এই দুর্ভাগ্যজনক ভুল ধারণার জন্যে দায়ী সেই সময়কার চার্চ। মেরি ম্যাগডেলেন-এর বিপজ্জনক রহস্য ধামাচাপা দেয়ার জন্যে তাঁকে কলঙ্কিত করার দরকার ছিল তাদের।'

'কী সেই রহস্য?'

'হোলি গ্রেইল হিসেবে তাঁর ভূমিকা।'

'কী ভূমিকা?'

'আগেই জানিয়েছি,' ব্যাখ্যা করলেন সার হিউম, 'মরণশীল পয়গম্বর যিশু আসলে স্বর্গীয় অস্তিত্ব, দুনিয়ার মানুষকে প্রথম যুগের চার্চের এটা বোঝাবার দরকার ছিল। সেজন্যে যে-সব গসপেল যিশুর পার্থিব জীবনের দিকগুলো তুলে ধরে সেগুলোকে বাইবেল থেকে বাদ দিতে হয়। প্রথম দিকের সম্পাদকদের জন্যে দুঃখজনক বলতে হবে, গসপেলগুলোয় বিশেষ একটি বিপজ্জনক জাগতিক বিষয় ঘুরেফিরে বারবার আসতেই থাকে। মেরি ম্যাগডেলেন।' দম নিলেন তিনি। 'আরও স্পষ্ট করে বললে—যিশুর সঙ্গে তাঁর বিয়ের প্রসঙ্গটা।'

'বলেন কী!' বিস্ফারিত চোখে রানার দিকে তাকাল সোফিয়া,

তারপর আবার সার হিউমের দিকে ফিরল।

'এর মধ্যে বানোয়াট কিছু নেই,' বললেন সার হিউম। 'এটা হিস্টরিকাল রেকর্ড। এবং দ্য ভিঞ্চি অবশ্যই এই ফ্যাক্ট সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁর আঁকা লাস্ট সাপার আসলে দর্শকদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলছে, যিশু ও ম্যাগডেলেন স্বামী-স্ত্রী ছিলেন।'

ছবিটার দিকে আবার তাকাল সোফিয়া।

সার হিউমও সেটার দিকে হাত তুললেন। 'লক্ষ করুন, যিশু ও ম্যাগডেলেন কেমন অদ্ভুত মিল রেখে একই রঙের কাপড় পরেছেন।'

নিজেকে সোফিয়ার সম্মোহিত লাগছে। সন্দেহ নেই ওঁদের কাপড়ের রঙ উল্টোভাবে মিলে যায়– যিশু পরেছেন লাল রোব ও নীল ক্লোক, মেরি ম্যাগডেলেন পরেছেন নীল রোব ও লাল ক্লোক।'

'আরও অদ্ভুত ব্যাপারে নজর দেয়া যাক,' বললেন সার হিউম। 'লক্ষ করুন, যিশু আর তাঁর স্ত্রীকে দেখে মনে হচ্ছে নিতম্বের কাছে জোড়া লেগে আছেন তাঁরা, এবং কাত হয়ে আছেন পরস্পরের উল্টোদিকে, উদ্দেশ্য যেন নিজেদের মাঝখানে পরিষ্কার রেখায় একটা নেগেটিভ জায়গা তৈরি করা।'

রেখাটার উপর সার হিউম আঙুল বুলাবার আগেই পরিষ্কার দেখতে পেল সোফিয়া– পেইন্টিং-এর ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় একটা V আকৃতি। একটু আগে গ্রেইল, চ্যালেস ও মেয়েদের জরায়ু বোঝাবার জন্যে যে সিম্বলটা এঁকেছিল রানা, এটাও সেই একই জিনিস।

'সবশেষে,' বললেন সার হিউম, 'মানুষগুলোকে না দেখে আপনি যদি ছবিটার লে-আউট ও সেকশনগুলোর দিকে আলাদা ভাবে তাকান, দেখবেন আরেকটা পরিচিত আকৃতি আপনার চোখে ধরা দেবে।' দম নিলেন তিনি। 'বর্ণমালার একটি অক্ষর।'

সঙ্গে সঙ্গে সেটা দেখতে পেল সোফিয়া। অক্ষরটা তার চোখে ধরা দেবে, এটা আসলে কমিয়ে বলা। হঠাৎ করে ওই একটা হরফই শুধু দেখতে পাচ্ছে সোফিয়া, আর কিছু তার চোখে পড়ছে না। ছবির ঠিক মাঝখানে জ্বলজ্বল করছে নিখুঁতভাবে তৈরি একটা হরফ **M**।

'এতটা নিখুঁত, এ কি কাকতালীয় হতে পারে?' জিজ্ঞেস করলেন সার হিউম।

হাঁ হয়ে গেছে সোফিয়া। 'কী মানে ওটার? ওটা কী কারণে আছে ওখানে?'

মুচকি হেসে শ্রাগ করলেন সার হিউম। 'ষড়যন্ত্রকারীরা বলবে ওটা ওখানে আছে Matrimonio অর্থাৎ বিয়ে, অথবা Mary Magdalene-এর প্রথম অক্ষর হিসেবে। আসলে, কেউ কিছু জানে না। শুধু একটা ব্যাপার নিশ্চিত যে, ওখানে একটা লুকানো **M** আছে। গ্রেইল সংক্রান্ত অসংখ্য কাজের ভেতর লুকানো এই এম হরফটা দেখতে পাওয়া যায়– তা সে ওয়াটারমার্ক-এ হোক, কিংবা আন্ডারপেইন্টিং অথবা শব্দগঠনের চাতুরীর মধ্যেই হোক। সবচেয়ে স্পষ্ট **M**-টা চোখে পড়ে লন্ডনে, "আওয়ার লেডি অভ প্যারিস"-এর বেদিতে, যেটার ডিজাইন তৈরি করেছেন প্রায়রি অভ সায়ান-এর সাবেক এক গ্র্যান্ড মাস্টার জাঁ কক্‌তো।'

তথ্যটার ওজন অনুভব করছে সোফিয়া। তারপর বলল, 'স্বীকার করছি লুকানো হরফটা মনে খুঁতখুঁতে একটা ভাব এনে দিচ্ছে, তবে কেউ কি বলছে ওটাই প্রমাণ যে, যিশুর সঙ্গে ম্যাগডেলেনের বিয়ে হয়েছিল?'

'না, তা কেউ বলছে না।' বই ভর্তি একটা টেবিলের দিকে এগোচ্ছেন সার হিউম। 'আগেই বলেছি, যিশু আর মেরি ম্যাগডেলেনের বিয়েটা ঐতিহাসিক নথির একটা অংশ।' বইয়ের স্তূপ ঘাঁটতে শুরু করলেন তিনি। 'তা ছাড়া, বাইবেলের দৃষ্টিতে

দেখা অবিবাহিত যিশুর চেয়ে অনেক বেশি গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ বহন করেন বিবাহিত যিশু।'

'কী রকম?'

সার হিউমকে বই নিয়ে ব্যস্ত দেখে উত্তরটা রানা দিল, 'যিশু ইহুদি ছিলেন, তাই। সে সময়কার সামাজিক রীতি অনুসারে একজন ইহুদির অবিবাহিত থাকাটা একরকম নিষিদ্ধই ছিল। ইহুদিদের প্রথা অনুসারে ব্রহ্মচর্য নিন্দনীয়, এবং ইহুদি বাবার দায়িত্ব হলো ছেলের জন্যে যথাযোগ্য একটি স্ত্রী খুঁজে বের করা। যিশু যদি বিবাহিত না হতেন, বাইবেলের অন্তত একটা গসপলে ব্যাপারটা জানানো হত, সেই সঙ্গে ব্যাখ্যা থাকত কী কারণে তাঁর এই অস্বাভাবিক অবস্থা।'

চামড়া দিয়ে বাঁধানো বিরাট পোস্টার আকৃতির একটা বই খুঁজে বের করলেন সার হিউম, অ্যাটলাস-এর মত দেখতে। কাভারে লেখা রয়েছে– Gnostic Gospel। টান দিয়ে ওটা খুললেন সার হিউম, ডিভান ছেড়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল রানা ও সোফিয়া।

সোফিয়া দেখল বইটার ভিতরে ফটোগ্রাফ রয়েছে, সম্ভবত প্রাচীন ডকুমেন্ট-এর ম্যাগনিফাই করা প্যারাগ্রাফ– ছেঁড়াখোঁড়া প্যাপিরাসের উপর হাতে লেখা টেক্সট। প্রাচীন ভাষাটা চিনতে পারল না সে, তবে মুখোমুখি পৃষ্ঠায় অনুবাদ দেয়া আছে।

'মনে আছে তো, ন্যাগ হামাদি ও ডেড সি স্ক্রোল-এর কথা বলেছিলাম?' সোফিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন সার হিউম। 'এগুলো সেই স্ক্রোল-এর ফটোকপি। খ্রিশ্চান যুগের প্রথমদিককার রেকর্ড। বিপদের কথা হলো, বাইবেলে যে-সব গসপেল আছে তার সঙ্গে এগুলো মেলে না।' পাতা উল্টে বইটার মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছে একটা প্যাসেজের দিকে আঙুল তাক করলেন তিনি। 'শুরু করার জন্যে গসপেল ফিলিপ সবসময় আদর্শ।'

প্যাসেজটুকু পড়ল সোফিয়াঃ

And the companion of the Saviour is Mary Magdalene. Christ loved her more than all the disciples and used to kiss her often on her mouth. The rest of the disciples were offended by it and expressed disapproval. They said to him, "Why do you love her more than all of us?"

লেখাটা সোফিয়াকে বিস্মিত করছে ঠিকই, তবে এতে তার প্রশ্নের জবাব নেই, কৌতূহলও মিটছে না। 'কই, এখানে তো বিয়ের কথা কিছু লেখা নেই,' বলল সে।

'আমি বলি আছে,' হেসে উঠে প্রথম লাইনটার দিকে আঙুল তুললেন সার হিউম। 'সে-সময় কম্প্যানিয়ন [সঙ্গিনী] শব্দটা আসলে স্বামী বা স্ত্রী হিসেবে ব্যবহার করা হত।'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

প্রথম লাইনটা আবার পড়ল সোফিয়া। *এবং ত্রাণকর্তার সঙ্গিনী ছিলেন মেরি ম্যাগডেলেন।*

পাতা উল্টে বইটার আরও কয়েকটা জায়গায় আঙুল বুলাচ্ছেন সার হিউম, সোফিয়া অবাক হয়ে দেখল প্রতিটি লেখায় আভাস দেওয়া হয়েছে যে যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে মেরি ম্যাগডেলেনের রোমান্টিক সম্পর্ক ছিল।

প্যাসেজগুলো পড়বার সময় এক রাগী প্রিস্টের কথা মনে পড়ে গেল সোফিয়ার। তখন স্কুলে পড়ত সে।

একদিন বাড়ির সদর দরজায় দমাদম ঘুসির আওয়াজ শুনে কবাট খুলল সোফিয়া, দেখল একজন প্রিস্ট ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছেন।

'এটা কি ল্যাক বেসনের বাড়ি?' বেসুরো গলায় জানতে চাইলেন প্রিস্ট। 'এখানে যে আর্টিকেল লিখেছেন তিনি, সেটা

নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।' হাতে ধরা খবরের কাগজটা উঁচু করে দেখালেন।

দাদুকে ডেকে আনল সোফিয়া। ভদ্রলোককে নিয়ে স্টাডিতে ঢুকলেন দাদু, দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলেন। সোফিয়া ভাবল, দাদু খবরের কাগজে কিছু লিখেছেন? এক ছুটে কিচেনে চলে এল সে, সকালের দৈনিক কাগজটার পাতা ওল্টাচ্ছে।

দ্বিতীয় পাতায় একটা প্রবন্ধের শিরোনামে দাদুর নাম পেল সোফিয়া। লেখাটার সবটুকু বুঝল না সে, তবে তার মনে হলো প্রিস্টদের চাপে পড়ে "দি লাস্ট টেম্পটেশন অভ ক্রাইস্ট" নামে একটি মার্কিন ছায়াছবি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ফ্রেঞ্চ সরকার। ছবিটার অপরাধ হলো, তাতে দেখানো বা বলা হয়েছে মেরি ম্যাগডেলেন নামে এক মহিলার সঙ্গে যিশুর যৌন সম্পর্ক ছিল। সোফিয়ার দাদু চার্চের গোঁয়ার্তুমির নিন্দা করে বলেছেন, ছবিটা নিষিদ্ধ করা সরকারের ভুল হয়েছে।

সোফিয়া ভাবল, প্রিস্ট যে খেপবেন এ তো জানা কথা।

'এটা পর্নোগ্রাফি! ধর্মকে অপমান করা ছাড়া কিছু নয়!' চিৎকার করতে করতে স্টাডি থেকে বেরিয়ে এলেন প্রিস্ট, ঝড়ের বেগে সদর দরজার দিকে এগোচ্ছেন। 'কীভাবে আপনি এটাকে সমর্থন করতে পারলেন!'

প্রিস্ট চলে যাওয়ার পর কিচেনে ঢুকলেন দাদু, সোফিয়াকে খবরের কাগজের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকতে দেখে ভ্রূ কোঁচকালেন। 'তুমি দেখছি সময় নষ্ট করোনি।'

সোফিয়া জানতে চাইল, 'তোমার ধারণা, যিশুর সত্যি কোনও গার্লফ্রেন্ড ছিল?'

'না, ডিয়ার, আমি বলেছি আমরা কী উপভোগ করব না করব তা চার্চের ঠিক করে দেওয়া উচিত নয়।'

'যিশুর কি সত্যিই কোনও গার্লফ্রেন্ড ছিল?' প্রশ্নটা আবার করল সোফিয়া।

কথা না বলে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন দাদু। তারপর জানতে চাইলেন, 'থাকাটা কি খুব খারাপ?'

একটু চিন্তা করে নিয়ে সোফিয়া বলল, 'আমার খারাপ লাগবে না।'

সার হিউম এখনও বলে চলেছেন: 'মেরি ম্যাগডেলেন আর যিশুর বিয়ের পক্ষে হাজার হাজার প্রমাণ আছে, সে-সব বলে আপনাকে আর বিরক্ত করতে চাইছি না আমি। তারচেয়ে মেরি ম্যাগডেলেন-এর এই গসপেলটা পড়ুন।' পাতা উল্টে আরেকটা প্যাসেজ দেখালেন তিনি।

সোফিয়ার জানা ছিল না ম্যাগডেলেনেরও গসপেল আছে। টেক্সটা পড়ল সে। অনুবাদ করলে এরকম দাঁড়ায়:

এবং পিটার বললেন, 'ত্রাণকর্তা কি সত্যি আমাদের
অজ্ঞাতসারে কোনও মহিলার সঙ্গে কথা বলেছেন?
আমরা কি ঘুরে গিয়ে তাঁর কথায় কান দিতে যাচ্ছি?
তিনি কি আমাদের চেয়ে তাঁকে বেশি পছন্দ করেছেন?'
এবং লেভি জবাব দিলেন, 'পিটার, তোমার মেজাজ
সব সময় চড়ে থাকে। এখন দেখছি শত্রু ধরে নিয়ে
এক মহিলার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছ তুমি। ত্রাণকর্তা
যদি তাঁকে মর্যাদা দান করেন, তুমি তাঁকে বাতিল করার
কে? ত্রাণকর্তা নিশ্চয়ই তাঁকে খুব ভাল করে চেনেন।
সেজন্যেই তিনি আমাদের চেয়ে বেশি ভালবাসেন তাঁকে।'

'ওঁরা যে মহিলাকে নিয়ে কথা বলছেন,' ব্যাখ্যা করলেন সার হিউম, 'তাঁর নাম মেরি ম্যাগডেলেন। বোঝাই যাচ্ছে, পিটার তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত।'

'কারণ যিশু মেরিকে বেশি পছন্দ করতেন?'

'না, শুধু এই একটা কারণে নয়। স্নেহ-ভালবাসার চেয়েও অনেক বড় কারণ ছিল। সময়ের ওই পর্যায়ে যিশু সন্দেহ করছিলেন খুব শিগগির তাঁকে ধরে ক্রুসে তোলা হবে। কাজেই তিনি যখন থাকবেন না তখন তাঁর চার্চকে কীভাবে চালিয়ে নিতে হবে সে-ব্যাপারে তিনি কিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন মেরি ম্যাগডেলেনকে। তার ফলেই পিটারের মনে এই চিন্তা আসে যে একটা মেয়েকে তাঁর চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন যিশু। স্বীকার না করে উপায় নেই যে পিটার খানিকটা নারীবিদ্বেষী ছিলেন।'

সার হিউমের বক্তব্য ঠিকমত বুঝতে চেষ্টা করছে সোফিয়া। 'ইনি সেইন্ট পিটার। যে ভিত-এর ওপর নিজের চার্চ তৈরি করেন যিশু।'

'হ্যাঁ, ইনিই তিনি; তবে এক জায়গায় একটু ভুল হচ্ছে। পরিবর্তন করা হয়নি এমন গসপেল বলছে, ক্রিশ্চান চার্চ কীভাবে গড়ে তোলা হবে তার নির্দেশ যিশু পিটারকে দিয়ে যাননি। দিয়ে গেছেন মেরি ম্যাগডেলেনকে।'

মুখ তুলে সার হিউমের দিকে তাকাল সোফিয়া। 'আপনি বলতে চাইছেন ক্রিশ্চান চার্চকে একজন মহিলার চালিয়ে নিয়ে যাবার কথা?'

'প্ল্যানটা তা-ই ছিল। আদি ও অকৃত্রিম নারীবাদী ছিলেন যিশু। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর চার্চের ভবিষ্যৎ ম্যাগডেলেনের হাতে থাকুক।'

রানা বলল, 'কিন্তু পিটার বোধহয় ব্যাপারটাকে ভালভাবে নেননি।' লাস্ট সাপার-এর দিকে হাত তুলল ও। 'পিটারের দিকে তাকান, তা হলেই বুঝতে পারবেন।'

আবার ভাষা হারিয়ে ফেলল সোফিয়া। পেইন্টিং-এ দেখা যাচ্ছে মেরি ম্যাগডেলেনের দিকে মারমুখো হয়ে ঝুঁকে রয়েছেন পিটার, তাঁর হাতের ধারাল কিনারা মহিলার ঘাড়ের পিছনে কোপ

মারার ভঙ্গিতে স্থির। 'ম্যাডোনা অভ দ্য রকস'-এও ঠিক এরকম আক্রমণাত্মক অবস্থায় দেখা গেছে তাঁকে।

'এদিকেও সেই একই দৃশ্য,' বলল রানা, পিটারের কাছাকাছি শিষ্যদের ভিড়ের দিকে আঙুল তুলল। 'বিপজ্জনক, তাই না?'

একটু ঝুঁকল সোফিয়া, দেখল শিষ্যদের ভিড় থেকে একটা হাত বেরিয়ে এসেছে। 'ওই হাতটায় কি ওটা? ছোরা দেখতে পাচ্ছি মনে হয়?'

'হ্যাঁ, ছোরাই দেখছেন আপনি। তবে আপনার জন্যে আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছে। হাতগুলো গুণলে দেখতে পাবেন, ওটা কারও হাত নয়। ওই হাতটার মালিকের শরীর দেখা যাচ্ছে না। অজ্ঞাতপরিচয় কারও হাত।'

'দুঃখিত,' বলল সোফিয়া, তার মাথার ভিতর সব যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। 'এখনও আমি বুঝতে পারছি না, এ-সব কীভাবে মেরি ম্যাগডেলেনকে হোলি গ্রেইল বানাল।'

'বলছি,' বলে টেবিলটার দিকে আরেকবার ঘুরে গেলেন সার হিউম। এবার বংশ তালিকার বড় একটা চার্ট টেনে নিলেন তিনি, মেলে ধরলেন সোফিয়ার সামনে। 'খুব কম লোকেই জানে যে যিশুর ডান হাত হবার আগে থেকেই মেরি ম্যাগডেলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী একজন মহিলা ছিলেন।'

বংশ তালিকার শিরোনামটা পড়ল সোফিয়া।

বেঞ্জামিন উপজাতি

'এখানে মেরি ম্যাগডেলেন,' বংশতালিকার মাথার কাছে আঙুল রেখে বললেন সার হিউম।

'তিনি বেঞ্জামিন ঘরানার মেয়ে ছিলেন?' সোফিয়াকে বিস্মিত দেখাল।

'হ্যাঁ, রাজবংশের মেয়ে।'

'কিন্তু আমার ধারণা তিনি খুব গরিব ছিলেন!'

ঠোঁটে তিক্ত হাসি নিয়ে সার হিউম মাথা নাড়লেন, বললেন, 'মেরি ম্যাগডেলেনকে বেশ্যা বলে মিথ্যে অপবাদ দেয়ার উদ্দেশ্যঃ তাঁর শক্তিশালী পারিবারিক বংশধারার ইতিহাস মুছে ফেলা।'

'ম্যাগডেলেনের শরীরে রাজবংশের রক্ত থাকলে চার্চের কী আসে যায়?'

মাথা নাড়লেন সার হিউম। 'ম্যাগডেলেনের রাজরক্ত চার্চকে ততটা উদ্বিগ্ন করেনি,' বললেন তিনি। 'তাদেরকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দেয় তাঁর সঙ্গে যিশুর মিলনটা– যার নিজের শরীরেও রয়েছে রাজরক্ত।'

মন দিয়ে শুনছে সোফিয়া।

'আপনি হয়তো জানেন যে "বুক অভ ম্যাথিউ" আমাদেরকে বলছে যিশু ছিলেন ডেভিড ঘরানার মানুষ। রাজা সলোমন বংশধারার একজন– ইহুদিদের রাজা। প্রভাবশালী বেঞ্জামিন ঘরানায় বিয়ে করে দুটো রাজরক্তের মধ্যে ফিউশন ঘটান যিশু, তৈরি করেন মজবুত একটা রাজনৈতিক জোট, ফলে সিংহাসন দাবি করার আইনসঙ্গত একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, ফিরে আসার সম্ভাবনা দেখা দেয় সলোমনের আমলে প্রচলিত রাজা নির্বাচনের ধারা।'

সোফিয়ার মনে হলো এতক্ষণে বোধহয় ভদ্রলোক আসল কথায় আসছেন।

সার হিউমকে এখন উত্তেজিত দেখাচ্ছে। 'হোলি গ্রেইলের কিংবদন্তি আসলে রাজরক্তের কিংবদন্তি। হোলি গ্রেইল কিংবদন্তি যখন "যিশুর রক্ত ধারণ করার চ্যালেস"-এর কথা বলে...ওটা তখন, আসলে, মেরি ম্যাগডেলেনের কথা বলে– যে নারীর জরায়ু যিশুর রাজরক্ত ধারণ করেছিল।'

কথাটা সোফিয়ার মাথায় ঠিক মত বসবার আগে বলরুমের চারধারে যেন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল। *যিশুর*

রাজরক্ত ধারণ করেছেন মেরি ম্যাগডেলেন? 'কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব, যদি না...' থেমে রানার দিকে তাকাল সোফিয়া।

রানার মুখে নরম হাসি। 'যদি না তাঁদের সন্তান থাকে।'

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সোফিয়া।

'কী আশ্চর্য, তাই না?' হাসছেন সার হিউমও। 'মানুষের ইতিহাসে এরচেয়ে বড় ধামাচাপা দেয়ার ঘটনা আর বোধহয় ঘটেনি। যিশু শুধু বিয়েই করেননি, তিনি সন্তানের বাবাও হয়েছিলেন। মাই ডিয়ার, মেরি ম্যাগডেনেল ছিলেন হোলি ভেসেল। তিনিই চ্যালেস, যে চ্যালেস যিশু খ্রিস্টের রাজরক্ত ধারণ করেছিল।'

সোফিয়ার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। 'কিন্তু এত বড় একটা রহস্য এত বছর ধরে কীভাবে চেপে রাখা সম্ভব?' তার প্রশ্নের সুরে অবিশ্বাস।

'কী বলেন!' যেন আকাশ থেকে পড়লেন সার হিউম। 'চেপে রাখা হয়নি তো। যিশুর রাজ রক্তধারা দীর্ঘকাল টিকে থাকা কিংবদন্তির অন্যতম উৎস– হোলি গ্রেইল। শত শত বছর ধরে মেরি ম্যাগডেলেনের গল্প বিভিন্ন ভাষায় ও প্রসঙ্গে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। চোখ খুললেই দেখতে পাবেন সব জায়গায় তাঁর কথা আছে।'

'আর স্যাংগ্রিয়াল ডকুমেন্ট?' জানতে চাইল সোফিয়া। 'যিশু রাজরক্ত বহন করতেন, এর প্রমাণ আছে ওগুলোয়?'

'আছে বইকি।'

'তার মানে পুরোটা হোলি গ্রেইল কিংবদন্তি আসলে রাজরক্ত নিয়ে?'

'একেবারে ঠিক,' বললেন সার হিউম। 'স্যাংগ্রিয়াল শব্দটা এসেছে San Great, অর্থাৎ হোলি গ্রেইল থেকে। তবে ওটার অতি প্রাচীন রূপটা এসেছে অন্য একটা স্পট থেকে।' একটুকরো ছেঁড়া কাগজে কিছু লিখলেন তিনি, তারপর সেটা সোফিয়ার হাতে

ধরিয়ে দিলেন।

তাঁর লেখাটা পড়ল সোফিয়া।

Sang Real

অনুবাদটা সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারল সোফিয়া।

স্যাং রিয়াল-এর অর্থ রাজরক্ত।

চার

২৪৩/ এ, লেক্সিংটন এভিনিউ, নিউ ইয়র্ক সিটি– অপাস ডেই-এর নতুন কনফারেন্স সেন্টার ও হেডকোয়ার্টার। লবিতে বসা রিসেপশনিস্ট লোকটা টেলিফোনে বিশপ মার্সেল বেলমন্ডের কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে আশ্বস্ত বোধ করল। 'গুড ইভনিং, সার।'

বিশপ জানতে চাইলেন, 'আমার জন্যে কোনও মেসেজ আছে?' কথার সুরে অস্বাভাবিক উদ্বেগ।

'জী, সার, আছে। আপনি কল করায় ভাল হলো, আপনার অ্যাপার্টমেন্টে ফোন করে করে হয়রান হয়ে গেছি। আপনাকে দেয়ার জন্যে আধ ঘণ্টা আগে জরুরি একটা ফোন মেসেজ পেয়েছি আমি।'

'আচ্ছা?' খবরটা শুনে স্বস্তি বোধ করলেন বিশপ বেলমন্ড। 'কার মেসেজ, নাম বলা হয়েছে?'

'শুধু একটা নম্বর, সার। কোনও নাম নয়।' রিসেপশনিস্ট নম্বরটা জানাল।

বিশপ প্রশ্ন করলেন, 'প্রিফেক্স থারটি-টু? তার মানে ফ্রান্সে নাকি?'

'জী, প্যারিসে, সার। কলার বলেছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যোগাযোগ করাটা জরুরি।'

'ধন্যবাদ,' বলে লাইন বিচ্ছিন্ন করে দিলেন বিশপ বেলমন্ড।

রিসিভার নামিয়ে রাখবার সময় রিসেপশনিস্ট ভাবল, বিশপ বেলমন্ডের ফোন কানেকশনে যান্ত্রিক শব্দজট খুব বেশি মনে হলো কেন? বিশপের ডেইলি শেডিউলে দেখা যাচ্ছে চলতি হপ্তার ছুটির সময় নিউ ইয়র্কে থাকার কথা তাঁর, অথচ কথা বললেন যেন দুনিয়ার আরেক প্রান্ত থেকে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিষয়টা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করল সে। গত কয়েক মাস ধরে কেমন যেন অদ্ভুত আচরণ করছেন বিশপ বেলমন্ড।

রোমের চার্টার এয়ারপোর্টে পৌঁছাচ্ছে বিশপ বেলমন্ডের ফিয়াট। *লালিক আমার নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করছেন,* ভাবলেন তিনি। আজ রাতে নিশ্চয়ই প্যারিসে ভাল কিছু ঘটেছে।

সদ্য পাওয়া নম্বরটা সেল ফোনে টিপছেন বিশপ, আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে প্যারিসে পৌঁছে যাবেন ভেবে উত্তেজনা বোধ করছেন– সকাল হওয়ার আগেই। এখানকার রানওয়েতে তাঁর জন্য একটা চার্টার প্লেন অপেক্ষা করছে।

অপরপ্রান্তে রিঙ হচ্ছে। সাড়া দিল একটি নারীকণ্ঠ। 'ডাইরেকশন সেনট্রেইলি পুলিশ জুডিশিয়ারি।'

ইতস্তত করছেন বিশপ বেলমন্ড। তিনি ঠিক এরকম কিছু আশা করেননি। 'ইয়ে, মানে... আমাকে কি এই নম্বরে ফোন করতে বলা হয়নি?'

নারীকণ্ঠ জানতে চাইল, 'আপনার নাম?'

বিশপ বেলমন্ড সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না নিজের পরিচয় প্রকাশ করবেন কি না। *ফ্রেঞ্চ জুডিশিয়ারি পুলিশ?*

মেয়েটি তাগাদা দিল। 'মসিয়ো, আপনার নামটা, প্লিজ?'

'বিশপ মার্সেল বেলমন্ড।'

'একটু ধরুন।' লাইন থেকে ক্লিক করে একটা আওয়াজ ভেসে এল।

দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করবার পর লাইনে এবার একজন পুরুষ এল। তার কণ্ঠস্বর গম্ভীর ও উদ্বিগ্ন। 'বিশপ, শেষ পর্যন্ত যা হোক আপনাকে পাওয়া গেল। আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার।'

স্যাংগ্রিয়াল... স্যাং রিয়াল...স্যান গ্রেইল... রয়াল ব্লাড...হোলি গ্রেইল। এগুলো সব একই সূত্রে গাঁথা।

হোলি গ্রেইল হলো মেরি ম্যাগডেলেন...যিশুর রাজরক্ত যিনি গর্ভে ধারণ করেছেন।

সোফিয়ার মনে হলো, সার হিউম আর রানা আশ্চর্য সব প্রমাণ ও দলিল দেখিয়ে যেটা তাকে বোঝাতে চাইছেন তা যেন আরও বেশি দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে তার কাছে।

'আরেকটা কথা, মাই ডিয়ার,' বললেন সার হিউম, ক্রাচে ভর দিয়ে একটা বুকশেলফের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন। 'হোলি গ্রেইল সম্পর্কে সত্যি কথাটা দুনিয়ার মানুষকে একা শুধু লিওনার্দো জানাতে চাননি। যিশুর বংশধর সম্পর্কে বহু ঐতিহাসিক বিশদভাবে লিখে গেছেন।' কয়েক ডজন বইয়ের উপর আঙুল বুলালেন তিনি।

কয়েকটা বইয়ের নাম পড়ল সোফিয়া:

দ্য টেম্পলার রেভেলেইশন: অজ্ঞাতপরিচয় যে-সব অভিভাবক যিশুর সত্যিকার পরিচয় জানেন.

দ্য উওম্যান উইথ দি অ্যালাবাস্টার জার: মেরি ম্যাগডেলেন ও হোলি গ্রেইল

দ্য গডেস ইন দ্য গসপেলস: পবিত্র নারীসত্তা উদ্ধার

'সম্ভবত এই বইটা সবচেয়ে বেশি পরিচিত,' বললেন সার হিউম, শেলফ থেকে নরম তুলতুলে একটা বই বের করে সোফিয়ার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন, যদিও হার্ডকাভার সংস্করণ।

প্রচ্ছদে লেখা রয়েছে–

হোলি ব্লাড, হোলি গ্রেইল: আন্তর্জাতিক বেস্টসেলার

'ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলার? কই, আমি তো এটার নাম শুনিনি।'

'তখন আপনি ছোট। উনিশশো আশির দিকে বেশ ভাল আলোড়ন তুলেছিল বইটা। মূল থিসিসটা যুক্তিনির্ভর; অবশেষে যিশুর বংশধারাকে মূলধারায় নিয়ে আসতে পেরেছেন লেখকরা।'

সোফিয়া জানতে চাইল, 'এই বই বেরুবার পর চার্চের কি প্রতিক্রিয়া হলো?'

'ভয়ানক খেপে উঠল তারা,' বললেন সার হিউম। 'যিশুর বাচ্চা? এটা সত্যি হলে যিশুর স্বর্গীয় ভাবমূর্তি থাকে আর? থাকে খ্রিশ্চান চার্চ?'

'পাঁচ পাপড়ির গোলাপ,' বলল সোফিয়া, হঠাৎ বইটার শিরদাঁড়ার দিকে আঙুল তুলল। এখানেও সেই একই ডিজাইন দেখা যাচ্ছে, রোযউড বক্সে যেমন দেখা গেছে।

রানার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসলেন সার হিউম। 'আপনার সঙ্গিনীর চোখ আছে, সার।' সোফিয়ার দিকে ফিরলেন। 'ওটা গ্রেইল-এর প্রায়রি সিম্বল। মেরি ম্যাগডেলেন। চার্চ যেহেতু তাঁর নাম ব্যবহার করা যাবে না বলে নিষেধাজ্ঞা জারি করে, ফলে তাঁর অনেক ছদ্মনাম তৈরি হয়ে যায়– চ্যালেস, হোলি গ্রেইল এবং রোয।'

দম নেওয়ার জন্য একটু থামলেন তিনি।

তারপর আবার শুরু করলেন। 'গোলাপের সঙ্গে পাঁচকোনা ভিনাস ও গাইডিং কম্পাস-এর সম্পর্ক আছে। ভাল কথা– ইংরেজি, জার্মান, ফ্রেঞ্চ সহ আরও অনেক ভাষায় রোয শব্দটা আছে।'

রানা বলল, 'Rose শব্দটা আবার Eros-এর অ্যানাগ্রাম– সকাম ভালবাসার গ্রিক দেবতা।'

'গোলাপ সব সময় নারীর যৌনতার সিম্বল হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে,' বললেন সার হিউম। 'দেবী পুজো হত এমন সব প্রাচীন ধর্মে পাঁচটি পাপড়ি নারীর পাঁচটি স্টেশন-এর প্রতিনিধিত্ব করত– জন্ম, রজোদর্শন, মাতৃত্ব, আর্তবক্ষয় ও মৃত্যু। আর আধুনিক কালে তো ফুটন্ত গোলাপের সঙ্গে নারীত্বের মিল অনেক বেশি চাক্ষুষযোগ্য বলে বিবেচিত।' চট করে একবার রানার দিকে তাকালেন তিনি। 'আমাদের সৌখিন সিম্বলজিস্ট হয়তো ভাল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।'

ইতস্তত করছে রানা।

'মাই গড!' চেহারাটা বেজার করে তুললেন সার হিউম। 'আপনারা, এশিয়ানরা, এত লাজুক!' সোফিয়ার দিকে তাকালেন তিনি। 'আপনার বন্ধু যে কথাটি বলতে লজ্জা পাচ্ছেন– ফুটন্ত ফুল দেখতে স্ত্রীযোনির মত; পবিত্র ও সুন্দরতম প্রস্ফুটন, যেখান দিয়ে মানবজাতি পৃথিবীতে প্রবেশ করেছে।'

'মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি,' তাড়াতাড়ি বলল সোফিয়া। 'যিশু বাবা হয়েছিলেন?'

'অবশ্যই,' বললেন সার হিউম। 'এবং মেরি ম্যাগডেলেন ছিলেন সেই আধার বা গর্ভ, যিনি তাঁর রাজকীয় ধারাকে বহন করেছেন। প্রায়রি অভ সায়ান আজও মেরি ম্যাগডেলেনকে দেবী, হোলি গ্রেইল, গোলাপ ও অলৌকিক জননী জ্ঞানে পুজো করে।'

আবার বেযমেন্টের সেই গোপন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ফিরে গেল সোফিয়ার মনটা।

'প্রায়রি অনুসারে,' বলে চলেছেন সার হিউম, 'যিশুকে ক্রুসে তোলার সময় মেরি ম্যাগডেলেন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। প্রসবের অপেক্ষায় থাকা যিশুর সন্তানের নিরাপত্তার কথা ভেবে পবিত্র ভূমি ছেড়ে পালিয়ে না গিয়ে তাঁর সামনে অন্য কোনও পথ খোলা ছিল

না। যিশুর বিশ্বস্ত আংকেল আরিমাথিয়া-র জোসেফ-এর সাহায্যে গোপনে ফ্রান্সে চলে আসেন মেরি ম্যাগডেলেন। ফ্রান্সকে তখন গল্ বলা হত। ওখানে তিনি ইহুদি সমাজে নিরাপদ আশ্রয় পান। এই ফ্রান্সেই যিশুর কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। নাম রাখা হয় সারাহ।'

'প্রায়রি সত্যি সত্যি শিশুর নামও জেনেছে?'

'শুধু নাম নয়, আরও অনেক কিছু জেনেছে। ইহুদি আশ্রয়দাতারা মেরি ম্যাগডেলেন আর সারাহ-র জীবনের খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয় টুকে রাখে। ভুলে গেলে চলবে না, ম্যাগডেলেনের সন্তান ইহুদি রাজবংশের সঙ্গে সংযুক্ত– ডেভিড আর সলোমনের সঙ্গে। সে যুগের অসংখ্য স্কলার ফ্রান্সে মেরি ম্যাগডেলেনের জীবনযাপন সম্পর্কে সব কথা লিখে রেখে গেছেন, সারাহ-র জন্ম ও তার বংশধারা সহ।'

চমকে উঠল সোফিয়া। 'যিশু খ্রিস্টের বংশতালিকা? আপনি বলছেন সত্যি এ-ধরনের কিছুর অস্তিত্ব আছে?'

'আছে বইকি। স্যাংগ্রিয়াল ডকুমেন্টে, একটা কর্নারস্টোন-এ রয়েছে যিশুর বংশতালিকার স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা তালিকা।'

'কিন্তু তা দিয়ে কী হবে?' প্রশ্ন করল সোফিয়া। 'ওটা তো কোনও প্রমাণ নয়। ঐতিহাসিকরা ওটার সত্যতা প্রমাণ করতে পারবেন না।'

'সে-কথা যদি বলেন, ওরাও তো বাইবেলের সত্যতা প্রমাণ করতে পারবে না।'

'কী বলতে চান?'

'বলতে চাই যে ইতিহাস সব সময় বিজয়ীরা লেখে। দুটো সংস্কৃতির মধ্যে সংঘর্ষ বাধলে, পরাজিত পক্ষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, যারা জেতে তারাই ইতিহাস লেখে– সে-সব বইয়ে নিজেদের আদর্শের কথা ফলাও করে প্রচার করা হয়, হেয় ও অবমূল্যায়ন করা হয় পরাজিত শত্রুকে। ইতিহাসের প্রবণতাই হলো সব সময়

একপেশে বর্ণনা দেয়া।'

সোফিয়া আগে কখনও এভাবে চিন্তা করেনি।

'স্যাংগ্রিয়াল ডকুমেন্টে যিশুর গল্পের আরেকটা দিক তুলে ধরা হয়েছে। সবশেষে আপনি কোন্ গল্পটা সত্যি বলে মানবেন সেটা আপনার বিশ্বাস, ব্যক্তিগত পঠনপাঠন ও গবেষণার ওপর নির্ভর করে। তবে তথ্যগুলো হারিয়ে যায়নি, টিকে আছে আজও।

'স্যাংগ্রিয়াল ডকুমেন্টে রয়েছে হাজার হাজার পৃষ্ঠা ভর্তি তথ্য। স্যাংগ্রিয়াল ট্রেজার যারা দেখেছে তাদের ভাষ্য হলো, ওগুলো প্রকাণ্ড আকারের চারটে ট্রাঙ্কে ভরে বহন করতে হত। *সম্পূর্ণ নির্ভেজাল ডকুমেন্টের আধার*, এরকম খ্যাতি ছিল ট্রাঙ্কগুলোর– অসম্পাদিত, অপরিশোধিত কনস্ট্যানটাইন-পূর্ব যুগের কয়েক হাজার পৃষ্ঠা ডকুমেন্ট, লিখেছে যিশুর প্রথমদিকের শিষ্যরা, যারা তাঁকে সবদিক থেকে পুরোদস্তুর মানব, শিক্ষক ও প্রেরিত পুরুষ বলে মনে করত।

'আরও গুজব আছে যে ওই ট্রেজারের অংশবিশেষকে Q ডকুমেন্ট বলা হয়– এই পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব এমনকী ভ্যাটিকানও অস্বীকার করে না। বলা হয় ওই বইটা তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত, যিশুর নিজের হাতে লেখা।'

'যিশু নিজে লিখেছেন?'

'না-লেখার কী আছে?' বললেন সার হিউম। 'নিজের উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার কথা কেন যিশু লিখবেন না? তখনকার দিনে প্রায় সবাই নিজের সময়ের কথা লিখত। ওই ট্রেজারে তাজা বোমার মত আরেকটা ডকুমেন্ট আছে, *ম্যাগডেনেল ডায়েরি* নামে– মেরি ম্যাগডেনেলের ব্যক্তিগত রোজনামচা, তাতে যিশুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক; যিশুকে ক্রুসে তোলা, ফ্রান্সে কীভাবে তাঁর সময় কাটে ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া আছে।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সোফিয়া। 'আর নাইটস্ টেম্পলার এই চার ট্রাঙ্ক ভর্তি ট্রেজার পেয়েছে সলোমনের সমাধির তলায়?'

'হ্যাঁ। ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে এই ডকুমেন্ট খুঁজে ফিরছে গ্রেইল সন্ধানী ও ভক্তরা।'

'কিন্তু আপনি বলেছেন হোলি গ্রেইল বলতে বোঝায় মেরি ম্যাগডেনেল। লোকজন যদি ডকুমেন্ট খোঁজে, তা হলে কেন বলছেন তারা হোলি গ্রেইল খুঁজছে?'

সোফিয়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন সার হিউম, তাঁর চোখে-মুখে নরম ভাব ফুটল। 'কারণ হোলি গ্রেইল যেখানে লুকানো আছে সেখানে একটা পাথরের কফিনও আছে।'

ভবনের বাইরে গাছপালার ভিতর দিশেহারা বাতাস যেন হাহাকার করছে।

সার হিউম এখন আরও শান্ত সুরে কথা বলছেন। 'হোলি গ্রেইল সার্চ করার উদ্দেশ্য হলো মেরি ম্যাগডেনেলের কঙ্কালের সামনে হাঁটু গেড়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ পাওয়া– নির্বাসিত, পবিত্র নারীসত্তার পায়ের সামনে প্রার্থনায় বসতে পারার অভিযান।'

অপ্রত্যাশিত বিস্ময় অনুভব করল সোফিয়া। 'হোলি গ্রেইল আসলে লুকানো আছে... একটা কবরে?'

সার হিউমের নীল চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। 'হ্যাঁ। ওই সমাধিতে মেরি ম্যাগডেনেলের মরদেহ আছে, আর আছে কিছু ডকুমেন্ট, যাতে তাঁর জীবনের সত্যকাহিনি বলা হয়েছে। মেরি ম্যাগডেলেন, মিথ্যে অপবাদের শিকার এক রানি, কবরে শুয়ে আছেন তাঁর পরিবারের বৈধ ক্ষমতার দাবির সপক্ষে প্রমাণ নিয়ে।'

নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার জন্য সার হিউমকে একটু সময় দিল সোফিয়া। এখন পর্যন্ত তার দাদুর ব্যাপারটা খুব একটা অর্থবহ মনে হচ্ছে না। 'এতদিন ধরে প্রায়রির সদস্যরা,' অবশেষে বলল সে, 'স্যাংগ্রিয়াল ডকুমেন্ট ও মেরি ম্যাগডেলেনের সমাধি রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করে আসছে?'

মাথা ঝাঁকালেন সার হিউম। 'হ্যাঁ। তবে ব্রাদারহুডের আরও

গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ ছিল– বংশধারাটিকে রক্ষা করা। যিশুর পরিবার অন্তহীন বিপদের মধ্যে ছিল। চার্চ ভয় পেত যিশুর পরিবারকে যদি বাড়তে দেয়া হয় তা হলে ম্যাগডেলেন ও যিশুর রহস্য একসময় আর গোপন থাকবে না, এবং সেটা মূল ক্যাথলিক মতবাদের বিরুদ্ধে একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। ক্যাথলিক মতবাদ হলো– যিশু স্বর্গীয় মেসায়া, অর্থাৎ ত্রাণকর্তা, যিনি নারীসংসর্গ করেন না।' সার হিউম দম নিলেন। 'তা সত্ত্বেও যিশুর ধারা ফ্রান্সে গোপনে বড় হতে থাকে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত, তারপর ফ্রেঞ্চ রাজরক্তের সঙ্গে মিশে "মেরভিনযিয়ান" ব্লাডলাইন নামে নতুন একটা ধারা তৈরি করে।'

খবরটা বিস্মিত করল সোফিয়াকে। মেরভিনযিয়ান শব্দটির সঙ্গে ফ্রান্সের সব ছাত্র পরিচিত। 'ওদের হাতে প্যারিসের পত্তন হয়।'

'হ্যাঁ। ফ্রান্সে গ্রেইল কিংবদন্তি এত সমৃদ্ধ হবার সেটাও একটা কারণ। ভ্যাটিকান তাদের অনেক গোপন গ্রেইল অভিযান চালিয়েছে এখানে, লক্ষ্য ছিল রাজরক্তের ধারাকে মুছে ফেলা। কিং ডাগোবার্ট-এর কথা শুনেছেন?'

ইতিহাসের ক্লাসে নামটা শুনেছে বলে অস্পষ্টভাবে মনে পড়ল সোফিয়ার। 'ডাগোবার্ট সম্ভবত মেরভিনযিয়ান রাজা ছিলেন। ঘুমের মধ্যে তাঁর চোখে ছুরি মারা হয়।'

'ভ্যাটিকানই তাঁকে এভাবে খুন করায়। সাত শতাব্দীর শেষদিকের কথা। ডাগোবার্ট মারা যাওয়ায় মেরভেনযিয়ান রক্তধারা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ভাগ্যক্রমে ডাগোবার্টের ছেলে সিগিসবার্ট গোপনে প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিলেন, ফলে তাঁর মাধ্যমেই রক্ষা পায় ধারাটা, পরে তাঁর নামের সঙ্গে যোগ হয় আরেকটা নাম– গডফ্রেই দো বুইঅঁ। এই ফরাসী রাজা দি প্রায়রি অভ সায়ান প্রতিষ্ঠা করেন, জেরুজালেমে শহরটা দখল করে নেয়ার পরপরই।'

'এই একই ব্যক্তি,' জানাল রানা, 'নাইট টেম্পলারকে সলোমনের সমাধির নীচে থেকে স্যাংগ্রিয়াল ডকুমেন্ট উদ্ধার করার নির্দেশ দেন, যাতে মেরভিনযিয়ানদেরকে প্রমাণ দেয়া যায় যে তাঁদের বংশধারার সঙ্গে যিশু খ্রিস্টের সরাসরি সম্পর্ক আছে।'

বিরাট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা ঝাঁকালেন সার হিউম। 'আধুনিক প্রায়রি অভ সায়ানের কাঁধে তিনটে কঠিন গুরুদায়িত্ব চাপে। এক, ব্রাদারহুডকে স্যাংগ্রিয়াল ডকুমেন্ট রক্ষা করতে হবে। দুই, রক্ষা করতে হবে মেরি ম্যাগডেলেনের সমাধি। তিন, রক্ষা ও প্রতিপালন করতে হবে যিশুর বংশধারা– অল্প কিছু রাজকীয় মেরভিনযিয়ান বংশধর, আধুনিক কালে যারা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছেন।'

সোফিয়ার কানের ভিতরটা ভোঁ ভোঁ করছে। *ওঁরা বলছেন যিশুর বংশধররা নাকি আধুনিক যুগেও টিকে আছে!* দাদুর কণ্ঠস্বর আবার তার কানে ফিসফিস করল: *প্রিন্সেস, তোমার পরিবার সম্পর্কে সত্যি কথাটা আমাকে বলতে হবে।*

সোফিয়ার গায়ের ত্বক শিরশির করে উঠল।

রাজরক্ত! প্রিন্সেস সোফিয়া!

'সার হিউম, সার,' দেয়ালে আটকানো ইন্টারকম থেকে ম্যানসার্ভেন্ট লুই লেভাউ-এর যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'দয়া করে আপনি যদি এক মিনিটের জন্যে কিচেনে আসতে পারতেন।'

ভয়ানক বিরক্ত হলেন সার হিউম। হেঁটে ইন্টারকমের সামনে চলে এলেন তিনি, সুইচ টিপে বললেন, 'লুই, তুমি জানো অতিথিদের সঙ্গে আমি একটা জরুরি বিষয়ে আলোচনা করছি...'

'মাফ করবেন, সার। আমাকে এখনই আপনার সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'হুম!' বিরক্তি চেপে রাখতে বাধ্য হলেন সার হিউম। 'ঠিক আছে, বলো। সংক্ষেপে।'

'আমাদের ঘরোয়া একটা ব্যাপার, সার। অতিথিদের বিরক্ত

করাটা উচিত হবে না।'

সার হিউমকে বিমূঢ় দেখাল। 'অথচ বলছ কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে না?'

'না, সার। কথাটা বলতে আমার এক মিনিটও লাগবে না।'

'মাফ করবেন, এখনই ফিরছি,' বলে কাঁধ ঝাঁকিয়ে দরজার দিকে এগোলেন সার হিউম।

সোফিয়ার সারা শরীর অবশ লাগছে। সার হিউমকে বলরুম থেকে বেরিয়ে যেতে দেখল সে।

'কী ভাবছেন বুঝতে পারছি,' সোফিয়াকে বলল রানা। 'আপনার দাদু প্রায়রির সদস্য, তিনি আপনার পরিবার সম্পর্কে গোপন কিছু কথা আপনাকে বলতে চেয়েছিলেন, এ-সব শুনে প্রশ্নটা আমার মাথাতেও এসেছিল। কিন্তু তা সম্ভব নয়। আপনার বা দাদুর নাম মেলে না। মেরভিনযিয়ানদের মাত্র দুটো ডাইরেক্ট লাইন টিকে আছে। দুটো পরিবারই আত্মগোপন করে আছে, সম্ভবত প্রায়রিই তাদেরকে প্রোটেকশন দিচ্ছে।'

মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া, তাদের পরিবারে এই নামে কেউ নেই।

একটু পরেই করিডর থেকে ক্রাচের খট-খট আওয়াজ ভেসে এল। অস্বাভাবিক দ্রুত হাঁটছেন সার হিউম। স্টাডিতে ঢোকার পর দেখা গেল ভয়ানক গম্ভীর হয়ে আছেন তিনি।

'মিস্টার রানা, আপনার কাছ থেকে আমি একটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা আশা করছি,' ঠাণ্ডা সুরে বললেন সার হিউম। 'আজ রাতে আপনি আমাকে সত্যি কথা বলেননি।'

পাঁচ

সম্পূর্ণ শান্ত রানা। 'আমাকে ফাঁসানো হয়েছে, সার হিউম।'

সার হিউমের কণ্ঠস্বর নরম হলো না। 'মিস্টার রানা, ফর গড'স সেক, আপনাদের ছবি দেখাচ্ছে টিভিতে! জানেন, দুজনকেই খুঁজছে কর্তৃপক্ষ?'

'জানি।'

'তার মানে আপনি আমার বিশ্বাসের অমর্যাদা করেছেন। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, এরকম একটা গুরুতর অপরাধ করে আমার বাড়িতে চলে আসতে আপনার বাধল না?'

'আপনি শান্ত হন,' আশ্বস্ত করবার সুরে বলল রানা। 'আমার কথা বিশ্বাস করুন, আমি কাউকে খুন করিনি।'

'ল্যাক বেসন খুন হয়েছেন, পুলিশ বলছে কাজটা আপনি করেছেন।' বিষণ্ন দেখাল সার হিউমকে। 'শিল্পের এত বড় একজন সমঝদার, বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল...'

'সার?' এবার ম্যানসার্ভেন্ট লুই লেভাউ উদয় হলো, সার হিউমের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, হাত দুটো বুকে ভাঁজ করা। 'ওঁদেরকে আমরা এবার বেরিয়ে যাবার পথ দেখিয়ে দেব?'

'অনুমতি দিন,' রানার চোখে চোখ রেখে বললেন সার হিউম, ক্রাচে ভর দিয়ে কামরার আরেক দিকে হেঁটে গিয়ে কাঁচ লাগানো একটা দরজার তালা খুললেন, যেখান দিয়ে সাইড লনে বেরিয়ে যাওয়া যায়। 'আপনাদের গাড়ি খুঁজে নিয়ে দয়া

করে বিদায় নিন, প্লিজ।'

সোফিয়া নড়ল না। 'আমাদের কাছে প্রায়রি কিস্টোন সম্পর্কে তথ্য আছে।'

কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন সার হিউম। তারপর চোখে-মুখে তিরস্কার ফুটল। 'মরিয়া হয়ে প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছেন। মিস্টার রানা খুব ভাল করে জানেন কীভাবে খুঁজছি ওটা আমি।'

'সোফিয়া সত্যি কথা বলছেন,' বলল রানা। 'আপনার কাছে এত রাতে আসার সেটাই কারণ। কিস্টোনটা নিয়ে আলাপ করব।'

এবার সরাসরি নাক গলাল ম্যানসার্ভেন্ট। 'হয় বিদায় হন, তা না হলে কর্তৃপক্ষকে খবর দিচ্ছি আমি।'

'সার হিউম,' ফিসফিস করল রানা, 'আমরা জানি কোথায় আছে ওটা।'

সার হিউম একটু যেন টলে উঠলেন।

লুই এবার গট গট করে কামরার মাঝখানে চলে এল। 'এখনই চলে যান! তা না হলে আমি পুলিশ ডাকতে...'

'লুই! যাও এখন!' মেঝেতে ক্রাচের আওয়াজ তুলে একটু এগিয়ে ধমক দিলেন চাকরকে সার হিউম। 'আমাদেরকে কিছুক্ষণ একা থাকতে দাও।'

চাকরটার চোয়াল ঝুলে পড়ল। 'সার? আমি প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হচ্ছি। এরা মানুষ ভাল...'

'ব্যাপারটা আমি সামলাচ্ছি।' হাত তুলে বাইরের করিডরটা দেখিয়ে দিলেন সার হিউম।

অস্বস্তিকর একটা নীরব মুহূর্ত কাটার পর বিতাড়িত কুকুরের মত কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল লুই।

ধীরে ধীরে ওদের দিকে ফিরলেন সার হিউম। এখনও তাঁকে কঠোর দেখাচ্ছে। হুমকি দিলেন, 'ফালতু কিছু যেন না হয়! বলে

ফেলুন, প্রায়রি কিস্টোন সম্পর্কে কী জানেন আপনারা?'

স্টাডি রুমের বাইরে, ঘন ঝোপের পিছনে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পুরোহিত লেবরান। হাতে শক্ত করে ধরা পিস্তল, কাঁচের দরজা দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে বাড়ির ভিতরে। মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে শ্যাতোর চারদিকে একটা চক্কর দেওয়ার সময় বিরাট স্টাডিতে রানা আর সোফিয়াকে কথা বলতে দেখেছে সে।

স্টাডিতে ঢুকতে যাচ্ছিল লেবরান, এই সময় বগলে ক্রাচ নিয়ে এক লোককে ভিতরে ঢুকতে দেখল সে; রানার উদ্দেশে চিৎকার শুরু করলেন তিনি, গ্লাস ডোর খুলে দিয়ে বিদায় নিতে অনুরোধ জানালেন অতিথিদের।

এই সময় তরুণীটি কিস্টোন-এর কথা বলল। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল পরিস্থিতি। চিৎকার-চেঁচামেচির বদলে শুরু হলো ফিসফাস। মেজাজ নরম হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে গেল গ্লাস ডোর।

ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে কাঁচের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে আছে লেবরান। তার মনে কোনও সন্দেহ নেই এই শ্যাতোর ভিতরেই কোথাও আছে কিস্টোনটা। ঝোপ থেকে বেরিয়ে গ্লাস ডোরটার দিকে সাবধানে এগোল সে। ওরা কে কী বলছে শুনতে হবে।

'গ্র্যান্ড মাস্টার?' স্তম্ভিত দেখাল সার হিউমকে। 'ল্যাক বেসন?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া।

'কিন্তু সেটা তো কোনওভাবেই আপনার জানার কথা নয়!'

'আমি ল্যাক বেসনের নাতনি।'

স্থির হয়ে গেলেন সার হিউম। 'কথাটা আবার বলুন, আমি নিশ্চয়ই শুনতে ভুল করেছি।'

'ল্যাক বেসন আমার নানা।'

মেঝেতে ক্রাচের কর্কশ আওয়াজ তুলে একটু পিছিয়ে গেলেন সার হিউম, ঝট করে রানার দিকে তাকালেন। উত্তরে মাথা

ঝাঁকাল রানা। আবার সোফিয়ার দিকে ফিরলেন তিনি। 'মিস সোফিয়া, আমি ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। এ যদি সত্যি হয়, তা হলে আপনার ক্ষতির জন্যে সত্যিই আমি দুঃখিত। প্রায়রির সম্ভাব্য সদস্যদের একটা তালিকা আছে আমার কাছে, তাতে ল্যাক বেসনের নামও আছে। কিন্তু আপনি বলছেন গ্র্যান্ড মাস্টার? এ হজম করা সত্যি কঠিন!'

অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করলেও, হঠাৎ থেমে আবার বললেন তিনি, 'কোনওভাবেই মেলাতে পারছি না। যদি ধরেও নিই আপনার দাদু... অর্থাৎ, নানা গ্র্যান্ড মাস্টার ছিলেন, কিস্টোনটা নিজের হাতে বানিয়েছেন, কখনওই তিনি আপনাকে বলে যাবেন না কীভাবে ওটা পাওয়া যাবে। কারণ ব্রাদারহুডের পরম ট্রেজারের হদিস বাতলে দেবে ওই কিস্টোন। নাতনি হন আর যা-ই হন, আপনি কিছুতেই এই তথ্য পাবার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন না।'

'মসিয়ো বেসন তথ্যটা দিয়ে গেছেন মারা যাবার সময়,' বলল রানা। 'আর কোনও উপায় ছিল না তাঁর।'

'উপায়ের তাঁর দরকারই ছিল না,' যুক্তি দেখালেন সার হিউম। 'রহস্যটা তিনজন সেনিশ্যাল-এরও জানা আছে। সিস্টেমটার এটাই হলো সৌন্দর্য। তিনজনের একজন গ্র্যান্ড মাস্টার হিসেবে উদয় হবে, পদমর্যাদা বাড়িয়ে একজনকে তুলে আনা হবে শূন্যস্থানে, তখন সে-ও জানবে কিস্টোনের রহস্য।'

'আপনি বোধহয় টিভির পুরো খবরটা শোনেননি,' বলল সোফিয়া। 'আমার দাদু ছাড়াও, আরও তিনজন প্রভাবশালী প্যারিযিয়ান খুন হয়েছেন আজ রাতে। লাশ দেখে বোঝা যায়, খুন করার আগে তাদেরকে ইন্টারোগেট করা হয়েছে।'

সার হিউমের চোয়াল ঝুলে পড়ল। 'আপনার ধারণা তারা সবাই...'

'সেনিশ্যাল,' বলল রানা।

'না, কীভাবে! প্রায়রি অভ সায়নের টপ চারজনের নাম একজন খুনির পক্ষে কীভাবে জানা সম্ভব? আমার কথা ধরুন, কয়েক যুগ ধরে ওদেরকে নিয়ে রিসার্চ করছি আমি, অথচ প্রায়রির কোনও সদস্যের নাম জানি না। এটা কীভাবে মেনে নিই বলুন, এক রাতের মধ্যে গ্র্যান্ড মাস্টারসহ তিন সেনিশ্যালের পরিচয় ফাঁস হয়ে গেল, এবং তাদের সবাইকে মেরেও ফেলা হলো?'

'ব্যাপারটা একদিনে ফাঁস হয়নি,' বলল রানা। 'এই খুনের প্ল্যান অনেকদিন আগেই করা হয়েছে। ধৈর্যের সঙ্গে প্রায়রির ওপর নজর রাখছিল একটা গ্রুপ, তারপর হামলাটা চালিয়েছে– এই আশায় যে টপ চারজন কিস্টোনের লোকেশন বলে দেবে।'

'কিন্তু তাঁদের কেউ তো মুখ খুলবেন না।' এখনও ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছেন না সার হিউম। 'গোপন রাখার শপথ নেয়া আছে তাঁদের। এমনকী মৃত্যুর মুখেও।'

'কিন্তু এভাবে ভেবে দেখুন: তথ্যটা সঙ্গে নিয়ে যদি মারা যায় সবাই, তাতে কী লাভ হবে?' জানতে চাইল রানা।

হাঁপিয়ে ওঠার মত আওয়াজ বেরুল সার হিউমের গলা থেকে। 'কিস্টোনের লোকেশন কেউ কোনওদিন জানতে পারবে না– এটুকুই লাভ!'

'সেই সঙ্গে হোলি গ্রেইলও চিরকালের জন্যে হারিয়ে যাবে,' বলল রানা।

ওর উচ্চারিত শব্দের আঘাতে সার হিউম যেন টলে উঠলেন, তারপর ধপ্ করে বসে পড়লেন একটা চেয়ারে, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন।

তাঁর দিকে এগিয়ে এল সোফিয়া। 'শেষনিঃশ্বাস পড়তে যাচ্ছে, এরকম সময়ে ব্রাদারহুডের বাইরের একজনকে গোপন রহস্যটা জানাতে বাধ্য হয়েছেন দাদু। যাকে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন। তাঁর পরিবারের একজনকে।'

'কিন্তু কার এত সাহস? কার এত শক্তি?' থরথর করে

কাঁপছেন সার হিউম। 'এ নিশ্চয়ই প্রায়রির সেই পুরানো শত্রু, চার্চ!'

রানা বলল, 'এটা ঠিক যে রোম কয়েক শো বছর ধরে গ্রেইল খুঁজছে।'

ভ্রূ কুঁচকে সন্দেহ প্রকাশ করল সোফিয়া। 'চার্চ আমার দাদুকে খুন করেছে?'

'নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্যে চার্চ যে এই প্রথম মানুষ খুন করছে তা তো নয়,' বললেন সার হিউম। 'হোলি গ্রেইলের সঙ্গে যে ডকুমেন্ট আছে সেটা তাজা বোমার মত, বহু বছর ধরে সেটাকে ধ্বংস করতে চাইছে ভ্যাটিকান।'

এরকম নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য চার্চ দায়ী, সোফিয়ার মত রানাও এটা ঠিক মেনে নিতে পারছে না। সেটা বুঝতে পেরে সার হিউম আবার বললেন, 'গ্রেইল রহস্য ফাঁস হয়ে গেলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি কার? চার্চের। বিজ্ঞানসম্মত ভাবে যদি প্রমাণ করা যায় যে যিশু সম্পর্কে চার্চের গল্প সত্যি নয়, একদম বানোয়াট, তা হলে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? দু'হাজার বছর পর এই প্রথম খ্রিস্টধর্মের অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় দেখা দেবে।'

'কিন্তু কাজটা যদি চার্চ করেও থাকে, ঠিক এই সময়ে কেন?' জানতে চাইল সোফিয়া। 'এত বছর পরেই বা কেন? তা ছাড়া, প্রায়রি তো কারও কোনও ক্ষতি করেনি, তারা শুধু স্যাংগ্রিয়াল ডকুমেন্ট লুকিয়ে রাখতে চেয়েছে। চার্চের জন্যে ইমিডিয়েট কোনও হুমকি ছিল না তারা।'

'মিস্টার রানা, সার, আপনি নিশ্চয়ই প্রায়রির মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানেন?' প্রশ্ন করলেন সার হিউম।

দম আটকে রেখে জবাব দিল রানা, 'জানি।'

'মিস সোফিয়া,' বললেন সার হিউম, 'প্রায়রির সঙ্গে চার্চের বহু বছর আগেই অঘোষিত একটা সমঝোতা হয়ে আছে। সেটা হলো, চার্চ প্রায়রিকে আক্রমণ করবে না, আর প্রায়রি স্যাংগ্রিয়াল

ডকুমেন্ট ফাঁস করবে না।' একটু বিরতি নিলেন তিনি। 'তবে দেখা গেছে রহস্যটা প্রকাশ করে দেয়ার একটা প্ল্যান সব সময় থাকে প্রায়রির। ইতিহাসের একটি বিশেষ তারিখ হাজির হলে ব্রাদারহুড মুখ খুলবে, সেদিন স্যাঙগ্রিয়াল ডকুমেন্ট প্রকাশ করবে তারা, দুনিয়ার মানুষকে জানিয়ে দেবে যিশু খ্রিস্টের সত্যিকার পরিচয়।'

ধীরে ধীরে বসল সোফিয়া। সার হিউমের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রয়েছে। 'আপনার ধারণা, সেই তারিখ কাছে চলে এসেছে? আর চার্চ সেটা জানে?'

'অসম্ভব নয়। কাজেই মরিয়া হয়ে চার্চ হামলা শুরু করতেও পারে।'

'নির্দিষ্ট তারিখ জেনে ফেলবে, চার্চের পক্ষে তা সম্ভব মনে করেন?' সার হিউমকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'ওটা তো অত্যন্ত গোপনীয় একটা তথ্য হবে, তাই না?'

'প্রায়রির সদস্যদের পরিচয় জানতে পারলে তারিখ জানাটা অসম্ভব হবে কেন? নির্দিষ্ট তারিখ যদি না-ও জানে, বুঝতে পারছে সময় ঘনিয়ে এসেছে।'

সোয়েটারের পকেট থেকে ধীরে ধীরে ক্রুশ আকৃতির চাবিটা বের করে সার হিউমের সামনে ধরল সোফিয়া।

সেটা নিয়ে পরীক্ষা করলেন সার হিউম। 'ওহ্, গড! এটা তো প্রায়রি সিল। এ আপনি কোথায় পেলেন?'

'মারা যাবার আগে, আজ রাতেই, দাদু এটা আমাকে দিয়ে গেছেন,' বলল সোফিয়া।

চাবিটায় আঙুল বুলাচ্ছেন সার হিউম। 'চার্চের চাবি?'

বড় করে শ্বাস নিল সোফিয়া। 'এই চাবি কিস্টোনের সন্ধান দেবে।'

ঝট করে মাথা তুললেন সার হিউম, চোখে-মুখে অবিশ্বাস। 'অসম্ভব! কোন্ চার্চটা মিস করেছি আমি? ফ্রান্সে এমন কোনও চার্চ

নেই যেটা আমি সার্চ করিনি!'

'জিনিসটা চার্চে নেই,' বলল সোফিয়া। 'আছে একটা সুইস ডিপজিটরি ব্যাঙ্কে।'

হাঁ হয়ে গেলেন সার হিউম। 'কিস্টোন একটা ব্যাঙ্কে আছে?' রানার দিকে ফিরলেন তিনি।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'একটা ভল্টে।'

'ভল্টে? ব্যাঙ্ক ভল্টে?' প্রবল বেগে মাথা নাড়লেন সার হিউম। 'অসম্ভব, এ স্রেফ হতেই পারে না! কিস্টোন লুকিয়ে রাখার কথা গোলাপ প্রতীকের নীচে।'

'তাই আছে,' জানাল রানা। 'পাঁচ পাপড়ির গোলাপ খোদাই করা একটা রোযউড বাক্সের ভেতরে।'

সার হিউমকে বজ্রাহত দেখাল। একটা ঢোক গিললেন তিনি। 'আপনারা কিস্টোন দেখেছেন?'

মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া। 'ব্যাঙ্কটায় আমরা গেছি।'

ওদের দিকে এগিয়ে এলেন সার হিউম, ভয়ে বন্য দেখাচ্ছে তাঁর চোখ দুটোকে। 'মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, কিছু একটা করতে হবে আমাদেরকে। কিস্টোন খুব বিপদে আছে! ওটাকে রক্ষা করা আমাদের সবার দায়িত্ব। ওহ্ গড, যদি আরও চাবি থাকে তা হলে কী হবে! হয়তো ওদের তিনজনের কাছে আরও চাবি ছিল, খুন করার পর নিয়ে গেছে। আপনাদের মত চার্চও যদি ব্যাঙ্কের ঠিকানা পেয়ে যায়...'

'এখন আর লাভ নেই,' বলল সোফিয়া। 'কিস্টোনটা আমরা নিয়ে এসেছি।'

'কী! লুকানো জায়গা থেকে কিস্টোন আপনারা সরিয়ে ফেলেছেন?'

'চিন্তার কিছু নেই,' সার হিউমকে আশ্বস্ত করল রানা। 'সেটা এখনও খুব নিরাপদ জায়গায় লুকানো আছে।'

'সত্যিই কি তাই?' বিশ্বাস করতে পারছেন না সার হিউম।

'সেটা আসলে নির্ভর করে,' বলল রানা, হাসি চেপে রাখতে পারছে না, 'ডিভানের তলাটা কতদিন পরপর আপনি পরিষ্কার করান তার ওপর।'

শ্যাতো ভিলেটির বাইরে বাতাসের গতি বেড়ে গেছে। জানালার সামনে দাঁড়ানো লেবরানের আলখেল্লা পতাকার মত পতপত করছে। ভিতরে ওরা কে কী বলছে শোনা না গেলেও, কিস্টোন শব্দটা অস্পষ্টভাবে বেশ কয়েকবারই তার কানে এসেছে।

সন্দেহ নেই, ভিতরেই আছে ওটা।

লালিকের দেওয়া নির্দেশ পরিষ্কার মনে আছে লেবরানের। *শ্যাতো ভিলেটিতে ঢুকবে। কিস্টোনটা নেবে। কাউকে আহত করবে না।*

তারপর হঠাৎ করে রানাসহ বাকি দুজন অন্য একটা কামরায় চলে গেল, যাওয়ার সময় নিভিয়ে দিয়ে গেল স্টাডির সব আলো। সাপের মত নিঃশব্দে গ্লাস ডোরটার দিকে এগোল লেবরান। দরজার কবাট খোলা পেয়ে সাবধানে ঢুকে পড়ল অন্ধকার স্টাডিতে। আরেক কামরা থেকে কথাবার্তার অস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসছে।

পকেট থেকে পিস্তলটা বের করল লেবরান। সেফটি অফ করে আরেকটা দরজার দিকে এগোল সে। করিডরে বেরুবে।

সার হিউমের শ্যাতো ভিলেটি। ড্রাইভওয়ের মুখে একা দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে লেফটেন্যান্ট ডুফি রাউল। এলাকাটা নির্জন। বহুদূর পর্যন্ত অন্ধকার। চারপাশে প্রচুর ফাঁকা জায়গা।

ব্যবধান রেখে বেড়া বরাবর দাঁড়িয়ে রয়েছে জুডিশিয়ারি পুলিশের সাত-আটজন লোক। তাদেরকে দেখছে রাউল। বেড়া টপকে বাড়িটা ঘিরে ফেলতে কয়েক মিনিটের বেশি লাগবে না তাদের। মসিয়ো রানা লুকাবার জন্য খুব ভাল একটা জায়গা বেছে

নিতে পারেননি, ভাবল সে।

এই সময়, অবশেষে, ক্যাপটেন অকটেভের ফোন এল। তবে খবরটা শুনিয়ে তাঁকে খুশি করতে পারল না রাউল।

'মসিয়ো রানার খোঁজ পাওয়া গেছে, এটা আমাকে কেউ জানায়নি কেন?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

'আপনি ফোনে কথা বলছিলেন, আর...'

'তুমি এখন ঠিক কোথায়, লেফটেন্যান্ট রাউল?'

ঠিকানা, সার হিউম ব্রিটিশ নাগরিক, মসিয়ো রানা গাড়িটা সিকিউরিটি গেটের ভিতরে রেখেছেন ইত্যাদি আরও কিছু তথ্য বলে গেল রাউল।

'তুমি কিছু করবে না,' বললেন অকটেভ। 'আমি আসছি। এই ব্যাপারটা আমি নিজে ডিল করব।'

মুহূর্তের জন্য হাঁ হয়ে গেল লেফটেন্যান্ট। 'কিন্তু ক্যাপটেন, এখানে পৌঁছাতে আরও অন্তত বিশ মিনিট লাগবে আপনার! আমরা সব মিলিয়ে আটজন, তার মধ্যে চারজনের কাছে ফিল্ড রাইফেল ও সাইড আর্মস আছে।'

'আমার জন্যে অপেক্ষা করো।'

'ক্যাপটেন, ভেবে দেখেছেন, মসিয়ো রানা যদি ওখানে কাউকে জিম্মি করে থাকেন তা হলে কী হবে? তিনি যদি আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে পায়ে হেঁটে পালাতে চেষ্টা করেন? আমার লোকেরা নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করছে...'

'লেফটেন্যান্ট রাউল, আমি না পৌঁছানো পর্যন্ত তুমি কোনও অ্যাকশন নেবে না। এটা আমার অর্ডার।'

হতভম্ব লেফটেন্যান্ট বোতাম টিপে ফোন বন্ধ করে দিল। চিন্তা করছে, কী কারণে ক্যাপটেন অপেক্ষা করতে বলছেন তাকে? হঠাৎ ব্যাপারটা ধরতে পারল সে। ক্যাপটেন গর্ব করতে পছন্দ করেন, পছন্দ করেন প্রশংসা পেতে। মসিয়ো রানাকে তিনি নিজে অ্যারেস্ট করে কৃতিত্ব নিতে চান। টিভির পরদায় যেন অনেকক্ষণ

দেখানো হয় তাঁকেও।

'লেফটেন্যান্ট!' ফিল্ড এজেন্টদের একজন ছুটে এল রাউলের দিকে। 'আমরা একটা গাড়ি পেয়েছি।'

এজেন্টের পিছু নিল রাউল, ড্রাইভওয়ে ছেড়ে পঞ্চাশ গজ এগিয়ে এল। রাস্তার ওপাশে, চওড়া কাঁধের দিকে হাত তুলল এজেন্ট। ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে লুকানো, কালো একটা অডি কার রয়েছে। এগিয়ে গিয়ে হুডে হাত রাখল লেফটেন্যান্ট, এখনও গরম।

'সন্দেহ নেই এটায় চড়েই মসিয়ো রানা ও মাদামোয়াযেল সোফিয়া এখানে এসেছেন,' বলল লেফটেন্যান্ট। 'রেন্টাল কোম্পানি কী বলে খবর নাও। খোঁজ নাও চুরি করা কি না।'

'জী, মসিয়ো।'

বেড়ার কাছ থেকে আরেক এজেন্ট হাতছানি দিয়ে ডাকল রাউলকে। 'লেফটেন্যান্ট, এটা দিয়ে একবার দেখুন।' রাউলের হাতে একটা নাইট ভিশন বিনকিউলার ধরিয়ে দিল সে। 'ড্রাইভওয়ের মাথার দিকে তাকান, গাছপালার ভেতরে।'

ঢালের মাথার উপর বিনকিউলার তাক করল লেফটেন্যান্ট, তারপর ইমেজ ইনটেনসিফায়ার ডায়াল অ্যাডজাস্ট করল। ধীরে ধীরে সবুজাভ আকৃতিগুলো ফোকাসে চলে এল। ড্রাইভওয়ের বাঁকটা দেখতে পেল সে, সেটা ধরে উপরে উঠে যাচ্ছে দৃষ্টি, এভাবে পৌঁছে গেল গাছপালার ছোট একটা ভিড়ে। ওখানে, ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা আর্মার ক্যর। আজ রাতেই হুবহু এরকম একটা আর্মার কারকে ডিপজিটরি ব্যাঙ্ক অভ জুরিখ থেকে বেরুবার অনুমতি দিয়েছিল সে। কাকতালীয় ব্যাপার? মনে হয় না।

'সম্ভবত এটায় চড়েই,' বলল এজেন্ট, 'মসিয়ো রানা ও মাদামোয়াযেল ব্যাঙ্ক থেকে পালিয়ে এসেছেন।'

বোবা হয়ে গেছে রাউল। রোডব্লকে থামানো আর্মার ট্রাকের

ড্রাইভারের কথা মনে আছে তার। লোকটার কবজিতে রোলেক্স ছিল। ইস, কার্গো হোল্ডটা চেক করা হয়নি!

বিশ্বাস করতে না পারলেও, কথাটা সত্যি– ব্যাঙ্কের কেউ একজন মসিয়ো রানা আর মাদামোয়াযেল সোফিয়া সম্পর্কে ডিসিপিজে-কে মিথ্যে কথা বলেছে, এবং তাঁদেরকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। কিন্তু কে? কেন? রাউল ভাবল, এ-কারণেই ক্যাপটেন অকটেভ তাকে কোনও অ্যাকশন নিতে মানা করেননি তো?

প্রশ্ন আরও একটা আছে। ওরা দুজন যদি আর্মার কার নিয়ে এসে থাকে, অডি নিয়ে তা হলে কে এসেছে?

কয়েকশো মাইল দক্ষিণে। চার্টার করা একটা বিচক্রাফট প্লেন উত্তরদিকে ছুটছে। আকাশ শান্ত হলেও বিশপ মার্সেল বেলমন্ড মুখের সামনে একটা এয়ারসিকনেস ব্যাগ খামচে ধরে আছেন, জানেন, যে-কোনও মুহূর্তে বমি করে ফেলবেন। তার কারণ হলো, প্যারিস থেকে মোটেও ভাল খবর পাননি তিনি।

প্লেনের ছোট্ট কেবিনে একা বসে আঙুলে পরা নীলচে-বেগুনি অ্যামেথিস্ট বসানো সোনার আংটিটা নাড়াচাড়া করছেন বেলমন্ড, ভয় ও হতাশার সঙ্গে যুঝছেন। *প্যারিসে সব কিছু ভেস্তে গেছে।* চোখ বুজে প্রার্থনা শুরু করলেন তিনি: প্রভু, ভিগো অকটেভ সব যেন সামলে নিতে পারেন।

ছয়

ডিভানে বসে আছেন সার হিউম, কোলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখছেন কাঠের বাক্সটা। ঢাকনির উপর খোদাই করা গোলাপের নকশা থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারছেন না।

'ঢাকনিটা খুলুন,' ফিসফিস করল সোফিয়া, তাঁর দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে, রানার পাশে।

হাসলেন সার হিউম। *তাগাদা দিয়ো না তো!* এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই কিস্টোন খুঁজছেন তিনি, কাজেই এই মুহূর্তের প্রতিটি মিলিসেকেন্ড উপভোগ করতে চাইছেন।

'এই গোলাপই,' বললেন সার হিউম, 'হোলি গ্রেইল, আর হোলি গ্রেইলই মেরি ম্যাগডেলেন। রোয হলো কম্পাস, যেটা পথ দেখায়।' গোটা ফ্রান্সের সব চার্চ ও ক্যাথেড্রালে গেছেন তিনি, রোয উইন্ডোর নীচে কয়েকশো খিলানে তল্লাশি চালিয়েছেন, সময় লেগেছে বছরের পর বছর।

ধীরে ধীরে ঢাকনি খুলে সেটা উপরে তুললেন সার হিউম।

ভিতরের জিনিসটা দেখামাত্র তাঁর মনে হলো, এটা কিস্টোন না হয়ে যায় না। একটা পাথুরে সিলিন্ডার ওটা, হরফ খোদাই করা পরস্পর সংযুক্ত ডায়াল সহ। জিনিসটা অত্যন্ত পরিচিত মনে হলো তাঁর।

'দ্য ভিঞ্চির ডায়েরিতে পাওয়া নকশা দেখে ডিজাইন করা,' বলল সোফিয়া। 'এগুলো আমার দাদু শখ করে বানাতেন।'

আরে, তাই তো! সার হিউমের মনে পড়ল দ্য ভিঞ্চির স্কেচ ও ব্লুপ্রিন্টগুলো দেখেছেন তিনি। *হোলি গ্রেইল পাওয়ার চাবিকাঠি লুকানো আছে এই পাথরটার ভিতরে।* বাক্স থেকে ভারী ক্রিপটেক্সটা তুললেন তিনি। যদিও জানা নেই কীভাবে খুলতে হবে সিলিন্ডারটা, তবু মনে হলো এটার ভিতরেই নিহিত রয়েছে তাঁর নিয়তি।

ব্যর্থতার মুহূর্তে নিজেকে বহুবার প্রশ্নটা করেছেন সার হিউম, তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম কখনও কি সার্থক হবে? সে-সন্দেহ এখন নেই। প্রাচীন প্রবাদটা মনে পড়ল তাঁর:

গ্রেইলকে তুমি খুঁজে পাবে না, গ্রেইলই তোমাকে খুঁজে নেবে।

আজ রাতে, অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, হোলি গ্রেইল হাতে পাওয়ার চাবিকাঠিটা সদর দরজা দিয়ে সরাসরি তাঁর বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়েছে।

•

ক্রিপটেক্স নিয়ে ডিভানে বসে আছে রানা আর সার হিউম, কথা হচ্ছে ভিনিগার, ডায়াল, সম্ভাব্য পাসওয়ার্ড কী হতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে।

রোযউড বাক্সটা নিয়ে কামরার আরেক প্রান্তে চলে এল সোফিয়া, আলোকিত একটা টেবিলে দাঁড়িয়ে সেটাকে আরও ভাল করে দেখছে। সার হিউম এইমাত্র এমন কিছু বলেছেন, মাথা থেকে সেটা সরাতে পারছে না সে।

গ্রেইলের চাবি লুকানো আছে গোলাপ প্রতীকের নীচে।

বক্স-এর রোয সিম্বলটা দেখছে সোফিয়া।

রোয-এর নীচে।

হোঁচট খাওয়ার মত একটা আওয়াজ ভেসে এল করিডর থেকে। ঘাড় ফেরাতে ছায়া ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না সোফিয়া। নিশ্চয়ই সার হিউমের সার্ভেন্ট লুই ওখান দিয়ে হেঁটে গেছে। আবার বাক্সটার দিকে মন দিল সে। কাঠের উপর খোদাই

করা গোলাপটার মসৃণ কিনারায় আঙুল বুলাচ্ছে, ভাবছে চাপ দিয়ে বা অন্য কোনওভাবে এটাকে খুলে ফেলা যায় কি না।

কিন্তু না, শিল্পীর কারিগরিদক্ষতা নিখুঁত, অলঙ্কৃত গোলাপ ও সতর্কতার সঙ্গে খোদাই করা ঢালু অংশের মাঝখান দিয়ে একটা রেজার ব্লেডও ঢুকবে কি না সন্দেহ।

বাক্সটা খুলে ঢাকনির ভিতর দিকটাও পরীক্ষা করল সোফিয়া। পুরোটাই মসৃণ। তবে ওটার পজিশন বদলাতে দেখা গেল ঢাকনির তলার দিকে কীসে যেন আলো আটকাচ্ছে। খুদে একটা ফুটো, ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়। ঢাকনিটা বন্ধ করে উপর দিক থেকে অলঙ্কৃত সিম্বলটা পরীক্ষা করল সোফিয়া। না, এদিকে কোনও ফুটো নেই।

বাক্সটা টেবিলে রেখে চারপাশে চোখ বুলাল সোফিয়া। কয়েক বান্ডিল কাগজ দেখল, পেপার ক্লিপ দিয়ে আটকানো। একটা জেমস ক্লিপ নিয়ে এসে বাক্সটা খুলল, ভাল করে আবার দেখল ফুটোটা, তারপর ক্লিপটাকে সোজা করে একটা প্রান্ত ফুটোর ভিতর ঢোকাল। ধীরে ধীরে, সাবধানে চাপ বাড়াল সে। প্রায় কোনও চেষ্টাই করতে হলো না, মৃদু আওয়াজ করে কী যেন একটা পড়ল টেবিলে।

ছোট এক টুকরো কাঠ, পাযল পিস-এর মত। কাঠের গোলাপটা ঢাকনি-থেকে খসে ডেস্কের উপর পড়েছে।

যেখানে গোলাপটা ছিল ঢাকনির সেই ফাঁকা জায়গাটায় অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে সোফিয়া। ওখানে, কাঠের উপর খোদাই করা, পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে দুর্বোধ্য ভাষায় চারটে লাইন লেখা রয়েছে।

এই ভাষা জীবনে কখনও দেখেনি সোফিয়া। হরফগুলো দেখে সেমিটিক বলে মনে হলো, কিন্তু তারপরও ভাষাটা চিনতে পারছে না সে।

তারপর, ঠিক যখন চিনতে শুরু করেছে, পিছনে কিছু

নড়াচড়ার শব্দ সোফিয়ার মনোযোগ কেড়ে নিল।

কোথাও কিছু নেই হঠাৎ তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করল কেউ। তীব্র ব্যথায় জ্ঞান হারাবার অবস্থা হলো তার, হাঁটু দুটো ভাঁজ হয়ে মেঝেতে পড়ল, তারপর কাত হয়ে ঢলে পড়ল পুরো শরীর। পড়বার সময় মুহূর্তের জন্য সাদা ভূতের মত একটা কাঠামো দেখতে পেল ও, হাতে উল্টো করে ধরা একটা আগ্নেয়াস্ত্র।

তারপর অন্ধকার হয়ে গেল সব।

সার হিউম আর রানাকে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় পেয়ে গেছে পুরোহিত লেবরান। সোফিয়ার দিকে পিছন ফিরে থাকায় তার পরিণতি সম্পর্কে এতক্ষণ কোনও ধারণাই ছিল না ওদের।

রানা দেখল উলের তৈরি আলখেল্লা ও রশির মত পাকানো টাই পরা এক লোক ওদের দিকে পিস্তল তাক করে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার সারা শরীরে শ্বেতি, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা সাদা চুল, চোখ দুটো টকটকে লাল। লোকটা কে হতে পারে, রানার কোনও ধারণা নেই।

'আপনারা জানেন কেন আমি এসেছি,' বলল পুরোহিত, গলার আওয়াজ ফাঁপা।

সোফায় পাশাপাশি বসে রয়েছে রানা ও সার হিউম। পুরোহিতের নির্দেশ মত আগেই মাথার উপর হাত তুলেছে দুজনে। এই মাত্র জ্ঞান ফিরে কাতর আওয়াজ করছে সোফিয়া। পুরোহিত একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে সার হিউমের কোলের উপর পড়ে থাকা কিস্টোনটার দিকে।

সার হিউম কঠিন সুরে বললেন, 'এটা তুমি খুলতে পারবে না।'

'আমার অভিভাবক লালিক অত্যন্ত জ্ঞানী মানুষ,' জবাব দিল পুরোহিত, একটু একটু করে কাছে সরে আসছে, হাতের পিস্তল

কখনও রানার দিকে ধরছে, কখনও সার হিউমের দিকে।

রানা ভাবছে, লুই কী করছে? সোফিয়ার গোঙানির আওয়াজ তার কানে যাচ্ছে না?

'কে তোমার অভিভাবক?' প্রশ্ন করল রানা। 'আমরা হয়তো টাকা-পয়সা দিয়ে একটা রফা করতে পারি।'

হাসল লেবরান। 'গ্রেইল অমূল্য সম্পদ।' আরও এক পা সামনে বাড়ল সে।

'তোমার শরীর থেকে রক্ত পড়ছে,' বললেন সার হিউম, আঙুল তুলে গোড়ালির কাছটা দেখালেন। লেবরানের পা বেয়ে রক্তের একটা সরু ধারা নামছে। 'তুমি দেখছি খোঁড়াচ্ছও।'

'আপনার মত,' জবাব দিল পুরোহিত, ইঙ্গিতে সার হিউমের পাশে খাড়া করে রাখা ধাতব ক্রাচটা দেখাল। 'এবার দয়া করে কিস্টোনটা দিন আমাকে।'

'এই কিস্টোন সম্পর্কে জানো তুমি?' প্রশ্ন করলেন সার হিউম, গলার সুরে বিস্ময়।

'আমি কী জানি তা নিয়ে কাউকে মাথা ঘামাতে হবে না। যা বলছি করুন। ধীরে ধীরে দাঁড়ান, তারপর হাতের ওটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরুন।'

'আমার পক্ষে দাঁড়ানো একটু কঠিন।'

'আমার জন্যে সুখবর। আমি চাই না দ্রুত কেউ কিছু করে বসুক।'

একটা ক্রাচের ভিতর ডান হাতটা গলিয়ে দিলেন সার হিউম, কিস্টোনটা ধরলেন বাম হাতে, তারপর টলমলে ভঙ্গিতে দাঁড়াতে যাচ্ছেন। বাম হাতের তালুতে ভারী সিলিন্ডারটা থাকায় হাতটা ধীরে ধীরে নীচে নামছে তাঁর, ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারবেন না বুঝতে পেরে ডান হাতে ধরা ক্রাচটায় শরীরের সবটুকু ওজন চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন তিনি।

আরও কাছে চলে এসে কিস্টোনটা নেওয়ার জন্য হাত বাড়াল

লেবরান, অপর হাতের পিস্তল সরাসরি সার হিউমের কপালে তাক করে রেখেছে। হঠাৎ নড়ে উঠলে নার্ভাস পুরোহিত গুলি করে বসতে পারে, সেই ভয়ে সার হিউমের পাশে কাঠ হয়ে বসে আছে রানা।

'এটা পেলেও তোমার কোনও কাজে আসবে না,' বললেন হিউম। 'শুধু উপযুক্ত লোকই এটা খুলতে পারবে।'

কে যোগ্য, কে উপযুক্ত তা একমাত্র ঈশ্বরই নির্ধারণ করবেন, ভাবল লেবরান।

'অসম্ভব ভারী এটা,' বললেন সার হিউম, রীতিমত টলছেন তিনি। 'তাড়াতাড়ি নাও, তা না হলে আমার হাত থেকে পড়ে যাবে...'

পাথরটা ধরার জন্য দ্রুত সামনে বাড়ল লেবরান। ঠিক এই সময় সার হিউম ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন। বগলের তলা থেকে পিছলে বেরিয়ে এল ক্রাচ, ডান দিকে কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছেন তিনি।

না! আঁতকে উঠল লেবরান। পাথরটাকে রক্ষা করার জন্য লাফ দিল সে, ফলে পিস্তল ধরা হাতটা নিচু হয়ে গেল। কিন্তু কিস্টোনটা ইতিমধ্যে তার কাছ থেকে সরে যেতে শুরু করেছে। ডান দিকে পড়ে গেলেন সার হিউম, তাঁর বাম পা পিছন দিকে ঝাপটা মারল, আর বাম হাতের তালু থেকে ডিভানের উপর পড়ে গেল সিলিন্ডারটা। এক সেকেন্ড আগে পতন শুরু হয়েছে ধাতব ক্রাচের, চওড়া একটা বৃত্তরেখা তৈরি করে সরাসরি লেবরানের পায়ে উপর নেমে এল সেটা– কাঁটা লাগানো বেল্টে।

তীক্ষ্ণ কাঁটাগুলো দগদগে ক্ষতের আরও গভীরে ডেবে যাওয়ায় প্রচণ্ড ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল লেবরান। মেঝেতে ঢলে পড়ল সে, চাপ পড়ায় কাঁটাগুলো কাঁচা মাংসের আরও ভিতরে বিঁধল।

লেবরানকে লক্ষ্য করে লাফ দিল রানা। তার পিস্তল ধরা হাতের কবজি আঁকড়ে ধরে মোচড়াচ্ছে। প্রচণ্ড শব্দে গুলি হলো

একটা। কারও কোনও ক্ষতি না করে কাঠের মেঝেতে বিঁধল বুলেট। কাত হয়ে শুয়ে পড়ল লেবরান, পিস্তলটা এখনও তার হাতে রয়ে গেছে।

আবার হাতটা তুলতে যাচ্ছে লেবরান, তার চোয়ালে মোক্ষম এক লাথি মারল রানা।

ড্রাইভওয়ের গোড়ায় দাঁড়িয়ে গুলির আওয়াজ শুনল লেফটেন্যান্ট। ভোঁতা আওয়াজটা যেন তার শিরায় শিরায় আতঙ্ক ছড়িয়ে দিল। ক্যাপটেন তাকে যে নির্দেশই দিয়ে থাকুন, এই পরিস্থিতিতে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে ওই ষণ্ড মহোদয়ই তার চাকরি খাবেন। শ্যাতোর লোহার গেটের দিকে চোখ রেখে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে।

'আগে বাড়ো!' নিজের লোকদের নির্দেশ দিল রাউল।

'সোফিয়া আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে,' বলল রানা।

কামরার ভিতর কে যেন ঢুকছে।

সার হিউম চেঁচিয়ে উঠলেন। 'কোথায় ছিলে তুমি?'

ঘরে ঢুকেই আঁতকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে লুই। 'ওহ্ গড! কী হয়েছে, সার? কীভাবে হলো? পুলিশ ডাকছি আমি।'

'থামো!' ধমক দিলেন হিউম। 'পুলিশ ডাকতে হবে না। কাছেপিঠে থাকো, আর দেখো এই দৈত্যটাকে বাঁধার জন্যে কিছু পাও কি না।'

'আর খানিকটা বরফ,' বলল রানা। ইতিমধ্যে সোফিয়াকে মেঝে থেকে তুলে এনে ডিভানে শুইয়েছে ও।

চোখে-মুখে ঠাণ্ডা বরফের ছোঁয়া জ্ঞান ফিরিয়ে আনল সোফিয়ার। চোখ মেলতেই সে দেখতে পেল মেঝেতে প্রকাণ্ড দেহী এক লোক পড়ে রয়েছে– গায়ের চামড়া থেকে শুরু করে চুল পর্যন্ত ধবধবে সাদা তার, মুখটা টেপ দিয়ে বন্ধ করা, হাত

দুটো রশি দিয়ে বাঁধা। তার চিবুকের মাংস ফাঁক হয়ে আছে। ডান উরুর উপর আলখেল্লা ভিজে গেছে রক্তে। তারও জ্ঞান ফিরছে বলে মনে হলো।

পাশে বসা রানার দিকে তাকাল সোফিয়া। 'কে লোকটা? কী ঘটে...'

তার হাত ধরে মৃদু চাপ দিল রানা। 'উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই।'

'ওই লোক কে তা আমরা জানি না,' বললেন সার হিউম। 'তবে উরুতে কাঁটা লাগানো বেল্ট পরে আছে সে। ওটাকে ডিসিপ্লিন বেল্ট বলে।'

'ওগুলো অপাস ডেই সংগঠনের সদস্যরা পরে,' মৃদুকণ্ঠে সোফিয়াকে বলল রানা। ওর মনে পড়ল, সম্প্রতি অপাস ডেই-এর কয়েকজন সদস্যের কথা মিডিয়াতে প্রচার করা হয়েছে, তারা সবাই বস্টনের ব্যবসায়ী। সহ-ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেছে, তারা তাদের উরুতে কাঁটা লাগানো বেল্ট পরে নিজেদেরকে কষ্ট দেয়।

মেঝেতে পড়ে থাকা লোকটাও তাই, সন্দেহ নেই, অপাস ডেই-এর সদস্য।

'প্রশ্ন হলো, অপাস ডেই কী কারণে হোলি গ্রেইল খুঁজছে?' জিজ্ঞেস করলেন সার হিউম।

ডিভান ছেড়ে টেবিলটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সোফিয়া। 'আপনারা,' বলল সে, 'এদিকে আসুন।' কাঠের বাক্সটা টেবিলে পড়ে রয়েছে। সেটার পাশ থেকে ঢাকনি থেকে আলাদা করা কাঠের গোলাপটা তুলল সে।

'কী ওটা?' তার পাশে এসে দাঁড়াল রানা। ওর পিছু নিয়ে সার হিউমও আসছেন।

'বাক্সের একটা খোদাইয়ের কাজ ঢেকে রেখেছিল এটা। আমার ধারণা টেক্সটা হয়তো বলতে পারবে কীভাবে খোলা যায় কিস্টোন।'

রানা আর সার হিউম কিছু বলবার আগেই পাহাড়ী ঢালের নীচে এক সাগর পুলিশ হেডলাম্পের আলো জ্বলে উঠল, সাইরেনের শব্দ বিস্ফোরিত হলো। ড্রাইভওয়ে ধরে এগিয়ে আসছে পুলিশ কারের কনভয়টা।

ভ্রূ কোঁচকালেন হিউম। 'বন্ধুরা, আমাদেরকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে। সেটা যতটা সম্ভব দ্রুত হলেই ভাল হয়, তাই না?'

শ্যাতো ভিলেটিতে ঘোড়ার একটা আস্তাবল আছে, তবে সেখানে ঘোড়ার বদলে রাখা আছে দামি সব গাড়ি– ডেইমলার, রোলস-রয়েস, অ্যাস্টন মার্টিন ইত্যাদি।

ওই আস্তাবল থেকে একটা রেইঞ্জ রোভার নিয়ে শ্যাতোর পিছনের খোলা মাঠে বেরিয়ে এসেছে ওরা। গাড়িটা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চালাচ্ছে সার হিউমের ম্যানসার্ভেন্ট লুই লেভাউ। এই মুহূর্তে দীর্ঘ পাহাড়ী ঢাল বেয়ে নীচে নামছে ওরা। অনেক দূরে জঙ্গলে ঢাকা এবড়োখেবড়ো জমিন দেখা যাচ্ছে।

কোলের উপর কিস্টোন নিয়ে প্যাসেঞ্জার সিটে বসে রয়েছে রানা। ঘাড় ফিরিয়ে ব্যাকসিটে বসা সার হিউম আর সোফিয়ার দিকে তাকাল ও। 'আপনার মাথা কেমন আছে, সোফিয়া?' গলার সুরে উদ্বেগ।

জোর করে একটু হাসল সোফিয়া। 'আগের চেয়ে ভাল, ধন্যবাদ।' ব্যথায় অসুস্থ বোধ করছে সে।

ঘাড় ফিরিয়ে ব্যাক সিটের পিছনে লাগেজ সেকশনে তাকালেন সার হিউম। হাত-পা ও মুখ বেঁধে পুরোহিতকে ফেলে রাখা হয়েছে ওখানে। তার পিস্তলটা হিউমের উরুর উপর পড়ে রয়েছে।

'এরকম একটা বিপদে জড়িয়ে ফেললাম আপনাকে, সেজন্যে সত্যি আমি দুঃখিত, সার,' ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল রানা।

'জড়িয়েছেন বলেই বরং অসংখ্য ধন্যবাদ,' হেসে উঠে

বললেন হিউম। 'সারাটা জীবন ঠিক এটার সঙ্গে জড়াবার জন্যেই তো ছটফট করে মরেছি আমি।' উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে সামনের বনভূমির দিকে তাকালেন, তারপর টোকা দিলেন লুই-এর কাঁধে।

'ইয়েস, সার?'

'মনে রেখো, ব্রেক লাইট জ্বালা চলবে না। প্রয়োজন হলে ইমার্জেন্সি ব্রেক ব্যবহার করবে। বাড়ি থেকে কিছুতেই ওরা যেন আমাদের দেখতে না পায়।'

'ইয়েস, সার।' গিয়ার লো করে স্পিড কমিয়ে সরু একটা ফাঁক গলে বনভূমির ভিতর ঢুকল লুই। মাথার উপর গাছপালা চলে আসায় চাঁদের আলো নীচে নামতে পারছে না। চারদিক গাঢ় অন্ধকার।

জঙ্গলের আরও একটু ভিতরে ঢুকে সার হিউমের নির্দেশে ফগ লাইট জ্বালল লুই। ম্লান হলুদ আলোয় শুধু সামনের পথটা দেখা যাচ্ছে।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল সোফিয়া।

'জঙ্গল থেকে বেরিয়ে হাইওয়ে ফাইভে উঠব।'

গোলাপ খোদাই করা কাঠের টুকরোটা জায়গা মত বসিয়ে রাখা হয়েছে। বাক্সটা খুলে ঢাকনি থেকে আবার সেটাকে আলাদা করতে যাচ্ছে রানা, পিছন থেকে ওর কাঁধে একটা হাত রাখলেন সার হিউম।

'ধৈর্য ধরুন, সার,' বললেন তিনি। 'একে অন্ধকার, তার ওপর উঁচু-নিচু রাস্তা, কিছু ভেঙে-টেঙে গেলে দুঃখের সীমা থাকবে না।'

কথাটায় যুক্তি আছে।

পিছন থেকে বন্দি পুরোহিতের গোঙানির আওয়াজ ভেসে এল। বাঁধন মুক্ত হওয়ার জন্য হঠাৎ হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করেছে সে। ঝট্ করে ঘুরে হাতের পিস্তলটা তার দিকে তাক করলেন হিউম। 'আপনার অভিযোগের কারণ আমার বোধগম্য হচ্ছে না, সার। বিনা অনুমতিতে আমার বাড়িতে ঢুকেছেন আপনি, আমার

এক বন্ধুর মাথায় বাড়ি মেরেছেন। আমার এখন অধিকার আছে আপনাকে গুলি করে এই জঙ্গলে ফেলে রেখে যাবার।'

লেবরান শান্ত হয়ে গেল।

'ওকে সঙ্গে আনাটা কি ঠিক হলো?' জানতে চাইল রানা।

'একশোবার ঠিক হয়েছে, সার!' দৃঢ়কণ্ঠে বললেন হিউম। 'আপনাকে খুনের অপরাধে খোঁজা হচ্ছে, মিস্টার রানা। এই গর্দভটা আপনার মুক্তির টিকিট। আপনাকে খুবই দরকার পুলিশের, তা না হলে সূত্র ধরে আমার বাড়িতে চলে আসত না।'

'আপনাদের সবার সব অসুবিধের জন্য আমি দায়ী,' বলল সোফিয়া। 'আর্মার কারে সম্ভবত ট্র্যান্সমিটার ছিল।'

'পুলিশ আপনাদের খোঁজ পেয়েছে, তাতে আমি আশ্চর্য হইনি; কিন্তু এই অপাস ডেই উপদ্রব কীভাবে জানল আমার বাড়িতে আছেন আপনারা? নিশ্চয়ই পুলিশ, কিংবা জুরিখ ডিপজিটরির সঙ্গে যোগাযোগ আছে তার।'

ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করছে রানা। কেন কে জানে, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন ক্যাপটেন অকটেভ। ওদিকে ব্যাঙ্ক প্রেসিডেন্ট ড্যালক্রোজই বা সাহায্য করতে গিয়েও হুট করে ওদের বিরুদ্ধে চলে গেলেন।

'এই পুরোহিত একা নয়, সার,' রানাকে বললেন হিউম। 'এর পেছনে আরও অনেক লোক আছে। আসলে কে দায়ী, কী তার উদ্দেশ্য, এ-সব না জানা পর্যন্ত আপনারা দুজনেই বিপদের মধ্যে আছেন। আশার কথা হলো, আমার পেছনের এই সাদা লোকটা তথ্যগুলো জানে।'

অগভীর পানির উপর দিয়ে ছুটল ওদের গাড়ি। তারপর ঢাল বেয়ে উঠল কিছুটা। নামল তারও বেশি।

গাড়ির ফোন নিয়ে ডায়াল করলেন সার হিউম। 'মার্টিন? ঘুম ভাঙালাম? কী বলো, অবশ্যই। বাজে প্রশ্ন। দুঃখিত। ছোট্ট একটা সমস্যা। আমার চিকিৎসার জন্যে লুইকে নিয়ে আইল-এ পৌঁছাতে

চাইছি। হ্যাঁ, মানে, এখনই। বিশ মিনিটের মধ্যে লিজাকে তৈরি রাখতে পারবে? গুড।' যোগাযোগ কেটে দিলেন তিনি।

'লিজা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমার প্লেন। আমরা লন্ডনে যাচ্ছি, সার– যেখানে ফ্রেঞ্চ জুডিশিয়ারি পুলিশ আপনাদের নাগাল পাবে না।'

হেসে ফেলল রানা।

'এটা হাসির কোনও ব্যাপার নয়,' প্রতিবাদের সুরে বলল সোফিয়া। 'ভাল করে ভেবে দেখুন, রানা, আমাদের কি ফ্রান্স ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত হচ্ছে?'

'আমার হাসার কারণ হলো, সার হিউম কী কারণে লন্ডনে যেতে চাইছেন আমি তা জানি।'

'কী কারণে?'

'অনেকেই বিশ্বাস করে গ্রেইলটা গ্রেট ব্রিটেনে আছে,' বলল রানা।

'ঠিক তাই,' সায় দিয়ে বললেন সার হিউম। 'আমরা যদি কিস্টোনটা খুলতে পারি, নিশ্চয়ই একটা ম্যাপ পাব, সেটা দেখলেই জানা যাবে ঠিক পথেই এগোচ্ছি আমরা।'

'গ্রেইল যদি ইংল্যান্ডে থাকে, আমাদেরও ওখানেই যাওয়া উচিত,' থেমে থেমে বলল সোফিয়া। 'তবে আপনি কিন্তু, সার, আমাদের জন্যে খুবই বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলছেন। ফ্রেঞ্চ পুলিশ আপনার শত্রু হয়ে গেল।'

'ফ্রান্সে আমার কাজ শেষ। এখানে আস্তানা গেড়েছিলাম কিস্টোনটা পাবার আশায়। সে কাজটা শেষ হয়েছে। শ্যাতো ভিলেটিকে আর কোনদিন দেখতে না পেলে, না-ই পেলাম।'

সোফিয়ার সংশয় তবু যাচ্ছে না। 'আমরা এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি পার হব কীভাবে?'

'একটা এক্সিকিউটিভ এয়ারফিল্ডে যাচ্ছি আমরা। ফ্রেঞ্চ ডাক্তার দেখলেই নার্ভাস হয়ে পড়ি, তাই ট্রিটমেন্টের জন্যে মাসে

দু'বার লন্ডনে যেতে হয় আমাকে। বিশেষ সুযোগ-সুবিধে পাবার জন্যে যাত্রার দু'মাথাতেই ভাল পয়সা ঢালি। মিস্টার রানা, সার, আমরা আকাশে ওঠার পর সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন, ল্যান্ড করার পর বাংলাদেশ দূতাবাসের কোনও কর্মকর্তাকে, কিংবা আপনার এজেন্সির লন্ডন শাখার কাউকে এয়ারপোর্টে আপনি দেখতে চান কি না।'

রানা সিদ্ধান্ত নিল, দূতাবাস বা এজেন্সি কারও সাহায্যই নেওয়া চলবে না ওর। বিপদে পড়েছে ঠিকই, কিন্তু সেটা নিতান্তই ব্যক্তিগত, নিজের চেষ্টায় সেটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তা ছাড়া, এই মুহূর্তে কিস্টোন, দুর্বোধ্য ভাষা ও গ্রেইল ছাড়া আর কিছুই ভাবতে চাইছে না ও। ছুটির ক'টা দিন এ নিয়েই থাকবে।

'সার?' হঠাৎ মুখ খুলল লুই। 'আপনি কি সত্যি সত্যি চিরকালের জন্যে ইংল্যান্ডে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?'

'অবশ্যই। তবে সেজন্যে তোমার মন খারাপ করতে হবে না। আমার সঙ্গে তুমিও যাচ্ছ। ডেভোনশায়ার-এ একটা ভিলা কেনার প্ল্যান আছে আমার, তুমি ওটা দেখাশোনা করবে। অ্যাডভেঞ্চার, লুই, স্রেফ অ্যাডভেঞ্চার!'

নাকে কফ জমে ওঠায় দম আটকে আসছে পুরোহিতের। মুখে টেপ, নিজের সমস্যা বোঝাবার জন্য গোঙাতে শুরু করল সে।

লুই বলল, 'লোকটা না বিষম খেয়ে মারা যায়, সার।'

পিছন দিকে তাকালেন সার হিউম, তারপর পুরোহিতের মুখের টেপটার এক প্রান্ত ধরে হ্যাঁচকা টান দিলেন।

লেবরানের মনে হলো তার ঠোঁটের উপরে আগুন ধরে গেছে। তবে মুখ দিয়ে ফুসফুসে বাতাস নিতে পারায় ঈশ্বরকে তার পরম সুহৃদ মনে হলো।

'কে আপনাকে পাঠিয়েছে?' জানতে চাইলেন হিউম। 'কার হয়ে আপনি কাজ করেন?'

'আমি ঈশ্বরের কাজ করি,' বলল লেবরান।

রানার লাথি মারার জায়গাটায় আঙুল দিয়ে একটা খোঁচা দিতেই চোখে অন্ধকার দেখল সে। চিবুকের ওখানটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে।

'আপনি অপাস ডেই-এর লোক,' বললেন হিউম।

'আমি কে, সে-সম্পর্কে আপনার কোনও ধারণাই নেই।'

'অপাস ডেই কিস্টোনটা কেন চাইছে?'

জবাব দেওয়ার কোনও ইচ্ছে নেই লেবরানের।

আমি ঈশ্বরের কাজ করি। দ্য ওয়ে হুমকির মুখে পড়েছে।

লেবরানের ভয় হচ্ছে, তার মিশন ব্যর্থ হয়ে গেছে। লালিক ও বিশপকে জীবনে আর মুখ দেখাতে পারবে না সে। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সব কথা জানাবে, তারও কোনও উপায় নেই। কিস্টোনটা ওদের হাতে পড়ে গেছে!

প্রার্থনা শুরু করল লেবরান: ঈশ্বর, প্লিজ, আমার একটা মিরাকল দরকার!

এখন কিছু জানে না বটে, তবে তার প্রার্থনা যে ঈশ্বর শুনতে পেয়েছেন, টের পাবে সে অচিরেই।

•

রানাকে অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ করছে সোফিয়া। 'কী ব্যাপার? আপনার মুখে অদ্ভুত একটা হাসি দেখলাম।'

ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল রানা, অনুভব করল ওর চোয়াল শক্ত হয়ে আছে, ধক ধক করছে বুকের ভিতরটা। এইমাত্র অবিশ্বাস্য একটা চিন্তা ঢুকেছে ওর মাথায়। ব্যাপারটা কি এত সহজে ব্যাখ্যা করা সম্ভব?

'আমি আপনার সেল ফোনটা একবার ব্যবহার করতে চাই, সোফিয়া,' বলল রানা।

'এখনই?'

'এইমাত্র আমি একটা অঙ্ক করেছি, উত্তরটা মিলিয়ে দেখব

ঠিক কি না।'

'কী অঙ্ক?'

'একটু পরেই বলছি। আপনার ফোনটা একবার দরকার।'

সতর্ক ও উদ্বিগ্ন দেখাল সোফিয়াকে। 'আপনাকে বলে দেয়ার দরকার নেই যে ক্যাপটেন অকটেভ হয়তো ট্রেস করছেন, এক মিনিটের বেশি লাইনে না থাকাই ভাল।' নিজের ফোনটা রানার হাতে ধরিয়ে দিল সে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি নাম্বারে ডায়াল শুরু করল রানা। জানে, যে প্রশ্নটা সারারাত বিভ্রান্ত করছে পরবর্তী ষাট সেকেন্ডের মধ্যে তার উত্তর পেয়ে যেতে পারে ও।

সাত

নিউ ইয়র্কে রানার এক বন্ধু আছে, নাম জেফ হুইলম্যান, পেশায় প্রকাশক। নিজের কিছু নোট তাকে পড়তে দিয়েছে ও। সেই সঙ্গে অনুরোধ করে বলেছে– দেখো তো এগুলোর সাহায্য নিয়ে কাউকে দিয়ে একটা বই লেখাতে পার কি না। নোটগুলোয় দেবী-বন্দনার বিবরণ আছে, তার মধ্যে বেশ কিছু অংশ আছে মেরি ম্যাগডেলেনকে নিয়ে। এই মুহূর্তে তাকেই ফোন করছে রানা।

'হুইল? রানা। এক মিনিট কথা বলব। যে নোটগুলো তোমাকে আমি পড়তে দিয়েছিলাম, ওগুলো কি–'

'হ্যাঁ, ওগুলো কয়েকজনের কাছে পাঠিয়েছি,' বলল হুইলম্যান। 'কেন বলো তো?'

'লুভার মিউজিয়ামের কিউরেটার ল্যাক বেসনের কাছে পাঠিয়েছ?'

'পাঠিয়েছি।'

'কবে? কবে পাঠিয়েছ?'

'প্রায় মাসখানেক আগে। আমি ল্যাক বেসনকে এ-ও জানিয়েছিলাম যে তুমি খুব শিগ্‌গির প্যারিসে যাচ্ছ, ইচ্ছে করলে আপনারা দুজন কোথাও বসে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করে নিতে পারেন। তোমাকে ফোন করেছিলেন তিনি? এক সেকেন্ড, তুমি না প্যারিস থেকে ফোন করছ?'

'হ্যাঁ। নোটগুলো সম্পর্কে মসিয়ো বেসন তোমাকে কিছু বলেছেন?'

'না, এখনও তিনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেননি।'

'ঠিক আছে, ধন্যবাদ।'

'রানা– '

যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

রেইঞ্জ রোভারের ভিতর বেসুরো গলায় হেসে উঠলেন সার হিউম। 'রানা, সার, আপনি বলছেন আপনার লেখা কিছু নোট একটা সিক্রেট সোসাইটির ব্যাপারে নাক গলিয়েছে, আর আপনার প্রকাশক সেগুলো ওই সোসাইটিকেই পড়তে পাঠিয়েছেন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'কাকতালীয় ব্যাপার, ডিয়ার ফ্রেন্ড।' এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন হিউম। 'মিলিয়ন-ডলার কোশ্চেন হলো, প্রায়রির ব্যাপারে আপনার পজিশন অনুকূল, নাকি প্রতিকূল?'

সার হিউম কী বলতে চান পরিষ্কার বুঝল রানা। অনেক ঐতিহাসিক প্রশ্ন করেন, প্রায়রি কী কারণে এখনও স্যাংগ্রিয়াল ডকুমেন্ট লুকিয়ে রেখেছে? অনেক আগেই অন্তত কিছু তথ্য দুনিয়ার মানুষকে জানানো উচিত ছিল।

প্রশ্নটার জবাব দেওয়ার সময় সত্যি কথাই বলল রানা। 'প্রায়রির কোনও ব্যাপারেই আমি কোনও পজিশন নেই না।'

ওর দিকে তাকাল সোফিয়া। 'কিস্টোনের কথা বলেছেন?'

গাল কোঁচকাল রানা। বলেছে। বেশ কয়েকবারই। 'উদাহরণ হিসেবে সম্ভাব্য কিস্টোনের কথা তো আসবেই।'

সোফিয়া বলল, '*P.S. FIND MASUD RANA*-র ব্যাখ্যা পাওয়া গেল।'

রানার অনুভূতি বলছে, ওর প্রতি ল্যাক বেসনের আগ্রহী হয়ে ওঠার পিছনে অন্য কারণও আছে, তবে তা নিয়ে সোফিয়ার সঙ্গে নিরিবিলিতে আলাপ করতে চায় ও।

একসময় লা বুওজে এয়ারফিল্ডে পৌঁছাল ওদের রেইঞ্জ রোভার। এয়ারস্ট্রিপের শেষ মাথায় একটা হ্যাঙ্গার, সেদিকে এগোচ্ছে লুই।

খাকি ইউনিফর্ম পরা এক লোক বেরিয়ে এল হ্যাঙ্গার থেকে। ওদের উদ্দেশে হাত নাড়ল সে, তারপর টান দিয়ে প্রকাণ্ড একটা করোগেটেড মেটাল ডোর খুলল। ভিতরে ঝলমল করছে সাদা একটা জেটপ্লেন।

গাড়িটা থামাল লুই।

চকচকে ফিউজিলাজের দিকে চোখ রেখে রানা জানতে চাইল, 'এটাই আপনার লিজা?'

নিঃশব্দে হাসলেন সার হিউম।

গাড়ির দিকে ছুটে এল খাকি উর্দি পরা লোকটা, হেডলাইটের আলো পড়ায় চোখ কুঁচকে রেখেছে। 'সব প্রায় রেডি, সার। তবে এত অল্প সময়ের নোটিসে...' গাড়ির ভিতর থেকে রানা ও সোফিয়াকে নামতে দেখে থেমে গেল সে।

'বন্ধুদের সঙ্গে জরুরি একটা কাজে লন্ডনে যাচ্ছি,' বললেন সার হিউম। 'তাগাদা আছে, কাজেই দেখো কীভাবে তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া যায়।' কথা বলার ফাঁকে গাড়ি থেকে পিস্তলটা বের

করে রানার হাতে ধরিয়ে দিলেন।

আগ্নেয়াস্ত্র দেখে পাইলটের চোখ বড় হয়ে উঠল। সার হিউমের কাছে হেঁটে এসে ফিসফিস করছে সে, 'মাফ চেয়ে নিচ্ছি, সার, কিন্তু আমার ডিপ্লোম্যাটিক ফ্লাইট আপনাদের মাত্র দুজনকে অ্যালাউ করবে– আপনাকে, আর লুইকে। আপনার বন্ধুদের তো আমি নিতে পারব না।'

'মার্টিন,' সার হিউম বললেন, 'এক হাজার পাউন্ড স্টার্লিং ও লোড করা একটা পিস্তল কী বলছে জানো? বলছে তুমি আমার বন্ধুদের নিতে পারবে।' ইঙ্গিতে রেইঞ্জ রোভারটাকে দেখালেন। 'ওখানে আরও এক লোক আছে, তাকেও।'

হকার জেট এয়ারফিল্ডটাকে পিছনে ফেলে এল।

কেবিনের সামনে একটা মিনি-বোর্ডরুমে বসেছে ওরা তিনজন, সুইভেল চেয়ারগুলো মেঝের সঙ্গে গাঁথা।

প্লেনের পিছনদিকের একটা কেবিনের বাইরে পিস্তল হাতে চেয়ারে বসে রয়েছে লুই, কেবিনের মেঝেতে বস্তার মত পড়ে থাকা পুরোহিতকে পাহারা দিচ্ছে।

'বন্ধুরা,' গুরুজনসুলভ গাম্ভীর্যের সঙ্গে আলাপটা শুরু করলেন সার হিউম। 'কোনও সন্দেহ নেই যে এটা আপনাদের অ্যাডভেঞ্চার, আমি স্রেফ অতিথি। শুভানুধ্যায়ী হিসেবে প্রথমেই আমি সাবধান করে দিয়ে বলতে চাই যে আপনারা যে পথে পা ফেলতে যাচ্ছেন সেখান থেকে কিন্তু ফেরত আসা যায় না, সামনে যত বড় বিপদই থাকুক না কেন। মাদামোয়াযেল সোফিয়া, আপনার দাদু আপনাকে এই ক্রিপটেক্সটা দিয়ে গেছেন এই আশায় যে গ্রেইলের রহস্য আপনি গোপন রাখবেন, তাই না?'

'জী।'

'তা হলে ধরে নিতে পারি ট্রেইল আপনাকে যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাবেন আপনি।'

মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া, তবে ওর আগ্রহের আরও একটা কারণ আছে–নিজ পরিবার সম্পর্কে সত্যি কথাটা জানতে চায় ও।

'আজ রাতে আপনার দাদু সহ আরও তিন ব্যক্তি মারা গেছেন,' বলে চলেছেন হিউম। 'মারা গেছেন এই কিস্টোনটাকে চার্চের নাগাল থেকে দূরে রাখার জন্যে। অপাস ডেই এটার কয়েক ইঞ্চির মধ্যে চলে এসেছিল। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আপনার ঘাড়ে একটা গুরুদায়িত্ব চেপেছে।'

আবার মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া।

'আপনার হাতে একটা মশাল ধরিয়ে দেয়া হয়েছে,' বলে যাচ্ছেন সার হিউম। 'আপনাকে দেখতে হবে দু'হাজার বছরের পুরানো শিখাটা কোনও অবস্থাতেই যেন নিভে না যায়। কিংবা মশালটা যেন ভুল কোনও লোকের হাতে না পড়ে। হয় এই দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে আপনার নিজেকেই পালন করতে হবে, নয়ত দায়িত্বটা আর কারও হাতে তুলে দিতে হবে।'

'দাদু ক্রিপটেক্সটা আমাকে দিয়ে গেছেন,' মৃদুকণ্ঠে বলল সোফিয়া। 'কাজেই দায়িত্বটা আমিই পালন করব।'

উৎসাহিত দেখাল সার হিউমকে, তবে একটু যেন দ্বিধা-অনিশ্চয়তায়ও ভুগছেন। 'গুড। জোরাল ইচ্ছেশক্তির প্রয়োজন আছে। তবু, আমার কৌতূহল হচ্ছে– আপনি কি জানেন, কিস্টোনটা খোলার পর আরও অনেক কঠিন পরীক্ষার সামনে পড়তে হবে আপনাকে?'

'কী রকম?'

'কল্পনা করুন আপনার হাতে একটা ম্যাপ চলে এসেছে, তাতে দেখানো হয়েছে কোথায় আছে হোলি গ্রেইল। ওই মুহূর্তে আপনার দখলে এমন একটা সত্য থাকবে, যে সত্য ইতিহাসকে চিরকালের জন্যে বদলে দেয়ার শক্তি রাখে। শত শত বছর ধরে যে সত্যকে খুঁজে ফিরেছে মানুষ, আপনি হবেন সেটার রক্ষক। আপনার ওপর দায়িত্ব চাপবে দুনিয়ার সামনে সেই সত্যকে প্রকাশ

করার। এই কাজ যে করবে অসংখ্য মানুষ তার প্রশংসা করবে, একই সঙ্গে অসংখ্য মানুষ তাকে ঘৃণাও করবে। প্রশ্ন হলো, এত কঠিন কাজ করার শক্তি ও সামর্থ্য সত্যি আপনার আছে কি না।'

এক মুহূর্ত পর জবাব দিল সোফিয়া। 'ঠিক জানি না সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব আমারই কি না।'

ভ্রূ কপালে তুললেন সার হিউম। 'তা না হলে কার? কিস্টোনটা আপনার কাছে রয়েছে!'

'কেন, ব্রাদারহুড? তারা তো বহুকাল ধরে রহস্যটা গোপন রাখছে।'

'প্রায়রি?' সার হিউমকে সন্দিহান দেখাল। 'কিন্তু কীভাবে? আজ রাতে তো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে ব্রাদারহুড। তাদের বিরুদ্ধে হয়তো আড়িপাতা যন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে, কিংবা সংগঠনের ভেতর কোনও স্পাই অনুপ্রবেশ করেছে– সত্যি কী ঘটেছে তা হয়তো কোনওদিনই আমরা কেউ জানতে পারব না– তারই ফলশ্রুতিতে টপ চারজনের পরিচয় ফাঁস হয়ে যায়। এই পর্যায়ে ব্রাদারহুডের কেউ এগিয়ে আসবে বলে মনে হয় না।'

'আপনার সাজেশনটা বলুন, প্লিজ,' বলল রানা।

'সার, আমার মত আপনিও জানেন, সত্যটার ওপর অনন্তকাল ধুলো জমতে দেয়া কোনওদিনই প্রায়রির উদ্দেশ্য ছিল না। ইতিহাসের সঠিক একটি মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করেছে তারা। পৃথিবী যখন সত্যটা জানার উপযোগী হবে। দুনিয়ার মানুষ যখন ব্যাপারটা হজম করার ক্ষমতা অর্জন করবে।'

রানা জানতে চাইল, 'আপনার বিশ্বাস সেই সময় উপস্থিত হয়েছে?'

'হ্যাঁ, আমার তা-ই বিশ্বাস। প্রায়রি যদি সব বলে ফেলার প্রস্তুতি না নেবে, চার্চ হঠাৎ এখন হামলা করল কেন?'

সোফিয়া বলল, 'পুরোহিত লোকটা কিন্তু এখনও তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদেরকে কিছুই জানায়নি।'

'পুরোহিতের উদ্দেশ্যই তো চার্চের উদ্দেশ্য,' বললেন হিউম। 'ডকুমেন্টটা ধ্বংস করে ফেলা। যাই হোক, হোলি গ্রেইলকে রক্ষা করার কাজটা প্রায়রি বিশ্বাস করে আপনাকে দিয়েছে, এই কাজেরই আরেকটা অংশ হলো দুনিয়ার মানুষের সামনে সত্য প্রকাশের তাদের লালিত ইচ্ছেটাকেও আপনি পূরণ করবেন।'

'সার হিউম, এক ঘণ্টা আগেও স্যাংগ্রিয়াল ডকুমেন্টের কথা জানতেন না সোফিয়া,' বলল রানা। 'ওকে এক্ষুনি এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিতে বলাটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না।'

'চাপ দিয়ে থাকলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী,' বললেন হিউম, 'মিস সোফিয়া। আমি সব সময় চেয়েছি এ-ধরনের ডকুমেন্ট মানুষকে জানিয়ে দেয়া হোক, তবে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তটা নির্ভর করবে আপনারই ওপর।'

সোফিয়ার কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট দৃঢ়তা। 'উদ্ধৃতিটা আমার মনে আছে– আপনি গ্রেইল খুঁজে পাবেন না, গ্রেইল আপনাকে খুঁজে নেবে। আমি বিশ্বাস করছি, গ্রেইল আমাকে বিশেষ কোনও কারণে খুঁজে নিয়েছে, এবং যখন সময় আসবে, আমি ঠিকই জানতে পারব কী করতে হবে।'

তার দুই পুরুষ সঙ্গীই বেশ একটু বিস্মিত হলো।

'কাজেই,' বলল সোফিয়া, ইঙ্গিতে রোযউডের বাক্সটা দেখাল। 'আসুন, শুরু করা যাক।'

শ্যাতো ভিলেটির ড্রইং রুমে দাঁড়িয়ে ফায়ারপ্লেসের নিভু নিভু আগুনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে লেফটেন্যান্ট ডুফি রাউল। পাশের রুমে রয়েছেন ক্যাপটেন অকটেভ, আস্তাবল থেকে গায়েব হয়ে যাওয়া রেইঞ্জ রোভারটাকে খুঁজে না পাওয়ায় চিৎকার করে ধমক দিচ্ছেন কাউকে।

ক্যাপটেনের নির্দেশ অমান্য করেছে রাউল; শুধু তা-ই নয়, দ্বিতীয়বারের মত মসিয়ো রানাকে অ্যারেস্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে,

এ-সব বিষয়ে এখনও তাকে কিছু বলেননি জনাব ষণ্ড। ভাগ্যিস পিটিএস মেঝেতে বুলেটের একটা ফুটো দেখতে পায়, রাউল এখন কৃতিত্ব দাবি করে বলতে পারবে এখানে এক রাউন্ড গুলি করা হয়েছে।

কালো অডি কার সম্পর্কে জানা গেছে ভুয়া নামে ভাড়া করা হয়েছে ওটা, আঙুলের ছাপ ইন্টারপোল ডাটাবেজ-এর সঙ্গে মেলানো যায়নি।

দ্রুত পায়ে একজন এজেন্ট ঢুকল ড্রইং রুমে, চোখে জরুরি ভাব। 'ক্যাপটেন অকটেভ কোথায়?' জানতে চাইল সে।

আগুন থেকে চোখ তুলে লেফটেন্যান্ট বলল, 'ক্যাপটেন ফোন করছেন।'

'আমি ফোন করছি না,' ধমকে উঠলেন অকটেভ, দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে এজেন্টের দিকে তাকালেন। 'হ্যাঁ, বলো কী ব্যাপার?'

এজেন্ট বলল, 'মসিয়ো, ডিপজিটরি ব্যাঙ্কের ড্যালক্রোজের সঙ্গে সেন্ট্রালের এইমাত্র আলাপ হয়েছে। তিনি তাঁর বক্তব্য বদলাতে চাইছেন।'

'মানে?' ভ্রূ কোঁচকালেন অকটেভ।

এতক্ষণে লেফটেন্যান্টও চোখ তুলল।

'ড্যালক্রোজ স্বীকার করছেন, আজ রাতে মসিয়ো রানা ও মাদামোয়াযেল সোফিয়া তাঁর ব্যাঙ্কে কিছুটা সময় কাটিয়েছেন।'

'সেটা আমরা আগেই আন্দাজ করেছি,' বললেন ক্যাপটেন। 'ড্যালক্রোজ মিথ্যে বলেছেন কেন?'

'বলছেন একা শুধু আপনার সঙ্গে কথা বলবেন তিনি, তবে সহযোগিতা করতে পুরোপুরি রাজি।'

'নিশ্চয়ই কিছুর বিনিময়ে। কী সেটা?'

'খবরে তাঁর ব্যাঙ্কের নাম যেন না যায়, সেই সঙ্গে তাঁর হারানো সম্পদ উদ্ধারে আমরা যেন সাহায্য করি। তাঁর কথা শুনে

সন্দেহ হলো, মসিয়ো রানা ও মাদামোয়াযেল সোফিয়া সম্ভবত মসিয়ো বেসনের অ্যাকাউন্ট থেকে কিছু চুরি করেছেন।'

'বলো কী!' আঁতকে উঠল লেফটেন্যান্ট রাউল। 'কীভাবে?'

ক্যাপটেন একচুল নড়লেন না, শুধু তাঁর চোখ জোড়া দ্বিতীয় এজেন্টের দিকে ঘুরে গেল। 'কী চুরি করেছেন তারা?'

'ড্যালক্রোজ ভেঙে কিছু বলেননি, তবে তাঁর কথা শুনে মনে হলো ওগুলো ফেরত পাবার জন্যে সব কিছু করতে পারেন তিনি।'

কিচেন থেকে আরেক এজেন্ট ভিগো অকটেভের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল। 'ক্যাপটেন? একটা নোটবুকে লা বুওজে এয়ারফিল্ডের নম্বর পেয়ে ডায়াল করেছি আমি। ওখান থেকে কিছু খারাপ খবর আসছে।'

দুই মিনিট পর। শ্যাতো ভিলেটি ত্যাগ করবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ক্যাপটেন অকটেভ। এইমাত্র জানা গেছে লা বুওজে এয়ারফিল্ডে একটা প্রাইভেট জেট ছিল সার হিউমের, আধ ঘণ্টা আগে টেক অফ করেছে সেটা।

এয়ারফিল্ড থেকে ফোনে বলা হয়েছে প্লেনটা কোথায় গেছে, কজন প্যাসেঞ্জার ছিল ইত্যাদি কিছুই তাদের জানা নেই। এমনকী ফ্লাইট প্ল্যান পর্যন্ত ফাইল করা হয়নি। গোটা ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বেআইনী। ক্যাপটেন খুব ভাল করে জানেন যে জায়গামত চাপ দিতে পারলে তাঁর সব প্রশ্নের উত্তরই পাওয়া যাবে।

'লেফটেন্যান্ট রাউল,' ঘেউ ঘেউ করে উঠলেন অকটেভ, দরজার দিকে এগোচ্ছেন। 'আমাকে চলে যেতে হচ্ছে, তাই তোমার হাতে তদন্তের দায়িত্ব না দিয়ে কোনও উপায় দেখছি না। অন্তত একটিবার ভাল কিছু করে দেখাও।'

হকার এখন সিধে হয়ে সোজা ইংল্যান্ডের দিকে ছুটছে। কোল থেকে রোযউডের বাক্সটা তুলে সাবধানে টেবিলের উপর রাখল

রানা। সার হিউম আর সোফিয়া যে যার চেয়ার থেকে আগ্রহের সঙ্গে সামনের দিকে ঝুঁকল।

বাক্সটা খুলে ঢাকনির তলার দিকে, খুদে ফুটোটার প্রতি মনোযোগ দিল রানা। কলমের ডগা দিয়ে খুঁচিয়ে গোলাপ খোদাই করা কাঠের টুকরোটা আলাদা করতেই বেরিয়ে পড়ল নীচের টেক্সট। ওর আশা, নতুন দৃষ্টিতে তাকালে ভাষাটা দুর্বোধ্য না-ও লাগতে পারে। লেখাটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রানা।

an ancient word of wisdom frees this scroll
and helps us keep her scatter'd family whole
a headstone praised by templars is the key
and atbash will reveal the truth to thee

কয়েক সেকেন্ড পর আবার হতাশ বোধ করল রানা। 'নাহ্, এর মাথামুণ্ডু কিছুই আমি বুঝতে পারছি না।'

নিজের জায়গা থেকে টেক্সটা দেখতে পাচ্ছে না সোফিয়া। লেখাটার পাঠোদ্ধার হয়ে ওঠেনি, তবে জানে চেষ্টা করলে পারবে।

এখন সার হিউমও টেক্সটার উপর ঝুঁকে পড়েছেন। 'হয়তো প্রাচীন কোনও ভাষা,' মাথা চুলকে বললেন তিনি।

রানা বলল, 'বেশিরভাগ আধুনিক সেমিটিক বর্ণমালায় স্বরবর্ণ নেই, ব্যঞ্জনবর্ণের ভেতরে কিংবা নীচে খুদে ডট বা ড্যাশ ব্যবহার করা হয়।' ওর কপালে চিন্তার রেখা আরও গভীর হচ্ছে। 'এখানে সেরকম কিছু দেখছি না।'

'দিন, আমাকে আরেকবার দেখতে দিন,' বলল সোফিয়া।

তার কথা শুনতে না পাওয়ার ভান করে সার হিউম রানাকে বললেন, 'রানা, আপনি না তখন বলছিলেন দুর্বোধ্য হলেও, ভাষাটা আপনার খুব পরিচিত লাগছে?' বাক্সটা নিজের দিকে

আরও একটু টেনে নিলেন তিনি।

'চেনা চেনা তো লাগছেই, কিন্তু...' কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে গেল রানা।

'রানা?' আবার বলল সোফিয়া। 'দাদুর তৈরি বাক্সটা আরেকবার দেখতে পারি আমি, প্লিজ?'

'অবশ্যই, ডিয়ার,' বলে বাক্সটা সোফিয়ার দিকে ঠেলে দিলেন হিউম, ভাবছেন একজন ব্রিটিশ রয়াল হিস্টোরিয়ান ও একজন সৌখিন সিম্বলজিস্ট যেখানে তল পাচ্ছেন না, সেখানে...

'ও, আচ্ছা,' হেসে উঠে বলল সোফিয়া, বাক্সটা মাত্র কয়েক সেকেন্ড পরীক্ষা করেই। 'আমি আগেই বুঝেছিলাম।'

'বুঝেছিলেন... কী?' জেরার সুরে জানতে চাইলেন হিউম।

শ্রাগ করল সোফিয়া। 'বুঝেছিলাম এই যে দাদু এই ভাষাটাই ব্যবহার করবেন।'

'তার মানে কি ভাষাটা আপনার পরিচিত? লেখাটা আপনি পড়তে পারবেন?' অবাক হয়ে জানতে চাইলেন সার হিউম।

'খুব সহজেই,' বলল সোফিয়া। 'দাদু আমাকে এই ভাষা শিখিয়েছেন, আমার যখন মাত্র ছ'বছর বয়স। আমি অনর্গল পড়তে পারি।' সার হিউমের দিকে একটু ঝুঁকল সে। 'না বলে পারছি না, সার, ব্রিটিশ রাজমুকুটের প্রতি আপনার এত আনুগত্য থাকা সত্ত্বেও ভাষাটা আপনি চিনতে না পারায় আমি সত্যি অবাক হয়েছি।'

'সম্ভবত রিভার্স টেক্সট,' বলল রানা। 'পড়তে হলে একটা আয়না দরকার।'

'না, তার দরকার নেই,' বলল সোফিয়া। 'কাঠের এই ছাল খুব একটা পুরু বলে মনে হচ্ছে না।' দেয়ালে বসানো একটা বাস্কেট লাইটের সামনে রোযউড বক্সটা ধরল সে, ঢাকনির ভিতর দিকটা পরীক্ষা করছে।

সোফিয়া জানে দাদু আসলে উল্টো করে লিখতে পারতেন না,

তবে তাকে বোকা বানাবার জন্য স্বাভাবিকভাবে লিখে কাগজটা উল্টো করে রিভার্স ইমপ্রেশন ট্রেসিং করতেন। সোফিয়ার ধারণা, এক্ষেত্রে স্বাভাবিক টেক্সটকে একটা কাঠের টুকরোয় খোদাই করে আগুনে গরম করা হয়েছে, তারপর কাঠের পিছনটা একটা স্যান্ডার মেশিনের সাহায্যে ঘষা হয়েছে যতক্ষণ না সেটা কাগজের মত পাতলা হয়, এবং উড-বার্নিং কাঠের ভিতর দিয়ে দেখা না যায়।

ঢাকনিটা আলোর সামনে ধরতেই সোফিয়া বুঝতে পারল, তার ধারণাই ঠিক। পাতলা কাঠের ভিতর দিয়ে পার হচ্ছে আলো, ঢাকনির তলার দিকে স্ক্রিপ্ট ফুটে উঠেছে উল্টোভাবে।

সঙ্গে সঙ্গে পাঠযোগ্য হয়ে উঠল টেক্সট।

'ইংলিশ,' বেসুরো গলায় বললেন সার হিউম, লজ্জায় ঝুলে পড়ল মাথাটা। 'আমারই মাতৃভাষা!'

প্লেনের পিছনের কেবিনে বসে কান খাড়া করে ওদের আলোচনা শুনতে চেষ্টা করছে লুই লেভাউ, কিন্তু ইঞ্জিনের আওয়াজে তা সম্ভব হচ্ছে না। আজ রাতের পরিস্থিতি মোটেও ভাল লাগছে না তার। পায়ের কাছে পড়ে থাকা হাত-পা ও মুখ বাঁধা পুরোহিতের দিকে তাকাল সে। লোকটা একদম অনড় হয়ে গেছে, যেন নিঃশব্দ প্রার্থনায় মগ্ন।

আট

মাটি থেকে পনের হাজার ফুট উপর দিয়ে উড়ছে ওদের জেট প্লেন। ল্যাক বেসন রচিত মিরর-ইমেজ কবিতা বাক্সটার ঢাকনির ভিতর দিয়ে আলোকিত হয়ে উঠেছে, সেদিকে তাকিয়ে বাস্তব দুনিয়ার কথা আপতত ভুলে গেছে রানা।

an ancient word of wisdom frees this scroll
and helps us keep her scatter'd family whole
a headstone praised by templars is the key
and atbash will reveal the truth to thee

একটুকরো কাগজ যোগাড় করে দ্রুত হাতে ইমেজটা কপি করল সোফিয়া। কাজটা শেষ হতে পালা করে তিনজনই পড়ল ওটা।

এটা এক ধরনের আর্কিওলজিকাল ক্রসওঅর্ড-এর মত; যেন একটা ধাঁধা, ক্রিপটেক্সটা কীভাবে খোলা যাবে তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। ধীরে ধীরে কবিতাটা পড়ল রানা।

"এই লেখা প্রকাশ করবে জ্ঞানগর্ভ একটি প্রাচীন শব্দ ...সাহায্য করবে তাঁর বিচ্ছিন্ন পরিবারকে এক রাখতে ...টেম্পলার-প্রশংসিত সমাধিফলকই রহস্যের চাবিকাঠি... এবং সত্য প্রকাশ করবে atbash।"

'এটা পেনটামিটার!' চেঁচিয়ে উঠলেন সার হিউম, রানার দিকে ঝট করে মুখ তুললেন। 'আর পদ্যটা ইংলিশে লেখা!'

মাথা ঝাঁকাল রানা। ইউরোপিয়ান আর সব সিক্রেট সোসাইটির মত প্রায়রিও ইংরেজিকে ইউরোপের একমাত্র নির্ভেজাল ভাষা হিসাবে বিবেচনা করেছে। ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ ও ইটালিয়ান ভাষা এসেছে ল্যাটিন থেকে। ল্যাটিন ভ্যাটিকানেরও ভাষা। প্রচার-প্রচারণার কাজে ইংরেজিকে কাজে লাগায়নি ভ্যাটিকান।

'এই পদ্যে,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলছেন সার হিউম, 'শুধু গ্রেইলের কথা বলা হয়নি, নাইটস্ টেম্পলার ও মেরি ম্যাগডেলেনের বিচ্ছিন্ন পরিবারের কথাও বলা হয়েছে। এর বেশি আর কি আশা করতে পারি আমরা?'

'কিন্তু, সার, পাসওয়ার্ড কই?' জানতে চাইল সোফিয়া। 'জ্ঞানগর্ভ প্রাচীন শব্দটা পেতে হবে না?'

পেনটামিটার, ভাবছে রানা। পাঁচটা হরফ দিয়ে কত অসংখ্য শব্দই তো তৈরি হতে পারে, যেগুলোকে জ্ঞানগর্ভ বলা যাবে।

'সম্ভবত টেম্পলার-এর সঙ্গে সম্পর্ক আছে এই পাসওয়ার্ডের,' বলল সোফিয়া, টেক্সটের অংশবিশেষ পড়ে শোনাল ওদেরকে। 'টেম্পলার-প্রশংসিত সমাধিফলকই রহস্যের চাবিকাঠি।'

'সার হিউম,' বলল রানা, 'আপনি টেম্পলার বিশেষজ্ঞ। আইডিয়া দিন।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন হিউম। 'হেডস্টোন, তাই না? তার মানে কোনও ধরনের কবরকে চিহ্নিত করছে সেটা। টেম্পলার-প্রশংসিত সমাধিফলক মেরি ম্যাগডেলেনের কবর হওয়া সম্ভব। কিন্তু তাতে বিশেষ কোনও লাভ হচ্ছে না, কারণ তাঁর কবরটা কোথায় তা আমরা জানি না।'

সোফিয়া বলল, 'শেষ লাইনটা বলছে... এবং সত্য প্রকাশ

করবে atbash। এই atbash শব্দটা আমি শুনেছি।'

'আশ্চর্য হবার কিছু নেই,' বলল রানা। 'শব্দটা আপনি সম্ভবত ক্রিপটলজি ১০১-এ পেয়েছেন। atbash সাইফার পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন কোডগুলোর একটা।'

আরে, তাই তো! মনে পড়ল সোফিয়ার। বিখ্যাত হিব্রু এনকোডিং সিস্টেম।

শুরুতেই সোফিয়ার ক্রিপটলজি ট্রেনিং-এর একটা অংশ ছিল atbash সাইফার। খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ বছর আগের তৈরি সাইফার এটা। ইহুদি ক্রিপটগ্রামের সাধারণ একটা ছক, হিব্রু ভাষার বাইশটা বর্ণমালাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। atbash-এর নিয়ম হলো– প্রথম হরফের বিকল্প সর্বশেষ হরফ, দ্বিতীয় হরফের বিকল্প সর্বশেষ হরফের আগেরটা, এভাবে।

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সার হিউম। 'হেডস্টোনে নিশ্চয়ই একটা কোড ওয়ার্ড আছে। প্রথমে আমাদেরকে টেম্পলার-প্রশংসিত ওই হেডস্টোনটা খুঁজে বের করতে হবে।'

রানার গম্ভীর ভাব দেখে সোফিয়া বুঝতে পারছে, টেম্পলার হেডস্টোন খুঁজে পাওয়াটা মোটেও সহজ কাজ হবে না।

atbash-ই চাবি, ভাবল সোফিয়া। কিন্তু তাদের কাছে কোনও দরজা নেই।

তিন মিনিট পর আরও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সার হিউম বললেন, 'আপাতত একটু বিরতি। সেই ফাঁকে লুই ও বন্দিকে একবার দেখে আসি।' চেয়ার ছেড়ে প্লেনের পিছন দিকে চলে গেলেন তিনি।

লা বুওজে এয়ারফিল্ড। নাইট ডিউটিতে আসা এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার খালি একটা রেইডার স্ক্রিনের সামনে বসে চোখ বুজে ঢুলছে। তার কামরার দরজা বাইরে থেকে পিটিয়ে প্রায় ভেঙে ফেলল জুডিশিয়ারি পুলিশ।

'সার হিউমের জেট,' কামরার ভিতরে ঢুকে গর্জে উঠলেন ক্যাপটেন অকটেভ। 'কোথায় গেছে?'

কন্ট্রোলার প্রথমে অজুহাত দেখাতে শুরু করল– ব্রিটিশ মক্কেলের স্বার্থ দেখতে হবে তাকে, বিশেষ করে এয়ারফিল্ডের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাস্টমার তিনি।

তাকে থামিয়ে দিয়ে অকটেভ বললেন, 'ঠিক আছে, ফ্লাইট প্ল্যান ছাড়া একটা প্রাইভেট প্লেনকে টেক অফ করতে দেয়ার অপরাধে আপনাকে আমি অ্যারেস্ট করছি।' এক এজেন্টের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকালেন তিনি। হাতকড়া নিয়ে এগিয়ে এল এজেন্ট।

আতঙ্কে নীল হয়ে গেল ট্রাফিক কন্ট্রোলার। 'থামুন!' বলল সে, এখনও আড়চোখে হাতকড়ার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। 'আপনাকে আমি শুধু এটুকু জানাতে পারি। চিকিৎসার জন্যে প্রায়ই লন্ডনে যান সার হিউম। কেন্ট-এর বিগিন হিল এক্সিকিউটিভ এয়ারপোর্টে তাঁর একটা হ্যাঙ্গার আছে, লন্ডন শহরের বাইরে।'

'আজ রাতেও কি তাঁর গন্তব্য ওই বিগিন হিল?' জানতে চাইলেন অকটেভ।

'তা আমি জানি না, ক্যাপটেন,' কন্ট্রোলার সত্যি কথাই বলল। 'তবে সর্বশেষ রেইডার রিপোর্টে দেখা গেছে প্লেনটা লন্ডনের দিকেই যাচ্ছে।'

'সঙ্গে কে কে ছিল?'

'কসম খেয়ে বলছি, মসিয়ো, আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়।'

হাতঘড়ি দেখলেন অকটেভ। 'যদি বিগিন হিলে যায়, কখন ল্যান্ড করবে?'

রেকর্ড দেখে নিয়ে কন্ট্রোলার জানাল, 'শর্ট ফ্লাইট, মসিয়ো। সাড়ে ছয়টার মধ্যে পৌঁছে যাবে। ঠিক পনেরো মিনিট পর।'

ভ্রূ কুঁচকে আরেক এজেন্টের দিকে ফিরলেন ক্যাপটেন। 'ফ্লাইটের ব্যবস্থা করো। আমি লন্ডনে যাচ্ছি। আর, স্থানীয় কেন্ট

পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করো। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বা এম-ফিফটিন নয়, লোকাল কেন্ট পুলিশ। লাইন পেলে প্রথমেই জানিয়ে দাও, আমি চাই প্লেনটাকে যেন ল্যান্ড করতে দেয়া হয়। টারমাকে ওটাকে ঘিরে ফেলতে হবে। আমি না পৌঁছানো পর্যন্ত কেউ যেন প্লেন থেকে নামতে না পারে।'

'আপনি একদম চুপচাপ,' সোফিয়াকে বলল রানা, জেট প্লেন হকারের কেবিনে বসে রয়েছে ওরা।

'কিছু না, এই কিছুটা ক্লান্ত,' বলল সোফিয়া। 'আর ওই কবিতা... এখনও খুব বিরক্ত করছে।'

ক্লান্ত রানাও। ওর মনে হলো ইঞ্জিনের একটানা গুঞ্জন ও প্লেনের দোলা ওকে সম্মোহিত করে ফেলছে। প্লেনের পিছন থেকে সার হিউম এখনও ফেরেননি। সোফিয়াকে একা পেয়ে কিছু বলতে চাইছে ও।

'আপনার দাদু আমাদের দুজনকে এক করেছেন, তার আংশিক কারণ আমি বোধহয় জানি,' বলল রানা। 'আমার ধারণা তিনি চেয়েছেন কিছু ব্যাপার আপনাকে আমি ব্যাখ্যা করি।'

'হোলি গ্রেইলের ইতিহাস ও মেরি ম্যাগডেলেন যথেষ্ট নয়?'

রানা ঠিক বুঝতে পারছে না কীভাবে এগোবে। 'আপনাদের মাঝখানের গ্যাপটা। দাদুর সঙ্গে আপনার দশ বছর কথা না বলার কারণটা। আমার ধারণা, তিনি হয়তো আশা করেছেন বিচ্ছেদটা কেন ঘটেছে আমি তা ব্যাখ্যা করতে পারব।'

নিজের সিটে মোচড় খেল সোফিয়া। 'কী ঘটেছে আমি আপনাকে বলিনি।'

তার দিকে সতর্ক চোখে তাকাল রানা।

'আপনি সম্ভবত কোনও ধরনের সেক্স অ্যাক্ট দেখেছেন, তাই না?'

ঝাঁকি খেল সোফিয়া। 'আপনি জানলেন কীভাবে?'

'আপনিই আমাকে বলেছেন, এমন কিছু দেখেছেন যা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় আপনার দাদু একটি সিক্রেট সোসাইটির সদস্য ছিলেন। দৃশ্যটা আপনাকে এতটাই ডিসটার্ব করে যে সেই থেকে দাদুর সঙ্গে আপনি কোনও সম্পর্কই রাখেননি। আপনি কী দেখেছেন কল্পনা করতে দ্য ভিঞ্চির ব্রেন দরকার হয় না।'

কথা না বলে তাকিয়ে থাকল সোফিয়া।

'সময়টা কি মার্চের মাঝামাঝি ছিল?' জানতে চাইল রানা।

সঙ্গে সঙ্গে কিছু না বলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সোফিয়া। 'বসন্তের ছুটিতে ভার্সিটি থেকে বাড়ি ফিরি আমি। সময়ের কদিন আগেই চলে আসি।'

'আপনি আমাকে সব কথা বলবেন?'

'না বলাটাই উচিত।' হঠাৎ রানার দিকে ফিরল সোফিয়া, আবেগ উথলে উঠছে দু'চোখে। 'কী দেখেছি আমি জানি না।'

'নারী আর পুরুষ, দু'দলই ছিল?'

একটু পর মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া। 'হ্যাঁ।'

'সাদা ও কালো কাপড় পরা?'

চোখ মুছল সোফিয়া, তারপর মাথা ঝাঁকাল, নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করছে। 'মেয়েদের পরনে ছিল সাদা শিফনের গাউন, পায়ে সোনালি জুতো। হাতে ছিল সোনালি গোলক। পুরুষরা পরেছিল কালো টিউনিক ও কালো জুতো।'

আবেগ ও উত্তেজনা গোপন করে রাখছে রানা। কী শুনছে বিশ্বাস করতে পারছে না। সোফিয়া জানে না দু'হাজার বছর আগে পবিত্র হিসাবে বিবেচিত একটা অনুষ্ঠান চাক্ষুষ করেছে সে। 'আর মুখোশ?' শান্তসুরে প্রশ্ন করল ও। 'অ্যানড্রজিনাস মাস্ক? মানে, এমন মুখোশ, দেখে পুরুষ কিংবা নারী দুটোই মনে হতে পারে?'

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া। 'হ্যাঁ। সবাই। একই ধরনের মুখোশ সবার মুখে। মেয়েরা সাদা, পুরুষরা কালো।'

এই অনুষ্ঠানের বিবরণ পড়া আছে রানার, এর রহস্যময় উৎস

সম্পর্কে ধারণা রাখে। 'এটাকে হাইরস গ্যামোস বলে,' নরম সুরে বলল ও। 'দু'হাজার বছরেরও আগের একটা ধর্মীয় আচার। মিশরীয় পুরুষ ও নারী পুরোহিতরা নিয়মিত এই অনুষ্ঠান করত, নারীর জন্মদান ক্ষমতাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।' থামল রানা, সোফিয়ার দিকে একটু ঝুঁকল। 'এর আসল অর্থ বোঝার প্রস্তুতি নেই, এমন কেউ অনুষ্ঠানটা দেখলে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগারই কথা।'

সোফিয়া কিছু বলছে না।

'হাইরস গ্যামোস গ্রিক,' বলে যাচ্ছে রানা। 'অর্থ: পবিত্র বিয়ে।'

মাথা নাড়ল সোফিয়া। 'আমি যে আচারটা দেখেছি সেটা বিয়ে ছিল না।'

'বিয়েই, তবে মিলিত হওয়ার মাধ্যমে।'

'আপনি বলতে চাইছেন যৌনাচারের মাধ্যমে।'

'না।'

'না?' সোফিয়ার প্রশ্ন, তার অপলক দৃষ্টি খোঁচা মারছে রানাকে।

পিছু হঠল রানা। 'বেশ... হ্যাঁ, কথার কথা হিসেবে বলা যায়; তবে আজকাল যা বোঝানো হয়, সে অর্থে নয়।'

'কী রকম?'

ব্যাখ্যা করল রানা, সোফিয়া যা দেখেছে সেটাকে যৌনাচার বলে মনে হলেও, হাইরস গ্যামোসের সঙ্গে যৌন ব্যভিচারের কোনও সম্পর্ক নেই। ওটা আসলে একটা আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান। ঐতিহাসিকভাবে দেখলে– যৌনমিলন এমন একটা কর্ম যার মাধ্যমে নারী ও পুরুষ ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা লাভ করে। প্রাচীন মানুষ বিশ্বাস করত পবিত্র নারীর শারীরিক বৃত্তান্ত সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে আধ্যাত্মিকভাবে পুরুষ অসম্পূর্ণ। নারীর সঙ্গে শারীরিক মিলনই আধ্যাত্মিকভাবে সম্পূর্ণ হওয়ার একমাত্র উপায় পুরুষের, এবং এই পথেই একসময় অর্জিত হবে *নোসিস*– স্বর্গীয় জ্ঞান।

সেই আইসিস-এর সময় থেকে যৌনাচার পুরুষের জন্য সেতু হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে, যে একমাত্র সেতুটি তাকে পৃথিবী থেকে পৌঁছে দেবে স্বর্গে।

'নারী-সম্ভোগের মাধ্যমে,' বলল রানা, 'চরমপুলকের এমন একটা মুহূর্তে পৌঁছায় পুরুষ, যখন তার মন সম্পূর্ণ খালি হয়ে যায়, এবং ঈশ্বরকে দেখতে পায় সে।'

ভ্রূ জোড়া কুঁচকে রেখেছে সোফিয়া। সন্দিহান দেখাল তাকে। 'প্রার্থনা হিসেবে যৌনমিলন?'

সোফিয়ার আন্দাজ ঠিক হলেও, উত্তর না দিয়ে রানা শুধু কাঁধ ঝাঁকাল। ফিজিওলজিকাল দৃষ্টিতে দেখলে, পুরুষের চরমপুলকের সঙ্গে সেকেন্ডের ক্ষুদ্র একটা ভগ্নাংশ আসে যখন সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত হয়ে যায় সে। সংক্ষিপ্ত একটা মেন্টাল ভ্যাকিউম। এক ঝলক আলোময় একটি মুহূর্ত, যখন ঈশ্বরকে পলকের জন্য দেখা যেতে পারে। মেডিটেশন-এর গুরুরা যৌনাচার ছাড়াই এই একই ধরনের চিন্তাশূন্য অবস্থায় পৌঁছাতে পারেন; এবং প্রায়ই তাঁরা নির্বাণ লাভের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, যেটাকে অন্তহীন আধ্যাত্মিক চরমপুলক বলে বর্ণনা করা হয়।

সোফিয়ার প্রশ্নের উত্তরে শান্ত সুরে বলল রানা, 'সোফিয়া, প্রথমে মনে রাখতে হবে, সেক্স সম্পর্কে প্রাচীন ধারণা এখনকার ধারণার ঠিক বিপরীত। যৌনমিলন নতুন প্রাণ নিয়ে আসে– যা কি না চূড়ান্ত মিরাকল– আর মিরাকল সংঘটিত হতে পারে শুধুমাত্র ঈশ্বরের দ্বারা। জরায়ু থেকে প্রাণ জন্ম দেয়ার সামর্থ্য নারীকে দান করেছে পবিত্রতা। একজন ঈশ্বরের মত। যৌন-সঙ্গম হলো মনুষ্য আত্মার দুই অংশের সশ্রদ্ধ মিলন– নারী ও পুরুষের– যার মাধ্যমে পুরুষ আধ্যাত্মিক পূর্ণতা এবং ঈশ্বরের নৈকট্য পেতে পারে। আপনি যা দেখেছেন তার সঙ্গে সেক্সের কোনও সম্পর্ক ছিল না, সম্পর্ক ছিল আধ্যাত্মিকতার। হাইরস গ্যামোস একটি ধর্মীয় আচার, কোনও ধরনের যৌন বিকৃতি নয়। ওটা অত্যন্ত পবিত্র

একটা আয়োজন।'

কথা না বলে আবার চোখ মুছল সোফিয়া।

সামলে ওঠার জন্য তাকে খানিকটা সময় দিল রানা। সন্দেহ নেই ঈশ্বরকে পাওয়ার একটা পথ হলো সেক্স, এই ধারণা প্রথমে মাথাটাকে বিগড়ে দিতে চাইবে।

প্রথমদিকের ইহুদিরাও বিশ্বাস করত যে পবিত্রতম সলোমনের মন্দিরে একা শুধু ঈশ্বর বাস করেন না, সেই সঙ্গে বাস করেন অভিন্ন শক্তির অধিকারিণী তাঁর সঙ্গিনীও– শেকাইনা। আধ্যাত্মিক পূর্ণতা পাওয়ার আশায় মানুষ মন্দিরে আসত হাইরাজিউল, অর্থাৎ যাজিকাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য; তাদের সঙ্গে শারীরিকভাবে মিলিত হত তারা, স্বর্গীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করত একাত্ম হওয়ার মাধ্যমে।

'সরাসরি ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করার জন্যে মানবজাতি যৌনমিলনকে ব্যবহার করবে,' মৃদুকণ্ঠে বলল রানা, 'প্রথমদিকের চার্চ এটাকে ক্যাথলিক ধ্যান-ধারণার প্রতি বিরাট হুমকি বলে মনে করল। ইতিমধ্যে নিজেদেরকে তারা ঈশ্বরের একমাত্র এজেন্ট হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বসেছে। বোধগম্য কারণেই যৌনতাকে নিন্দনীয়, অশুভ, নোংরা, ক্ষতিকর ও পাপকর্ম হিসেবে প্রমাণ করার জন্যে আদাজল খেয়ে নেমে পড়ল তারা। বাকি বড় ধর্মগুলোও অনুসরণ করল তাদেরকে।'

চুপ করে আছে সোফিয়া, তবে রানা উপলব্ধি করল আগের চেয়ে সহজে বুঝতে পারছে সে তার দাদুকে।

প্লেনের ঠাণ্ডা জানালায় কপাল ঠেকিয়ে রানার বলা কথাগুলো হজম করতে চেষ্টা করছে সোফিয়া। তারপর দাদুর কথা ভাবল সে। অনুতপ্ত বোধ করছে। দশ-দশটা বছর বোকার মত পরম এক আত্মীয়র সান্নিধ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখেছে সে। কল্পনার চোখে দাদুর পাঠানো চিঠির স্তূপ দেখতে পেল। চিঠিগুলো খুলে দেখেনি সে।

রানাকে আমি সব কথা বলব, সিদ্ধান্ত নিল সোফিয়া।

শুরু করল ধীরে ধীরে, প্রায় ফিসফিসে গলায়, ভয়ে ভয়ে।

সোফিয়া যেন পরিষ্কার দেখছে ঠিক কী ঘটেছিল সেই রাতে।

প্যারিসের বাড়িতে দাদুকে না পেয়ে নরমান্ডিতে, দাদুর শ্যাতোয় চলে এসেছে সোফিয়া। প্রথমে শ্যাতোটা নির্জন মনে হলো তার। তারপর অস্পষ্টভাবে শুনতে পেল বেযমেন্ট থেকে বহু লোকের সম্মিলিত গুঞ্জন ভেসে আসছে। তারপর লুকানো দরজাটা দেখতে পেল সে। পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নামছে, প্রতিবার একটা করে ধাপ। মার্চ মাস, ঠাণ্ডা বাতাসে মাটি-মাটি গন্ধ।

সিঁড়ির একটা বাঁকে, ছায়ার ভিতর লুকিয়ে, অচেনা সেই লোকগুলোকে সুর করে গান গাইতে ও দুলতে দেখছে সোফিয়া, তাদের সবার উপর কমলা রঙের মোমবাতির আলো পড়েছে।

স্বপ্ন দেখছি, ভাবল সোফিয়া। এ স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। না, অসম্ভব!

নারী আর পুরুষ গোল হয়ে দাঁড়িয়ে অনবরত দোল খাচ্ছে। কালো, সাদা, কালো, সাদা। মেয়েদের ভারি সুন্দর সিল্ক গাউন ফুলে ফুলে উঠছে যখন তারা ডান হাতের সোনালি গোলক উঁচু করে একযোগে গাইছে, *'শুরুতে আমি তোমার সঙ্গে ছিলাম, পবিত্র সমস্ত কিছুর প্রারম্ভে। সময়ের তখনও সূচনা ঘটেনি, তারও আগে তোমাকে আমি জঠরে ধারণ করেছি।'*

মেয়েরা তাদের গোলক নামাল, তারপর সবাই যেন একটা ঘোরের মধ্যে আগুপিছু দোল খেতে শুরু করল। সোফিয়ার মনে হলো বৃত্তের মাঝখানে কিছু একটা আছে, সেটাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে তারা সবাই।

কী দেখছে তারা?

সম্মিলিত গলার আওয়াজ আরও চড়ছে, উচ্চারণ হচ্ছে দ্রুততর।

'যে নারীকে আপনি দেখছেন, সে প্রেম!' মেয়েরা গাইল, আবার উঁচু করল হাতের গোলক।

পুরুষরা সাড়া দিল। 'ওই নারী স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত।'

সুরেলা গান আবার একটানা হয়ে উঠল। গলার আওয়াজ ক্রমশ চড়ছে। এক সময় কানের পরদা ফাটার উপক্রম হলো। অংশগ্রহণকারীরা সামনে এগোল, তারপর নতজানু হলো।

এতক্ষণে সোফিয়া দেখতে পেল বৃত্তের মাঝখানে কী রয়েছে।

নিচু, অলঙ্কৃত একটা বেদি। সেই বেদির উপর শুয়ে রয়েছে একজন পুরুষ। লোকটা বিবস্ত্র, শুয়ে আছে চিৎ হয়ে, মুখে কালো একটা মুখোশ। দেখামাত্র শরীরটা, জন্মদাগ সহ, চিনতে পারল সোফিয়া। আরেকটু হলে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল সে– দাদু! এই দৃশ্যই কোনওমতে বিশ্বাসযোগ্য নয়, অথচ আরও বাকি আছে।

সোফিয়ার দাদুর উপর চড়ে থাকার ভঙ্গিতে দেখা যাচ্ছে নগ্ন এক মেয়েকে, সাদা মুখোশ পরে আছে সে, মুখোশের পিছনে সোনালি স্রোতের মত দেখাচ্ছে রাশি রাশি চুল। মেয়েটি মোটাসোটা, দৈহিক গঠন নিখুঁত নয়, গানের সুরের সঙ্গে তাল বজায় রেখে দুলছে সে– ল্যাক বেসনের সঙ্গে রতিক্রিয়ায় লিপ্ত।

ঝট করে ঘুরে ছুটে পালাতে ইচ্ছে করছে সোফিয়ার, কিন্তু পারছে না। বহু লোকের সম্মিলিত গানের গুরুগম্ভীর আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুলতে শুরু করল, সেই সঙ্গে তার মনে হলো পাথুরে দেয়াল ঘেরা প্রকাণ্ড চেম্বারের ভিতর আটকা পড়ে গেছে সে। একসময় মনে হলো প্রবল উত্তেজনায় গোটা চেম্বার বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে। হঠাৎ করে সোফিয়া উপলব্ধি করল সে ফোঁপাচ্ছে।

ঘুরল সোফিয়া, টলতে টলতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল গ্রাউন্ড ফ্লোরে। গাড়ি চালিয়ে প্যারিসে ফেরার পথে গোটা শরীর থরথর করে কাঁপছিল তার।

নয়

চার্টার করা প্লেন মোনাকো-র মিটমিটে আলোগুলোকে পাশ কাটাচ্ছে, ঠিক এই সময় ক্যাপটেন অকটেভের সঙ্গে দ্বিতীয় দফা আলাপ করলেন বিশপ মার্সেল বেলমন্ড। ফোনের যোগাযোগ কেটে দিয়ে আবার এয়ারসিকনেস ব্যাগের দিকে হাত বাড়ালেন তিনি। তবে এতটাই হতাশ ও দুর্বল হয়ে পড়েছেন যে তাঁর বোধহয় বমি করবার শক্তিও ফুরিয়ে গেছে।

অকটেভের সর্বশেষ রিপোর্ট মোটেও পরিষ্কার নয়।

আসলে ঘটছেটা কী? সবই যেন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। লেবরানকে আমি কীসের সঙ্গে জড়ালাম? আমিই বা কোন্ গাড্ডায় পড়লাম কে জানে!

পা টলছে, হেঁটে ককপিটে চলে এলেন বিশপ বেলমন্ড। 'আমি আমার গন্তব্য বদলাতে চাই,' পাইলটকে বললেন তিনি।

ঘাড় ফিরিয়ে তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকাল পাইলট। তারপর হেসে উঠে বলল, 'ঠাট্টা করছেন, তাই না?'

'না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লন্ডনে পৌঁছাতে হবে আমাকে।'

গম্ভীর হয়ে উঠল পাইলট। 'ফাদার, এটা একটা চার্টার প্লেন, ট্যাক্সি নয়।'

'আপনাকে আমি বেশি টাকা দেব। কত চান বলুন। লন্ডন আর মাত্র এক ঘণ্টার পথ, ওই একইদিকে– উত্তরে। কাজেই...'

'ব্যাপারটা টাকার নয়, ফাদার, আরও ঝামেলা আছে...'

'দশ হাজার ইউরো। নগদ। এখনই।'

আবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পাইলট। 'কত বললেন? কোন্ ধরনের প্রিস্ট সঙ্গে এত টাকা রাখে?'

নিজের কালো ব্রিফকেসের কাছে ফিরে গেলেন বেলমন্ড, খুললেন সেটা, বেশ কিছু বেয়ারার বন্ড নিয়ে এসে ধরিয়ে দিলেন পাইলটের হাতে।

'কী এগুলো?' ভ্রূ কুঁচকে জানতে চাইল পাইলট।

'দশ হাজার ইউরোর বেয়ারার বন্ড, ভ্যাটিকান ব্যাঙ্ক থেকে ইস্যু করা হয়েছে।'

পাইলটকে সন্দিহান দেখাচ্ছে।

'এটাকে নগদই বলা যায়।'

'শুধু বলা গেলে তো চলবে না, নগদ হতে হবে,' বলে বন্ডগুলো ফেরত দিল পাইলট।

আরও দুর্বল হয়ে পড়লেন বিশপ বেলমন্ড। ককপিটের দরজায় হেলান দিলেন তিনি। 'এটা বাঁচা-মরার প্রশ্ন। আপনি আমাকে সাহায্য করুন, প্লিজ। আমার লন্ডনে পৌঁছানোটা অত্যন্ত জরুরি।'

বিশপের আঙুলে পরা নীলচে-বেগুনি অ্যামেথিস্ট বসানো সোনার আংটির দিকে তাকিয়ে আছে পাইলট। 'হীরে নাকি? আসল?'

আংটির দিকে তাকালেন বেলমন্ড। মাথা নাড়লেন তিনি। 'এটা কাউকে দেয়া যাবে না।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘাড় সোজা করল পাইলট, উইন্ডশিল্ড দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল।

বিষণ্ণতায় ডুবে গেলেন বিশপ বেলমন্ড। আবার আংটির দিকে তাকালেন। এই আংটি যত কিছুর প্রতিনিধিত্ব করে, সবই তাঁর কাছ থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে।

কয়েক মুহূর্ত পর আঙুল থেকে আংটিটা খুলে ইন্সট্রুমেন্ট

প্যানেলের উপর রাখলেন বিশপ বেলমন্ড।

কেবিনে ফিরে এসে সিটে নেতিয়ে পড়লেন তিনি।

ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল পবিত্র একটা কর্তব্য হিসাবে। অত্যন্ত নিপুণ একটা প্ল্যান ধরে শুরুও করা হয়। কিন্তু এখন সব তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ছে। কেউ বলতে পারে না এর শেষ কোথায়।

হাইরস গ্যামোস, দু'হাজার বছরের পুরানো একটা ধর্মীয় আচার। দশ বছর আগে তারই পুনরাবৃত্তি হতে দেখেছে সোফিয়া। তার সেই অভিজ্ঞতা খানিক আগে রানাকে শোনাল সে।

রানা বুঝতে পারছে, এখনও স্বাভাবিক হতে পারছে না সোফিয়া। সময় একটু লাগারই কথা। সেই ধর্মীয় আচারের মধ্যমণি ছিলেন সোফিয়ার দাদু ল্যাক বেসন, প্রায়রি অভ সায়ান-এর গ্র্যান্ড মাস্টার। স্বনামধন্য সব প্রতিভাদের সঙ্গে তাঁর নামও যোগ হয়। *দ্য ভিঞ্চি, বটিচেলি, আইজ্যাক নিউটন, ভিক্টর হিউগো, জ্যাঁ কঁকতো... ল্যাক বেসন।*

'আপনাকে আমি আর কী বলব ভেবে পাচ্ছি না,' নরম সুরে বলল রানা।

জলপাই-সবুজ চোখ দুটোকে এখন আরও গাঢ় দেখাচ্ছে, জলে ভরা। 'তিনি আমাকে অসম্ভব আদর-যত্নে বড় করেছেন।'

'রিফ্রেশমেন্ট, ডিয়ার ফ্রেন্ডস?' ওদের কাছে আবার ফিরে এলেন সার হিউম, একটা ট্রেতে করে কয়েকটা কোক ও এক বাক্স ক্র্যাকার নিয়ে এসেছেন। 'পুরোহিত বন্ধু এখনও মুখ খুলছেন না,' বললেন তিনি। 'তবে তাঁকে আরও সময় দেয়া দরকার।' একটা ক্র্যাকারে কামড় দিলেন, চোখ নামিয়ে তাকালেন কবিতাটার দিকে। 'কোনও সূত্র পাওয়া গেল? আপনার দাদু এখানে ঠিক কী বলতে চাইছেন আমাদেরকে?' মুখ তুলে সোফিয়ার দিকে তাকালেন।

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল সোফিয়া।

কবিতা লেখা কাগজটা টেনে নিয়ে চোখ বুলাচ্ছেন হিউম, একটা কোক নিয়ে জানালা দিয়ে প্লেনের বাইরে তাকাল রানা, কল্পনার চোখে গোপনীয় ধর্মীয় আচার ও ভাঙতে না পারা কোড-এর রাশি রাশি ছবি দেখতে পাচ্ছে। *টেম্পলার-প্রশংসিত সমাধিফলকই রহস্যের চাবিকাঠি।* কোলায় চুমুক দিল ও। ঠাণ্ডা নয়।

রাতের কালো ঘোমটা দ্রুত ফিকে হয়ে আসছে। ঝলমলে একটা সাগর দেখতে পাচ্ছে রানা, ওদের নীচে বিস্তৃত। ইংলিশ চ্যানেল। আর বেশি দেরি নেই।

টেম্পলার-প্রশংসিত সমাধিফলক।

সাগরকে পিছনে ফেলে এল প্লেনটা, দিনের আলো এখন আরও পরিষ্কার, সেই সঙ্গে রানার মনটাও হঠাৎ আলোকিত হয়ে উঠল। 'বললে বিশ্বাস করবেন না,' বলে ওদের দিকে ফিরল ও। 'টেম্পলার হেডস্টোন... ব্যাপারটা আমি ধরে ফেলেছি।'

সার হিউমের চোখ দুটো পিরিচ হয়ে উঠল। 'আপনি জানেন হেডস্টোনটা কোথায়?'

'কোথায় নয়। কী,' বলল রানা।

ভাল করে শোনার জন্য ঝুঁকল সোফিয়া।

'আমার ধারণা, হেডস্টোন বলতে এখানে সত্যি সত্যি একটা পাথুরে মাথা বোঝানো হয়েছে,' ব্যাখ্যা করল রানা, অ্যাকাডেমিক ব্রেকথ্রু করতে পারায় উপভোগ্য উত্তেজনা অনুভব করছে। 'কবর চিহ্নিত করার কোনও পাথর নয়।'

'পাথুরে মাথা? মানে?' জানতে চাইলেন হিউম।

সোফিয়াকেও বিমূঢ় দেখাচ্ছে।

'সার হিউম,' বলে তাঁর দিকে ফিরল রানা। 'ইনকুইজিশন চলার সময় নাইটস টেম্পলারদেরকে সব ধরনের অনৈতিক কাজের জন্যে অভিযুক্ত করেছিল চার্চ, ঠিক?'

'ঠিক। সম্ভাব্য সব রকম অভিযোগ বানায় তারা। সমকাম, ক্রুসের ওপর পেচ্ছাব, শয়তানের পুজো, আরও কত কী... সে এক লম্বা তালিকা।'

'ওই তালিকায় আরও ছিল *ভুয়া মূর্তির পুজোও*, কেমন? চার্চ আসলে টেম্পলারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে তারা গোপনে ধর্মীয় আচার পালন করছে, সেই আচারের মধ্যে খোদাই করা একটা পাথরকে পুজো করা হচ্ছে... ওটা ছিল একটা পেইগান ঈশ্বর–'

'ও মাই গড, বাফোমেট!' উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন হিউম। 'আপনি ঠিক ধরেছেন! টেম্পলার-প্রশংসিত একটা হেডস্টোন!'

বাফোমেট ছিল উর্বরতা ও নতুন জন্মদান প্রক্রিয়ার শক্তিস্বরূপ ঈশ্বর। ওই ঈশ্বরের মাথা ছিল ভেড়া কিংবা ছাগলের, প্রাচুর্য ও উৎপাদনের সাধারণ সিম্বল। টেম্পলাররা পাথুরে একটা মাথার মডেলকে মাঝখানে রেখে চক্কর দিয়ে বাফোমেটকে শ্রদ্ধা জানাত, সেই সঙ্গে সুর করে গান গেয়ে প্রার্থনা করত।

চোখে-মুখে উৎসাহ নিয়ে রানা বলল, 'আর গ্রিক ভাষায় Sophia মানে জ্ঞান– আ ওয়ার্ড অভ উইজডম। জ্ঞানগর্ভ একটা শব্দ।'

হঠাৎ করে দাদুর অভাবটা বিরাট এক শূন্যতা সৃষ্টি করল সোফিয়ার বুকে। *দাদু প্রায়রি কিস্টোনে আমার নাম লুকিয়ে রেখে গেছেন!*

কিন্তু আবার ক্রিপটেক্স-এর পাঁচ হরফের ডায়ালটার দিকে তাকাতেই আরেকটা সমস্যা দেখতে পেল সোফিয়া। 'কিন্তু, দাঁড়ান, আমার নামের বানানে হরফ লাগছে ছয়টা!'

সার হিউমের হাসি এতটুকু ম্লান হলো না। 'কবিতাটা আরেকবার দেখুন। আপনার দাদু লিখেছেন, "an ancient word of wisdom."'

'তো?'

হিউম হেসে উঠলেন। 'প্রাচীন গ্রিক ভাষায় উইজডম শব্দটা লেখা হত এভাবে– S-O-F-I-A।'

ক্রিপটেক্সটা টেনে নিয়ে হরফগুলোর ডায়াল-এ সাজাতে শুরু করল সোফিয়া। উত্তেজনায় তার হাত একটু একটু কাঁপছে। *এই লেখা প্রকাশ করবে জ্ঞানগর্ভ একটি প্রাচীন শব্দ।* তার হাতের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রয়েছেন সার হিউম, পাশ থেকে রানাও।

S...O...F...

'সাবধানে,' ফিসফিস করলেন হিউম। 'খু-ব সাবধানে।'

...I...A.

শেষ ডায়ালটা জায়গামত বসাল সোফিয়া। 'ঠিক আছে,' বিড়বিড় করল সে, মুখ তুলে ওদের দিকে তাকাল। 'জিনিসটা আমি খুলছি তা হলে।'

'ভিনিগারের কথা ভুলবেন না,' মনে করিয়ে দিল রানা। 'যতটা পারা যায় সাবধানে।'

সোফিয়া জানে, এটা যদি ছোটবেলায় যে-সব ক্রিপটেক্স খুলেছে সেগুলোর মত হয়, তা হলে ডায়ালগুলোকে এড়িয়ে সিলিন্ডারের দুই প্রান্ত ধরে বিপরীত দিকে ধীরে ধীরে টান দিলেই কাজ হবে। ডায়ালগুলো যদি পাসওয়ার্ডের সঙ্গে যথাযথ মিল রেখে সেট করা হয়ে থাকে, তা হলে একটা প্রান্ত খুলে আসবে।

টানছে সোফিয়া, কিন্তু কিছুই ঘটছে না। আরও একটু জোর দিল সে। হঠাৎ করেই খুলে পড়ল পাথরটা। ভারী প্রান্তটা বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়ে গেল তার হাতে। সার হিউম প্রায় লাফ দিয়ে উঠলেন। শেষ মাথার ক্যাপটা টেবিলে রেখে সিলিন্ডারটা কাত করে ভিতরে তাকাবার সময় হার্টরেট বেড়ে গেল সোফিয়ার।

ভিতরে সত্যিই একটা স্ক্রোল রয়েছে!

গোল পাকানো কাগজের ভিতরে উঁকি দিয়ে সোফিয়া দেখতে

পেল কাগজটা জড়ানো হয়েছে সিলিন্ডার আকৃতির একটা জিনিসের গায়ে– ভিনিগার ভর্তি ভায়াল, ধরে নিল সে। তবে অদ্ভুত ব্যাপার হলো, ভিনিগারের চারপাশে কাগজটা যেমনটি হওয়ার কথা অর্থাৎ পাতলা প্যাপিরাস নয়, বরং ভেড়ার চামড়া দিয়ে তৈরি পার্চমেন্ট। ব্যাপারটা অদ্ভুত এই জন্য যে ভিনিগার তো ওই চামড়া গলিয়ে ফেলতে পারবে না।

স্ক্রোলের ভিতরে আবার ভাল করে তাকাতে সোফিয়া বুঝতে পারল জিনিসটা ভিনিগার নয়, অন্য জিনিস।

'কী হলো? স্ক্রোলটা বের করুন।'

ভ্রূ জোড়া কুঁচকে কন্টেইনার থেকে টেনে চামড়া, এবং চামড়া যেটাকে জড়িয়ে আছে সেটা বের করে আনল সোফিয়া।

'এ তো প্যাপিরাস নয়,' বললেন সার হিউম। 'অনেক ভারী মনে হচ্ছে।'

'জানি,' বলল সোফিয়া। 'এটা আসলে প্যাড।'

'কীসের প্যাড? ভিনিগার ভায়ালের?'

'না।' গোল পাকানো স্ক্রোলটা খুলল সোফিয়া, ভিতরে কী আছে দেখাল ওদেরকে। 'এটার প্যাড,' বলল সে।

চামড়ার ভিতর জিনিসটা দেখে হতাশায় ছেয়ে গেল রানার মন।

'খোদা, রহম করো,' বললেন সার হিউম। 'আপনার দাদু মনে হয় আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছেন!'

রানা দেখল টেবিলে পড়ে রয়েছে আরও একটা ক্রিপটেক্স। আকারে ছোট এটা। কালো অনিক্স পাথরে তৈরি। প্রথমটার ভিতরে লুকানো ছিল দ্বিতীয়টা। সবকিছুতেই জোড়ায় বিশ্বাসী ছিলেন ল্যাক বেসন। সবকিছুরই জোড়া থাকতে হবে। নারী-পুরুষ। সাদার ভিতরে লুকিয়ে আছে কালো।

মানুষ মাত্রই নারী থেকে উৎপন্ন।

সাদা– নারী।

কালো– পুরুষ।

হাত বাড়িয়ে ছোট ক্রিপটেক্সটা তুলল রানা। হুবহু প্রথমটার মতই দেখতে, শুধু আকারে ছোট ও কালো এটা। পরিচিত ছলছল আওয়াজটা শুনতে পেল ও। ভিনিগার ভর্তি ভায়ালটা সম্ভবত এই ছোট ক্রিপটেক্সেই আছে।

'তবে আমরা বোধহয় ঠিক পথেই এগোচ্ছি, তা-ই না, রানা?' জিজ্ঞেস করলেন হিউম, চামড়ার তৈরি পাতাটা বাড়িয়ে ধরলেন ওর দিকে।

কালো চামড়াটা নেড়েচেড়ে দেখল রানা। অলঙ্কৃত হস্তাক্ষরে চার লাইনের আরেকটা কবিতা রয়েছে এখানে। এ-ও সেই আইয়্যামবিক পেনটামিটার ছন্দে লেখা। কবিতাটা কোড করা, তবে শুধু প্রথম লাইনটা অনুবাদ করে পড়তে হলো রানাকে, তাতেই উপলব্ধি করতে পারল ও– সার হিউমের ব্রিটেনে আসবার প্ল্যানটা সুফল বয়ে আনবে।

ইংরেজিতে তরজমা করলে লাইনটা এরকম দাঁড়ায়–

In London lies a knight a Pope interred

বাংলায় অনুবাদ করলে হবে–

একজন নাইটকে লন্ডনে সমাহিত করেছেন পোপ।

কবিতার বাকি অংশ পরিষ্কার আভাস দিচ্ছে, এই নাইট-এর সমাধি শহরেই কোথাও আছে, এবং সেখানে গেলে দ্বিতীয় ক্রিপটেক্স খোলার পাসওয়ার্ডটা পাওয়া যেতে পারে।

মুখ তুলে সার হিউমের দিকে তাকাল রানা। 'আপনার কোনও ধারণা আছে, কোন্ নাইটের কথা বলা হচ্ছে এখানে?'

নিঃশব্দে হাসলেন হিউম। 'বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। তবে খুব ভাল করেই জানি কোন্ সমাধিতে ঢু মারতে হবে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে, ওদের কাছ থেকে পনের মাইল সামনে, কেন্ট পুলিশের ছয়টা কার বৃষ্টিস্নাত রাস্তা ধরে বিগিন হিল এক্সিকিউটিভ এয়ারপোর্টের দিকে ছুটছে।

দশ

সার হিউমের ফ্রিজ থেকে একটা কোক নিয়ে ঢক ঢক করে গিলছে লেফটেন্যান্ট ডুফি রাউল, হাঁটতে হাঁটতে ড্রইংরুম থেকে স্টাডিতে চলে এল। এখানে পিটিএস এগযামিনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করতে ব্যস্ত।

'কিছু পাওয়া গেল?'

মাথা নাড়ল এগযামিনার। 'নতুন কিছু নয়। সারা বাড়িতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মাত্র কয়েকজন মানুষের আঙুলের ছাপ।'

'কাঁটা লাগানো বেল্টের প্রিন্ট থেকে কিছু পাওয়া যায়নি?'

'ইন্টারপোল এখনও কাজ করছে।'

ডেস্কে রাখা দুটো এভিডেন্স ব্যাগের দিকে তাকাল লেফটেন্যান্ট। 'ওগুলো কী?'

'অভ্যাস। যা কিছু অদ্ভুত লেগেছে সব ওই দুই ব্যাগে ভরেছি।'

আরেক এজেন্ট বাইরে থেকে মাথা গলাল স্টাডিতে। 'লেফটেন্যান্ট, ক্যাপটেন অকটেভের জন্যে জরুরি একটা ফোন কল এসেছে সুইচবোর্ডে, কিন্তু ওরা তাঁর নাগাল পাচ্ছে না। আপনি রিসিভ করবেন?'

কিচেনে এসে কলটা রিসিভ করল রাউল।

ফোন করেছেন জ্যাক ড্যালক্রোজ। ব্যাঙ্কার ভদ্রলোকের মার্জিত বাচনভঙ্গি গলার উদ্বেগ চেপে রাখতে পারল না। 'কথা

ছিল ক্যাপটেন অকটেভ আমাকে ফোন করবেন। কিন্তু আমি তাঁর কোনও কল পাইনি।'

'তিনি খুব ব্যস্ত,' জানাল রাউল। 'আপনার কোনও সাহায্য দরকার হলে আমাকে বলতে পারেন।'

'বলা হয়েছিল তদন্ত কতটুকু এগোল নিয়মিত জানানো হবে আমাকে।'

মুহূর্তের জন্য রাউলের সন্দেহ হলো, এই গলার আওয়াজ তার চেনা। কিন্তু মনে করতে পারল না কোথায় শুনেছে। 'মসিয়ো ড্যালক্রোজ, প্যারিস ইনভেস্টিগেশনের চার্জে এখন আমিই আছি।' তারপর নিজের পরিচয় দিল সে।

অপরপ্রান্তে দীর্ঘ নীরবতা। তারপর ড্যালক্রোজ বললেন, 'লেফটেন্যান্ট রাউল, আমাকে আরেকটা কল ধরতে হচ্ছে। প্লিজ, এক্সকিউয মি। আমি আপনাকে পরে রিং করব।' লাইন কেটে দিলেন তিনি।

রিসিভারটা আরও কয়েক সেকেন্ড ধরে থাকল রাউল। হঠাৎ মনে পড়ল তার। *ঠিকই ধরেছি, এই গলার আওয়াজ আমি চিনি! আর্মার কার-এর ড্রাইভার! হাতে ছিল নকল রোলেক্স!*

সময় নষ্ট না করে ইন্টারপোল-এর সঙ্গে যোগাযোগ করল লেফটেন্যান্ট রাউল। ওদেরকে জানাল, জ্যাক ড্যালক্রোজকে খুঁজে বের করতে হবে। ব্যাপারটা জরুরি।

'আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে ল্যান্ড করতে যাচ্ছি আমরা,' ওদেরকে জানালেন সার হিউম। আনন্দ ধরে রাখতে হিমশিম খাচ্ছেন তিনি। দীর্ঘ প্রবাসী জীবনের ইতি টেনে ফ্রান্স ত্যাগ করেছেন, ব্রিটেনে ফিরছেন বিজয়ী হয়ে– তাঁর সারাজীবনের সাধনা কিস্টোন পাওয়া গেছে!

কিস্টোনটা শেষ পর্যন্ত কোথায় তাঁকে নিয়ে যাবে সেটা অবশ্য এখনও দেখা বাকি। তাঁর দেশেই কোথাও, তবে ঠিক কোথায়

সে-সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই।

একটা ওয়াল প্যানেল খুলে কিছু কাগজ-পত্র বের করলেন হিউম। 'এগুলো আমার আর লুইয়ের পাসপোর্ট।' তারপর পঞ্চাশ পাউন্ড নোট-এর দুটো মোটা বান্ডিল বের করে টেবিলে রাখলেন। 'এগুলো আপনাদের পাসপোর্ট।'

'এয়ারপোর্ট অফিসাররা ঘুষ খাবেন?' চোখে সন্দেহ নিয়ে জানতে চাইল সোফিয়া।

'সবার কাছ থেকে খাবে না,' বললেন সার হিউম। 'এরা সবাই আমাকে চেনে। ফর গড'স সেক, আমি আর্মস স্মাগলার নই!'

'পুরোহিতের ব্যাপারটা কীভাবে ব্যাখ্যা করা হবে?'

'আমার প্রিয় বন্ধু মিস্টার রানা পাইলটের সঙ্গে আলাপ করে একটা প্ল্যান ফাইনাল করেছেন, আমরা সবাই সেটা ফলো করব। ওঁকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন কীভাবে কী করা হবে।'

ঠিক এই সময় প্যাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম থেকে পাইলটের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'সার, টাওয়ার থেকে এইমাত্র রেডিও মেসেজ পেলাম। আপনার হ্যাঙ্গারের কাছে কী একটা মেইন্টেন্যান্স প্রবলেম দেখা দিয়েছে, তাই আমাকে সরাসরি টার্মিনাল ভবনের সামনে প্লেন থামাতে বলছে ওরা।'

বিগিন হিল-এ এক যুগেরও বেশি আসা-যাওয়া করছেন সার হিউম, এরকম আগে কখনও হয়নি। 'সমস্যাটা কি, কিছু বলছে?'

'কন্ট্রোলারের কথা পরিষ্কার নয়। পাম্প স্টেশনে গ্যাস লিক না কি যেন। বলছে টার্মিনাল ভবনের সামনে প্লেন থামাতে হবে, পরবর্তী নোটিস না দেয়া পর্যন্ত প্লেন থেকে কেউ বেরুতেও পারবে না। নিরাপত্তার স্বার্থে।'

সার হিউম গলা নামিয়ে রানাকে বললেন, 'আমার হ্যাঙ্গার থেকে পাম্প স্টেশনটা অন্তত আধমাইল দূরে।'

পাইলটও বলল, 'সার, ব্যাপারটা একদমই নিয়মের বাইরে।'

রানা গম্ভীর। 'সন্দেহ নেই, এয়ারপোর্টে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে একদল পুলিশ অপেক্ষা করছে।'

'তার মানে ক্যাপটেন অকটেভ এখনও মনে করছেন রানা আর আমি দাদুকে খুন করেছি,' বলল সোফিয়া।

রানার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন সার হিউম। 'সার, পরিস্থিতি বদলে যাওয়ায় আপনার প্ল্যান কি বাতিল হয়ে গেল?'

মাথা নাড়ল রানা। 'প্ল্যান ঠিকই আছে,' বলল ও।

'আমরা অন্য কোনও এয়ারপোর্টে চলে যেতে পারি না?' জানতে চাইল সোফিয়া।

মাথা নাড়লেন সার হিউম। 'ফুয়েলে হয়তো টান পড়বে, কাজেই ঝুঁকিটা নেয়া যায় না।'

'বললাম তো, প্ল্যানটা বাতিল করিনি। এখনই আসছি আমি,' বলে ককপিটের দিকে এগোল রানা। 'পাইলটকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিই।'

হকার জেট ল্যান্ড করতে যাচ্ছে।

বিগিন হিল এয়ারপোর্টের এক্সিকিউটিভ সার্ভিস অফিসার জেমস আইভরি কন্ট্রোল টাওয়ারে পায়চারি করছেন, তাকিয়ে আছেন বৃষ্টিস্নাত রানওয়ের দিকে। কী অসম্ভব কথা, কেন্ট পুলিশ বলছে গুরুতর কী একটা অপরাধ সম্পর্কে সার হিউম আর তাঁর সঙ্গীদের জেরা করবে তারা, এমনকী প্রয়োজন হলে অ্যারেস্টও করতে পারে!

সার হিউম তাদের অন্যতম ধনী ও প্রভাবশালী মক্কেল। এয়ারপোর্টে তাঁর নিজস্ব হ্যাঙ্গার আছে। সেই হ্যাঙ্গারে বিরাট একটা জাগুয়ার প্রতিদিন প্রস্তুত রাখা হয়, কয়েকটা দৈনিক পত্রিকা সহ– বিনা নোটিসে হঠাৎ যদি তিনি চলে আসেন, তাই। সাধারণত মাসে দু'বার তিনি আসা-যাওয়া করেন, প্রতিবার কাস্টমসের দু'একজন কর্মকর্তা সশরীরে উপস্থিত থেকে সার

হিউমের সুবিধে-অসুবিধেগুলো দেখেন। এই যেমন, নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ফ্রান্স থেকে কিছু তাজা ফল আনেন তিনি, কর্মকর্তারা দেখেও না দেখার ভান করেন।

সার হিউমের স্বভাবটাই এমন যে যেখানে কোনও প্রয়োজন নেই সেখানেও উপহার বিলি করেন। ফলে এয়ারপোর্ট ও কাস্টমসের লোকেরা তাঁর প্রতি ভারি খুশি।

হঠাৎ কী যে হলো, কেন্ট পুলিশের চিফ ইন্সপেক্টর এয়ারপোর্টে এসে বলছেন টার্মিনাল ভবনের সামনে থামতে হবে প্লেনটাকে। এই মুহূর্তে তাঁর সশস্ত্র একটা গ্রুপ টার্মিনাল ভবনের পাশে অপেক্ষা করছে, প্লেন থামা মাত্র ছুটে গিয়ে ঘিরে ফেলবে।

টারমাক লেবেলে নেমে এসে জেমস আইভরি দেখলেন রানওয়ে স্পর্শ করল হকারের চাকা। নিরাপদ ল্যান্ডিং। ঝকমকে সাদা প্লেনটা ছুটে আসছে টার্মিনাল ভবনের দিকে।

কিন্তু একি, প্লেনের গতি কমছে না! দেখতে দেখতে টার্মিনাল ভবনের পাশে চলে এল হকার, ওটাকে পাশ কাটিয়ে সার হিউমের হ্যাঙ্গারের দিকে চলে যাচ্ছে।

ইতোমধ্যে ভবনের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে পুলিশরা। তারা সবাই একযোগে তাকাল জেমস আইভরির দিকে। চিফ ইন্সপেক্টর মিক বুলি বললেন, 'আপনি না বললেন টার্মিনাল ভবনের সামনে থামতে রাজি হয়েছে পাইলট?'

হতভম্ব দেখাচ্ছে আইভরিকে। 'হয়েছে তো!'

মিনিট তিনেক পর দেখা গেল পুলিশ কারের একটা কনভয় দেড় মাইল দূরের হ্যাঙ্গার লক্ষ্য করে ছুটছে। সামনের গাড়িতে চিফ ইন্সপেক্টর মিক বুলির সঙ্গে জেমস আইভরিও রয়েছেন।

পুলিশের কনভয় এখনও সাতশো গজ দূরে, দেখা গেল সার হিউমের জেট প্লেন প্রাইভেট হ্যাঙ্গারের ভিতর অলস ভঙ্গিতে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

খোলা হ্যাঙ্গারের সামনে ব্রেক কষে থামল কনভয়, বাগিয়ে

ধরা অস্ত্র নিয়ে লাফ দিয়ে নীচে নামল পুলিশরা। নামলেন আইভরিও। হ্যাঙ্গারের ভিতর থেকে কান ফাটানো আওয়াজ বেরুচ্ছে, ধীরভঙ্গিতে ঘুরে গিয়ে খোলা সামনের দিকটায় পজিশন নিচ্ছে হকার। একশো আশি ডিগ্রি বাঁক নেওয়া শেষ করে দরজার ঠিক মুখে এসে স্থির হলো জেট। ককপিটের ভিতরে পাইলটকে দেখতে পেলেন আইভরি, বোধগম্য কারণেই ভয়ে ও বিস্ময়ে ঝুলে পড়েছে তার মুখ। প্লেনের সামনে ব্যারিকেড দিয়েছে পুলিশ।

ইঞ্জিন বন্ধ করল পাইলট। হ্যাঙ্গারে ঢুকে প্লেনটাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল পুলিশ। চিফ ইন্সপেক্টর মিক বুলি হ্যাচের দিকে এগোলেন, তাঁর পিছু নিলেন আইভরি। কয়েক সেকেন্ড পর ফিউজিলাজের দরজা খুলে গেল।

কেতাদুরস্ত ভাব-ভঙ্গি নিয়ে খোলা দরজায় উদয় হলেন সার আলবার্ট হিউম। প্লেনের ইলেকট্রনিক সিঁড়ি সাবলীল ভাবে নীচে নেমে এল। তাঁর দিকে এতগুলো অস্ত্র তাক করা রয়েছে দেখে শরীরের ভার ক্রাচের চাপিয়ে দিয়ে মাথা চুলকালেন তিনি। 'জেমস, পুলিশ কল্যাণ তহবিল-এর কি কোনও লটারি জিতেছি আমি, বিদেশে থাকার সময়?' গলা শুনে যতটা উদ্বিগ্ন তারচেয়ে অনেক বেশি বিস্মিত মনে হলো তাঁকে।

গলায় আটকানো ব্যাঙটাকে ঢোক গিলে নামাতে চেষ্টা করছেন জেমস আইভরি, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সামনে এগোলেন। 'গুড মর্নিং, সার। ঝামেলা হবার জন্যে দুঃখিত। আমাদের এখানে গ্যাস লিকের একটা ব্যাপার ঘটেছে। আপনার পাইলট কথাটা শুনে টার্মিনাল ভবনের সামনে প্লেন থামাতে রাজি হয়েছিলেন।'

'জানি। আমিই তাকে এখানে চলে আসতে বলি। এমনিতেই জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্টে দেরি হয়ে গেছে আমার। কারও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে এই হ্যাঙ্গারের জন্যে মেলা টাকা দিই আমি। আর গ্যাস লিক না কী যেন বলছ, শুনতে খুব রাবিশ লাগছে

আমার কানে।'

'সার,' সামনে এগিয়ে এসে বললেন চিফ ইন্সপেক্টর। 'আমি অনুরোধ করছি আরও আধঘণ্টা প্লেন থেকে আপনারা কেউ নামবেন না।'

ক্রাচে ভর দিয়ে দ্রুত নীচে নামবার সময় গম্ভীর হলেন সার হিউম। 'তা সম্ভব নয়। আমার একটা মেডিকেল অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।' টারমাকে পা দিলেন তিনি। 'সেটা আমি মিস করতে পারব না।'

নিজের জায়গা বদলে সার হিউমের এগোবার পথ বন্ধ করে দিলেন চিফ ইন্সপেক্টর। 'এখানে আমি এসেছি ফ্রেঞ্চ জুডিশিয়ারি পুলিশের অনুরোধে। তাদের অভিযোগ আপনি এই প্লেনে করে ফেরারি অপরাধী নিয়ে এসেছেন।'

দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত মিক বুলির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকবার পর হঠাৎ সশব্দে হেসে উঠলেন সার হিউম। 'বুঝেছি! ওই যে এক ধরনের প্রোগ্রাম আছে, লুকিয়ে রাখা মুভি ক্যামেরা দিয়ে শ্যুট করা হয়, সেরকম কিছু, তাই না? সত্যি দারুণ!'

'সার হিউম, ব্যাপারটা সিরিয়াস,' মিক বুলি দৃঢ়কণ্ঠে বলল। 'ফেঞ্চ পুলিশ আরও অভিযোগ করেছে, আপনার প্লেনে একজনকে জিম্মি করেও রাখা হয়েছে।'

সিঁড়ির মাথায়, দোরগোড়ায় হাজির হলো ম্যানসার্ভেন্ট লুই লেভাউ। 'আমি সার হিউমের এতই অনুগত যে স্বেচ্ছায় জিম্মি হয়েছি। সার আমাকে বিদায় করে দিলেও আমি বিদায় হব না। সার, আমাদের কিন্তু দেরি হয়ে যাচ্ছে।' চিবুক নেড়ে হ্যাঙ্গারের দূর প্রান্তের এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকা জাগুয়ারটা দেখাল সে। প্রকাণ্ড গাড়িটায় হোয়াইটওয়াল চাকা লাগানো, জানালায় ঝাপসা কাঁচ। 'আমি গাড়িটা নিয়ে আসি।' সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নামতে শুরু করল সে।

'সার হিউম,' গলা চড়িয়ে, কঠিন সুরে বললেন চিফ

ইন্সপেক্টর। 'আপনাদেরকে আমি যেতে দিতে পারি না। দয়া করে আপনারা প্লেনে ফিরে যান। দুজনেই। ফ্রেঞ্চ পুলিশের একটা গ্রুপ একটু পরেই এখানে ল্যান্ড করতে যাচ্ছে।'

এবার জেমস আইভরির দিকে তাকালেন হিউম। 'জেমস, ব্যাপারটা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে না? প্লেনে আমাদের সঙ্গে আর কেউ নেই। প্রতিবার যারা থাকি এবারও তারাই আছি– আমি, লুই ও পাইলট। তুমি হয়তো মধ্যস্থতা করতে পার। যাও, প্লেনে উঠে দেখে এস আমরা কাউকে লুকিয়ে রেখেছি কি না।'

আইভরি বুঝলেন, ফাঁদে পড়ে গেছেন তিনি। 'জী, সার। আপনি বললে আমি দেখে আসতে পারি।'

'না, আপনি তা পারেন না!' হুঙ্কার ছেড়ে বললেন মিক বুলি, খুব ভাল করেই জানেন ক্লায়েন্টকে হারাবার ভয়ে ফিরে এসে মিথ্যে রিপোর্ট করবেন আইভরি। 'আমি নিজে দেখব।'

মাথা নাড়লেন সার হিউম। 'না, তা আমি হতে দিতে পারি না, ইন্সপেক্টর। এটা প্রাইভেট প্রপার্টি, সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়া প্লেনে আপনি উঠতে পারবেন না। আমি আপনাকে যুক্তিসঙ্গত একটা বিকল্প অফার করছি। ইন্সপেকশনটা মিস্টার জেমস আইভরি করতে পারেন।'

'আমি রাজি নই,' সাফ জানিয়ে দিলেন চিফ ইন্সপেক্টর।

'অনেকক্ষণ ধরে আপনার গোঁয়ার্তুমি সহ্য করছি, ইন্সপেক্টর,' রেগে উঠে বললেন সার হিউম। 'আমার অ্যাপয়েন্টমেন্টটা অত্যন্ত জরুরি, তাই আমি যাচ্ছি। আমাকে আটকানো যদি একান্ত দরকার হয়, আপনি গুলি করতে পারেন।' কথা শেষ করে ক্রাচের শব্দ তুলে হাঁটা ধরলেন তিনি, তাঁর পিছু নিল লুই। ইন্সপেক্টরকে পাশ কাটিয়ে বাঁক নিল তারা, হ্যাঙ্গারের শেষ প্রান্তে দাঁড় করানো গাড়িটার দিকে যাচ্ছে।

কেন্ট পুলিশের চিফ ইন্সপেক্টর মিক বুলির মনটা তিক্ততায় ভরে

উঠল। তাঁর দৃষ্টিতে, সুবিধাভোগী শ্রেণীর লোকজন ধরাকে তো সরা জ্ঞান করেই, নিজেদেরকে তারা আইনের ঊর্ধ্বে বলেও মনে করে।

কিন্তু তা তাঁরা নন। মিক বুলি সিদ্ধান্ত নিলেন, আজ সেটাই বুঝিয়ে দেওয়া হবে সার হিউমকে। সরাসরি তাঁর পিঠের দিকে পিস্তল তাক করলেন তিনি। 'থামুন!' গর্জে উঠলেন। 'তা না হলে আমি গুলি করব।'

'কে মানা করছে, করুন,' পিছন ফিরে না তাকিয়েই বললেন হিউম, তাঁর হাঁটার গতি এতটুকু শ্লথ হলো না। 'তা হলে আমার লইয়ার ব্রেকফাস্টে বসে খুব মজা করে আপনার টেস্টিকল-ভাজা চিবিয়ে খাবে। আর সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়া আমার প্লেনে উঠলে তার ডিনারের মেন্যুতে জায়গা করে নেবে আপনার পিলেটাও।'

ক্ষমতার দাপট দেখে অভ্যস্ত মিক বুলি, প্রতিপক্ষের কথা শুনে এতটুকু বিচলিত হলেন না। এটা ঠিক যে কোনও প্রাইভেট প্লেনে চড়তে হলে সার্চ ওয়ারেন্ট দরকার হয়, কিন্তু এই নিয়ম ভেঙে তিনি যদি প্রমাণ করতে পারেন কোনও ক্রাইম সঙ্ঘটিত হয়েছে তা হলে ব্যাপারটা নিয়ে কেউ কোনও প্রশ্ন তুলবে না। সার হিউমের আচরণই বলে দিচ্ছে প্লেনে কিছু লুকিয়ে রেখেছেন তিনি।

'থামাও ওদেরকে!' নির্দেশ দিলেন ইন্সপেক্টর। 'আমি প্লেন সার্চ করব।'

তাঁর লোকজন ছুটে গিয়ে ঘিরে ফেলল সার হিউম আর লুইকে, হাতের অস্ত্র বুক ও মাথার দিকে তাক করা।

এবার ঘুরলেন সার হিউম। 'ইন্সপেক্টর, এটাই আপনাকে আমার শেষ ওয়ার্নিং। নিজের ভাল চাইলে আমার প্লেনে ওঠার কথা কল্পনাও করবেন না। উঠলে পরে পস্তাতে হবে।'

হুমকি অগ্রাহ্য করে সাইড আর্ম-এ হাত রেখে সিঁড়ি বেয়ে

উঠে গেলেন ইন্সপেক্টর। হ্যাচের কাছে পৌঁছে প্লেনের ভিতর উঁকি দিলেন তিনি। এক মুহূর্ত ইতস্তত করবার পর কেবিনে ঢুকে পড়লেন। কী ব্যাপার!

ইন্সপেক্টর দেখলেন হতভম্ব চেহারা নিয়ে পাইলট ছাড়া প্লেনে আর কেউ নেই। তারপরও ভাল করে সার্চ করলেন তিনি। নাহ্, পুরো খালি। কাউকে কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়নি।

ক্যাপটেন অকটেভ তা হলে কী মনে করে এরকম গুরুতর একটা অভিযোগ করলেন? দেখা যাচ্ছে সার হিউম প্রথম থেকেই সত্যি কথা বলছেন।

প্লেন থেকে বেরিয়ে এসে ইন্সপেক্টর বললেন, 'ওঁদেরকে যেতে দাও। আমরা ভুল খবর পেয়েছিলাম।'

'আমার লইয়ার যোগাযোগ করবে,' চোখ গরম করে মনে করিয়ে দিলেন সার হিউম। 'আর উপদেশ থাকল, ভবিষ্যতে ফ্রেঞ্চ পুলিশের কোনও কথা বিশ্বাস করবেন না।'

জাগুয়ারের দরজা খুলে অপেক্ষা করছে লুই, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ক্রাচ সহ ব্যাকসিটে উঠে বসলেন সার হিউম। ঘুরে এসে ড্রাইভিং সিটে বসল লুই, স্টার্ট দিল। এক মুহূর্ত পর পুলিশদেরকে পাশ কাটিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা।

কপালের কাছে হাত তুলে জেমস আইভরি স্যালুট করল সার হিউমকে।

'সত্যি দারুণ দেখিয়েছেন আপনি, সার,' ব্যাকসিট থেকে উচ্ছ্বাস ভরা কণ্ঠে বললেন সার হিউম। ইতোমধ্যে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এসেছে জাগুয়ার। গাড়ির ভিতর আলো খুব কম, সিট থেকে ঝুঁকে নিজের পায়ের চারপাশটা দেখবার চেষ্টা করছেন তিনি। 'আপনারা ভাল আছেন তো?'

দুর্বল ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রানা। এখনও সোফিয়া ও হাত-পা-মুখ বাঁধা পুরোহিতের পাশে গাড়ির মেঝেতে গুড়ি

মেরে পড়ে রয়েছে ও।

খালি ও নির্জন হ্যাঙ্গারে ঢুকে প্লেন যখন অলস ভঙ্গিতে ঘুরছিল, এই সময় হ্যাচ খুলে দিয়েছে লুই, সেই সঙ্গে প্লেনটাও ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। পুলিশ কনভয় ছুটে কাছে চলে আসছে, কাজেই রানা ও সোফিয়া দুর্জন মিলে পুরোহিতকে টেনে-হিঁচড়ে গ্যাংওয়ে থেকে খুব তাড়াতাড়ি নামিয়ে এনেছে, তারপর তুলে দিয়েছে জাগুয়ারের পিছনে। এরপর প্লেনটা সগর্জনে ঘুরে দাঁড়িয়েছে দরজার দিকে মুখ করে।

এই মুহূর্তে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে বসছে রানা ও সোফিয়া। সার হিউমের দুই পাশে লম্বা সিটটায় উঠে বসল ওরা। সহাস্যে মাথা ঝাঁকালেন হিউম, জানতে চাইলেন, 'অতিথিদের আমি ড্রিঙ্ক অফার করতে পারি তো?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে বার-এর কেবিনেটটা খুললেন। ছোট তিনটে গ্লাসে খানিকটা করে ব্র্যান্ডি ঢাললেন তিনি।

যে যার গ্লাসে মাত্র একটা করে চুমুক দিয়েছে, সার হিউম কাজের কথা পাড়লেন। 'তো সেই নাইট-এর সমাধি...'

এগারো

'ফ্লিট স্ট্রিটে?' সার হিউমের কথাই পুনরাবৃত্তি করল রানা, ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ফ্লিট স্ট্রিটে আবার কোথায় কার কবর আছে!

নাইটের সমাধি কোথায় পাওয়া যাবে, এ নিয়ে অনেকক্ষণ

ধরেই হেঁয়ালি করছেন সার হিউম। কবিতার অর্থ অনুসারে ছোট ক্রিপটেক্স খোলার সূত্র ওই সমাধিতে পাওয়া যাবে।

ঠোঁটে রহস্যময় হাসি নিয়ে সোফিয়ার দিকে তাকালেন হিউম। 'মাদামোয়াযেল, আপনার বন্ধুকে কবিতাটা আরেকবার পড়তে দিন, প্লিজ।'

পকেটে হাত ভরে কালো ক্রিপটেক্সটা বের করে আনল সোফিয়া। ভেড়ার চামড়া দিয়ে মোড়া ওটা।

সবার মিলিত সিদ্ধান্তেই রোযউড বক্স ও বড় ক্রিপটেক্সটা প্লেনের স্ট্রংবক্সে রেখে আসা হয়েছে, সঙ্গে আনা হয়েছে শুধু যেটা ওদের দরকার।

চামড়ার মোড়ক থেকে বের করে রানার হাতে ছোট ক্রিপটেক্সটা ধরিয়ে দিল সোফিয়া।

প্লেনে থাকতে বেশ কয়েকবারই কবিতাটা পড়েছে রানা, কিন্তু সমাধির লোকেশন সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনও ইঙ্গিত ধরতে ব্যর্থ হয়েছে ও। আরেকবার পড়ার সময় ভাবছে পেনটামেট্রিক ছন্দের ভিতর কিছু হয়তো লুকিয়ে থাকতে পারে।

In London Lies a knight a Pope interred.
His labor's fruit a Holy wrath incurred.
You seek the orb that ought be on his tomb.
It speaks of Rosy flesh and seeded womb.

পোপ একজন নাইটকে সমাহিত করেছেন লন্ডনে।
তাঁর পরিশ্রমের ফল ঐশ্বরিক অসন্তোষের কারণ হয়।
তাঁর সমাধিফলকে ছিল, এমন একটা গোলক খুঁজছ তুমি।
গোলাপি শরীর ও বীজরোপিত গর্ভের কথা বলে সেটা।

ভাষাটা মোটেও কঠিন নয়। লন্ডনে একজন নাইটকে কবর

দেওয়া হয়েছে। কোনও একটা কাজে খাটা-খাটনি করেছিলেন সেই নাইট, কাজটা চার্চ ভাল চোখে দেখেনি। থাকার কথা থাকলেও তাঁর কবরে একটা গোলক নেই। কবিতাটার শেষ লাইনে বলা হচ্ছে 'গোলাপি শরীর ও বীজরোপিত গর্ভের কথা'– পরিষ্কার মেরি ম্যাগডেলেনকে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে, যে গোলাপ যিশু খ্রিস্টের বীজ বহন করছে।

যতই সহজ হোক কবিতাটা, এটা থেকে রানা কোনও ধারণা পাচ্ছে না এই নাইট কে হতে পারেন, কিংবা কোথায় তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, সমাধিটা খুঁজে পাওয়ার পরও সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ ওরা যেটা খুঁজছে সেটা ওই সমাধিতে অনুপস্থিত। The orb that ought be on his tomb?

'কিছু পাচ্ছেন, রানা?' সকৌতুকে জানতে চাইলেন সার হিউম। 'মাদামোয়াযেল সোফিয়া?'

মাথা নাড়ল সোফিয়া।

'আমি না থাকলে আপনাদের যে কী গতি হত!' কৃত্রিম হতাশায় বিষণ্ন দেখাচ্ছে সার হিউমকে। 'বেশ, সমাধানটা জানিয়ে দিচ্ছি। ব্যাপারটা কিন্তু বেশ সোজাই। চাবি রয়েছে প্রথম লাইনেই। দয়া করে ওটা একবার পড়বেন?'

সোফিয়া পড়ল, 'In London lies a knight a Pope interred.'

'ঠিক তাই। A knight a Pope interred.' সোফিয়ার দিকে ফিরলেন তিনি। 'এটার আপনি কী অর্থ করছেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল সোফিয়া। 'একজন পোপ একজন নাইটকে কবর দেন? একজন নাইট, যার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পরিচালনা করেন একজন পোপ?'

হেসে উঠলেন হিউম। 'ওহ্, দারুণ জমে উঠেছে আমাদের ধাঁধার আসর! আপনি খুব আশাবাদী, মাদামোয়াযেল। দ্বিতীয় লাইনটার দিকে তাকানো যাক। এই নাইট অবশ্যই এমন কিছু

করেছিলেন, যার ফলে চার্চ তাঁর ওপর খেপে গিয়েছিল। আবার চিন্তা করুন। বিবেচনা করুন নাইটস্ টেম্পলার ও চার্চের মাঝখানে মোটিভ ফোর্সটা কী? A knight a Pope interred?'

রানা বলল, 'A knight a Pope killed?'

এক গাল হেসে রানার হাঁটু চাপড়ে দিলেন সার হিউম। 'ওয়েল ডান, ডিয়ার সার। A knight a Pope buried. Or killed.'

রানাকে "টেম্পলার রাউন্ড আপ" নামে কুখ্যাত একটা ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন সার হিউম। ১৩০৭ খ্রিস্টাব্দ, অশুভ ১৩ তারিখ, শুক্রবার; সেদিন পোপ ক্লেমেন্ট কয়েক শো টেম্পলারকে খুন করে মাটিতে পুঁতে ফেলেন।

'কিন্তু পোপের হাতে মারা যাওয়া নাইটদের কবর তো অসংখ্য হবার কথা, তাই না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, ঠিক তা নয়,' বললেন সার হিউম। 'অনেককেই কাঠের থামে বেঁধে পোড়ানো হয়, তারপর লাশগুলো ফেলে দেয়া হয় টাইবার নদীতে। তবে এই কবিতা *একটি* কবরের কথা বলছে। রোম নয়, লন্ডনের কোনও একটি কবর। আমরা জানি লন্ডনে অল্প কয়েকজন নাইটকে সমাহিত করা হয়,' থেমে রানার দিকে একটু ঝুঁকলেন তিনি, যেন ওর মস্তিষ্কের অন্ধকার কেটে যাওয়ার আশায় অপেক্ষা করছেন। অবশেষে ধৈর্য হারিয়ে বলে উঠলেন, 'দূর ছাই! প্রায়রির সামরিক শাখা লন্ডনে যে চার্চটা বানিয়েছিল– খোদ নাইটস্ টেম্পলাররা! টেম্পল চার্চ!'

'টেম্পল চার্চ?' চমকে উঠে জোরে শ্বাস নিল রানা। 'ওখানে বেরিয়াল চেম্বার আছে?'

'দেখে ভয় পাবেন এমন দশটা সমাধি আছে।'

টেম্পল চার্চে কখনও যায়নি রানা, তবে প্রায়রি নিয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে বহুবার এই চার্চের কথা শুনেছে ও।

'টেম্পল চার্চটা তা হলে ফ্লিট স্ট্রিটে?'

'ঠিক ফ্লিট স্ট্রিটে নয়, পরের গলি টেম্পল লেনে।' সার হিউমকে দুষ্টু কিশোরের মত লাগছে। 'সবটুকু বলে দেয়ার আগে আমি চাই আপনারা আরও একটু ঘাম ঝরান।'

'ধন্যবাদ।'

'আপনাদের দুজনের কেউ ওখানে যাননি?'

একযোগে মাথা নাড়ল ওরা।

'আমি অবাক হচ্ছি না,' বললেন সার হিউম। 'চার্চটা এখন বড় বড় দালানের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। খুব কম লোকই জানে যে ওটা ওখানে আছে। প্রাচীন, ভুতুড়ে একটা জায়গা। নির্মাণ শৈলির পুরোটাই পেইগান।'

সোফিয়া বিস্মিত। 'বলেন কি! পেইগান?'

'পেইগান এই অর্থে যে তারা সব ধর্মের জন্যে যে ধরনের গোলাকার মন্দির তৈরি করত, এটাও সেভাবে তৈরি করা হয়। সব মানুষের ঈশ্বর ওখানে বাস করেন, যে কোনও ধর্মের লোক ওখানে গিয়ে তার ঈশ্বরকে ডাকতে বা পুজো করতে পারে, এরকম একটা মন্দির। এটা চার্চই, তবে আকারে গোলাকার।' সার হিউমের ভ্রূ-জোড়া শয়তানি নাচ নাচল।

সোফিয়া বলল, 'আর কবিতার বাকি অংশ?'

হিস্টরিয়ান ভদ্রলোকের খোশ মেজাজ অদৃশ্য হলো। 'ঠিক জানি না। কঠিন ধাঁধা। দশটা সমাধিই সাবধানে পরীক্ষা করতে হবে। ভাগ্য ভাল হলে একটায় দেখব গোলক নেই।'

রানা উপলব্ধি করছে রহস্য সমাধানের কত কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। অনুপস্থিত গোলক-এর জায়গায় যদি পাসওয়ার্ডটা পাওয়া যায়, ওরা দ্বিতীয় ক্রিপটেক্সটা খুলতে পারবে। তবে ভিতরে কী পাওয়া যাবে সে-সম্পর্কে ওদের কারও কোনও ধারণা নেই।

কবিতার লাইনগুলোর উপর আরেকবার চোখ বুলাল রানা। ওগুলো প্রথম যুগের ক্রসওয়ার্ড পাযল্-এর মত। পাঁচ অক্ষরের

একটা শব্দ, যেটা গ্রেইল-এর কথা বলে? প্লেনে বসে সম্ভাব্য অনেক পাসওয়ার্ড দিয়ে দ্বিতীয় ক্রিপটেক্সটা খুলতে চেষ্টা করেছে ওরা– গ্রেইল, গ্রাল, ভিনাস, মারিয়া, জিযাস, সারা– কিন্তু বৃথাই।

'সার?' গাড়ির সামনের দিক থেকে ডাকল লুই। 'রিয়ার ভিউ মিররে চোখ রেখে ওদেরকে দেখছে সে, খোলা ডিভাইডার-এর ভিতর দিয়ে। 'আপনি বলেছিলেন ফ্লিট স্ট্রিট ব্ল্যাকফ্রায়ার ব্রিজের কাছে?'

'হ্যাঁ, ভিক্টোরিয়া এমব্যাঙ্কমেন্ট ধরে চলো।'

'দুঃখিত, সার। আমার ঠিক জানা নেই ওটা কোন্দিকে। আমরা সাধারণত শুধু হসপিটালে আসা-যাওয়া করি।'

'ও, হ্যাঁ, তাই তো।' সামনের দিকে ঝুঁকে লুইকে দিক-নির্দেশনা দিচ্ছেন সার হিউম।

এই ফাঁকে রানার দিকে ঘুরে গিয়ে নিচু গলায় সোফিয়া বলল, 'কেউ জানে না আমরা লন্ডনে।'

কথাটার তাৎপর্য ধরতে পারল রানা। কেন্ট পুলিশ ফ্রেঞ্চ পুলিশের ক্যাপটেন অকটেভকে জানাবে সার হিউমের প্লেন খালি পাওয়া গেছে, ফলে অকটেভ ধরে নেবেন ওরা এখনও ফ্রান্সেই রয়ে গেছে। *আমরা অদৃশ্য,* ভাবল ও। ব্যাপারটা ওদের হাতে প্রচুর সময় এনে দিয়েছে।

'ষণ্ড মহাশয় সহজে হার মানার পাত্র নন,' বলল সোফিয়া। 'জানতে পারলে খুশি হতাম কী করার কথা ভাবছেন তিনি।'

রানা অকটেভকে নিয়ে ভাবতে না চাইলেও, মাথা থেকে তাঁর কথা ঝেড়ে ফেলতেও পারছে না। ভদ্রলোকের আচরণ, প্রথম থেকেই, অত্যন্ত রহস্যময় ও দুর্বোধ্য। প্লটটায় তাঁর কোনও ভূমিকা থাকলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। জুডিশিয়ারি পুলিশ হোলি গ্রেইলকে নিয়ে জড়িয়ে পড়েছে, এটা কল্পনা করা কঠিন হলেও, ষড়যন্ত্রকারীদের সাহায্যকারী হিসাবে অকটেভকে বাদ দিতে পারছে না রানা। *লোকটা গোঁড়া ক্যাথোলিক, আর প্রথম*

থেকেই খুনগুলো আমার ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করছে।

'রানা, আমি দুঃখিত যে এভাবে একটা বিপদে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে আপনাকে,' বলল সোফিয়া। 'তবে আপনি আমার পাশে থাকায় সত্যিই আমি স্বস্তি বোধ করছি।'

কথাগুলো যতটা না রোমান্টিক, তারচেয়ে বেশি প্র্যাকটিকাল, তা সত্ত্বেও সুন্দরী মেয়েটির প্রতি তীব্র একটা আকর্ষণ বোধ করল রানা। ক্লান্ত হাসি দেখা দিল ওর ঠোঁটে। 'একটা ঘুম দিয়ে উঠতে পারলে আরও ভালভাবে আপনার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করা যেত।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল সোফিয়া। 'দাদু বলে গেছেন আপনাকে যেন আমি বিশ্বাস করি। খুশি লাগছে এই জন্যে যে তাঁর অন্তত একটা কথা শুনছি আমি।'

'অথচ আপনার দাদু আমাকে চিনতেন না।'

'তারপরও আমার মনে হচ্ছে, দাদু যেমন চেয়েছেন তার সবই আপনি করেছেন। কিস্টোনটা পেতে সাহায্য করেছেন আমাকে, ব্যাখ্যা করছেন স্যাংগ্রিয়াল কী, বলেছেন বেযমেন্টে ওটা ধর্মীয় আচার ছিল।' দম নিল সোফিয়া। 'বহু বছর যেটা হয়নি, আজ রাতে আমি অনুভব করছি দাদুর খুব কাছে আসতে পেরেছি।'

বারো

সাড়ে সাতটা বাজে। জাগুয়ার থেকে নেমে ইনার টেম্পল লেনে ঢুকছে রানা, সঙ্গে সার হিউম আর সোফিয়া। আঁকাবাঁকা পথ ধরে সারি সারি দালানকে পাশ কাটিয়ে এগোল ওরা, থামল এসে

টেম্পল চার্চের বাইরের ছোট উঠানটায়। কর্কশ পাথুরে কাঠামোটা ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ভিজছে, মাথার উপরের খোপগুলোয় বসে ডাকাডাকি করে বীরত্ব ফলাচ্ছে পায়রাগুলো।

লন্ডনের এই প্রাচীন ভবন সম্পূর্ণ কেইন স্টোন দিয়ে তৈরি, দেখে মোটেও উপাসনালয় বলে মনে হয় না, বরং শক্তিশালী কেল্লার মত লাগে। ১৯৪০ সালে জার্মান এয়ারফোর্সের আগুনে-বোমায় মারাত্মক ক্ষতি হয়েছিল। পরে মেরামত করে আগের চেহারা ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

'এরকম শনিবারের সকালে,' সার হিউম বললেন, 'চার্চে বাইরের লোকজন না থাকারই কথা।'

প্রবেশপথটা পাথুরে কুলঙ্গির মত, ওটার ভিতর দিকে কাঠের একটা দরজা দেখা যাচ্ছে। দরজার বাম দিকে, এখানে একেবারেই বেমানান, একটা বুলেটিন বোর্ড ঝুলছে; তাতে নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময়সূচি লেখা কাগজ সাঁটা।

সেটা পড়ে রানা বলল, 'দর্শকদের জন্যে চার্চ খোলা হবে আরও দু'ঘণ্টা পর।' সরে এসে দরজাটা খোলার চেষ্টা করল ও। কাজ হলো না। কবাটে কান ঠেকিয়ে শুনল। কয়েক সেকেন্ড পর এক পা পিছিয়ে এল, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বুলেটিন বোর্ডের দিকে। ওর চোখ দেখে বোঝা গেল একটা আইডিয়া নিয়ে ভাবছে। 'সার্ভিস শেডিউলটা একবার পড়ে দেখুন তো, সোফিয়া, চলতি হপ্তায় কার সভাপতিত্ব করার কথা?'

চার্চের ভিতরটা পরিষ্কার করার কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে কিশোর ছেলেটা, এই সময় নক হলো দরজায়। শুনেও না শোনার ভান করল সে। ফাদার হেনরি শেরম্যান-এর কাছে চাবি আছে, তা ছাড়া তাঁর আসতে এখনও দু'ঘণ্টা বাকি। নিশ্চয়ই কোনও কৌতূহলী ট্যুরিস্ট, কিংবা ফকির-মিসকিন ধরনের কেউ হবে।

নক হচ্ছেই।

আশ্চর্য তো! পড়তে পারে না? দরজার পাশে পরিষ্কার লেখা আছে শনিবারে সাড়ে ন'টার আগে চার্চ খোলে না।

এখন আর নক হচ্ছে না, তার বদলে কেউ যেন ঘুসি মারছে কবাটে।

বাধ্য হয়েই ভ্যাকিউম ক্লিনারের সুইচ অফ করে দরজা খুলতে হলো ছেলেটাকে। প্রবেশপথে তিনজন মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। ট্যুরিস্ট, ভাবল সে। বলল, 'আমরা সাড়ে ন'টায় খুলি।'

সুদর্শন এক তরুণ এগিয়ে এল। অত্যন্ত স্মার্ট লাগছে তাকে দেখতে। 'আমি সার আলবার্ট হিউম,' বলল সে, শ্বেতাঙ্গ না হলেও বাচনভঙ্গি ঠিক অভিজাত শ্রেণীর শিক্ষিত মানুষের মত। 'নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে যে আমি চতুর্থ ওয়ারেন হেস্টিংস এবং তাঁর একমাত্র কন্যাকে এসকর্ট করছি।' একপাশে সরে দাঁড়াল সে, একটা হাত প্রসারিত করে ক্রাচসহ এক প্রৌঢ় ও এক তরুণীকে দেখাল।

তরুণীকে সুন্দর লাগল ছেলেটির। প্রৌঢ় ভদ্রলোককে বেশ অভিজাত লাগছে, একটু যেন চেনা চেনা বলেও মনে হলো তার।

কিশোর কাজের ছেলে ঠিক বুঝতে পারছে না কীভাবে সাড়া দেবে সে। সার ওয়ারেন হেস্টিংস টেম্পল চার্চের সবচেয়ে বিখ্যাত পৃষ্টপোষক, গ্রেট ফায়ার চার্চের যে ক্ষতি করেছিল তা মেরামত করা হয় তাঁর দেওয়া টাকাতে। তিনি অবশ্য আঠারো শতকের শুরুর দিকে মারা গেছেন। 'ইয়ে... আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি,' বলল সে।

তরুণ সার হিউম বলল, 'ভাগ্য ভাল যে তুমি সেলস-এ নেই, ইয়াং ম্যান, মুখে যা বলো বিশ্বাস করাতে পার না। ফাদার লংফোর্ড কোথায়?'

'আজ শনিবার। আরও পরে আসবেন তিনি।'

তরুণ সার মুখ বেজার করল। 'এই হলো কৃতজ্ঞতার নমুনা।

আমাদেরকে তিনি কথা দিলেন এখানে থাকবেন, অথচ দেখা নেই। কী আর করা, তাঁকে ছাড়াই কাজ চালিয়ে নিতে হবে। খুব বেশি সময় লাগবে না।'

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পথ আগলে রেখেছে ছেলেটা। 'দুঃখিত, কীসে খুব বেশি সময় লাগবে না?'

স্মার্ট তরুণের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। সামনের দিকে ঝুঁকে এমন ভঙ্গিতে ফিসফিস করল, যেন সবাইকে বিব্রত হওয়া থেকে বাঁচাতে চাইছে। 'ইয়াং ম্যান, বোঝাই যাচ্ছে যে এখানে তুমি নতুন। প্রতি বছর সার ওয়ারেন হেস্টিংস-এর বংশধররা তাঁর এক মুঠো দেহভস্ম চার্চের ভেতরে ছড়াবার জন্যে নিয়ে আসেন। এটার কথা তাঁর সর্বশেষ উইল ও টেস্টামেন্টে বলা আছে। হাজারটা ঝক্কি-ঝামেলা সহ্য করে কেউ এখানে আসতে চান না, কিন্তু আমাদের কিছু করার আছে?'

দু'বছর হলো এখানে আছে ছেলেটা, কিন্তু এ-প্রসঙ্গে কিছুই শোনেনি সে। 'ভাল হয় আপনারা যদি সাড়ে ন'টা পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। চার্চ এখনও খোলেনি, আর আমার ধোওয়া-মোছার কাজও শেষ হয়নি।'

স্মার্ট তরুণ রেগে গেল। 'ইয়াং ম্যান, তোমার ধোয়া-মোছার কাজ তুমি কোথায় করতে, যদি এই দালানটাই না থাকত?' জিজ্ঞেস করল সে। 'যাঁর কল্যাণে এই দালান আজও দাঁড়িয়ে আছে তিনি এই মুহূর্তে ওই ভদ্রমহিলার পকেটে।'

'ঠিক বুঝলাম না, সার?'

'মিস হেস্টিংস,' তরুণ বলল, 'আপনি কি দয়া করে এই বেয়াড়া ছোকরাকে ছাই ভরা বাক্সটা দেখাবেন?'

তরুণী এক মুহূর্ত ইতস্তত করল, তারপর যেন একটা ঘোর থেকে বেরিয়ে এসে সোয়েটারের পকেটে হাত ভরল। পকেট থেকে বেরুল পুরানো চামড়ায় মোড়া ছোট একটা সিলিন্ডার।

'ওই যে, দেখছ তো?' ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করল তরুণ।

'এখন হয় তুমি তাঁর শেষ ইচ্ছেটা পূরণ করতে দাও, বেদির চারপাশে ছাইটুকু ছড়িয়ে দিয়ে আসি আমরা, তা না হলে তোমার গোঁয়ার্তুমি সম্পর্কে ফাদার লংফোর্ডের কাছে অভিযোগ করতে বাধ্য হব আমি।'

ফাদারের মেজাজকে ভয় পায় ছেলেটা, জানে ঐতিহ্যের ভক্ত তিনি। একটু ছাই ছড়াতে কতক্ষণই বা লাগবে, ভাবল সে, তারপর এক পাশে সরে দাঁড়াল। তবে লক্ষ করল সার হেস্টিংস আর তাঁর কন্যাকে কেমন যেন বিস্মিত দেখাচ্ছে। খুঁতখুঁতে একটা ভাব নিয়ে সিদ্ধান্ত নিল সে, এদের উপর একটা চোখ রাখতে হবে।

চার্চের আরও ভিতরে ঢোকার সময় সার হিউম চাপা গলায় হাসলেন। 'মিস্টার রানা,' নিচু গলায় বললেন তিনি, 'আপনি চমৎকার মিথ্যে বলেন।'

রানার চোখের তারা ঝিক করে উঠল। বলল, 'আপনিও কম যান না!'

চার্চ সংলগ্ন চৌকো একটা অংশের দিকে এগোচ্ছে তিনজনের দলটা, এক সারি খিলান দিয়ে সাজানো, চলে গেছে মূল চার্চের ভিতর দিকে। চারপাশের খালি খালি ভাব দেখে বিস্মিত হলেন হিউম। খ্রিশ্চিয়ান চ্যাপেলে যেমন দেখা যায়, অল্টার লেআউট সেরকম সরু ও লম্বাটে। ফার্নিচারগুলো কর্কশ ও সাদামাটা, ঐতিহ্য অনুসারে কোথাও কোনও কারুকাজ দেখা যাচ্ছে না।

'ভেতরটাও কেল্লার মত,' বিড়বিড় করল সোফিয়া।

'নাইটস্ টেম্পলাররা যোদ্ধা ছিল,' মনে করিয়ে দেওয়ার সুরে বললেন সার হিউম, বদ্ধ জায়গার ভিতর তাঁর ক্রাচের শব্দ প্রতিধ্বনি তুলছে। 'রিলিজিয়ো-মিলিটারি সোসাইটি। চার্চেই ছিল তাদের কেল্লা ও ব্যাঙ্ক।'

সার হিউমের দিকে ফিরে সোফিয়া জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাঙ্ক?'

'হ্যাঁ, ব্যাঙ্ক। আধুনিক ব্যাঙ্কিং-এর ধারণা তো টেম্পলারদের কাছ থেকে পেয়েছি আমরা। সে-সময় ইউরোপিয়ান রাজপরিবার ও অভিজাত শ্রেণীর জন্যে সোনা নিয়ে ভ্রমণ বিপজ্জনক ছিল, তাই টেম্পলাররা একটা নিয়ম চালু করে– কাছাকাছি টেম্পল চার্চে সোনা জমা রাখলে ইউরোপের অন্য যে-কোনও টেম্পল চার্চ থেকে তা ফেরত নেয়া যাবে, শুধু প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র দেখালেই হবে, আর দিতে হবে কিছু কমিশন।'

'চমৎকার,' বলল সোফিয়া।

কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে একবার তাকালেন সার হিউম, দেখলেন খানিকটা দূরে ভাকিউম ক্লিনার দিয়ে মেঝে পরিষ্কার করছে ছেলেটা। গলা খাদে নামিয়ে তিনি বললেন, 'জানেন, শোনা যায়, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গোপনে সরিয়ে নেবার সময় হোলি গ্রেইলকে নাকি এক রাতের জন্যে এই চার্চে রাখা হয়েছিল। কল্পনা করতে পারেন, চারটে ট্রাঙ্ক ভর্তি দলিল-দস্তাবেজ ঠিক এই জায়গায় ছিল, মেরি ম্যাগডেলেন-এর সারকোফ্যাগাস সহ? আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।'

চৌকো চেম্বারে ঢোকার সময় ম্লান পাথুরে বাঁকগুলোয় আটকে যাচ্ছে রানার চোখ, চারদিকে শুধু ভয়ঙ্করদর্শন গারগয়েল, রাক্ষস, দানব ও যন্ত্রণাকাতর মানুষের খোদাই করা মুখ দেখা যাচ্ছে। খোদাই-এর নীচে নিঃসঙ্গ একটা পাথরের আসন, দেয়াল ঘেঁষে চেম্বারটাকে বৃত্তাকারে ঘিরে রেখেছে।

ক্রাচ তুলে কামরার বাম দিকটা দেখালেন সার হিউম, তারপর ডান দিকটা। রানা অবশ্য ওগুলো আগেই দেখেছে।

দশটা পাথুরে নাইট। পাঁচটা বাম দিকে, পাঁচটা ডানদিকে।

চিৎ হয়ে, শান্ত ভঙ্গিতে মেঝেতে শুয়ে রয়েছে পূর্ণদৈর্ঘ্য মূর্তিগুলো। নাইটদের খোদাই করা হয়েছে ঢাল, বর্ম, তলোয়ার সহ।

সন্দেহ নেই, ঠিক জায়গাতেই পৌঁছেছে ওরা।

টেম্পল চার্চের কাছাকাছি আবর্জনা ভর্তি একটা গলিতে, একসারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডাস্টবিনের পিছনে জাগুয়ার লিমাযিনটা দাঁড় করাল লুই লেভাউ। ইঞ্জিন বন্ধ করে চারদিকটা একবার ভাল করে দেখে নিল সে। কেউ কোথাও নেই। নীচে নেমে পিছন দিকে চলে এল লুই, তারপর গাড়ির মেইন কেবিনে ঢুকল, যেখানে পড়ে রয়েছে সাদা পুরোহিত।

লুইয়ের উপস্থিতি টের পেয়ে ধ্যানমগ্ন একটা ভাব থেকে সংবিৎ ফিরে পেল পুরোহিত, তার লাল চোখে ভয়ের চেয়ে কৌতূহলের মাত্রাই যেন বেশি। প্রায় সারাটা রাত দম মেরে পড়ে থাকা এই লোকের ধৈর্যধারণের ক্ষমতা দেখে বিস্মিত হয়েছে লুই। সামান্য একটু ধস্তাধস্তি করবার পর বৈরী পরিস্থিতিটা মেনে নিয়েছে লোকটা, নিজের নিয়তি তুলে দিয়েছে পরম শক্তির হাতে।

বো টাই আলগা করে কলারের বোতাম খুলল লুই, অনুভব করল যেন কয়েক বছর পর স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করছে। গাড়ির বার-এ চলে এসে একটা গ্লাসে খানিকটা ভদকা ঢালল সে। এক চুমুকে গ্লাসটা খালি করে আবার খানিকটা ঢালল।

আরাম-আয়েশে গা ভাসাবার দিন আসছে, ভাবল লুই।

বার-এ তল্লাশি চালিয়ে একটা ওয়াইন-ওপেনার খুঁজে নিল লুই, তারপর বোতামে চাপ দিয়ে ধারাল ফলাটা বের করল। ওয়াইন বটলের কর্ক থেকে লিড ফয়েল কাটার জন্য ব্যবহার করা হয় এই ছুরি।

ঘুরে লেবরানের দিকে ফিরল লুই, চকচকে ব্লেডটা উঁচু করে ধরেছে।

এবার লাল চোখ দুটোয় ভয়ের চিহ্ন ফুটল।

হাসল লুই, সরে এল গাড়ির পিছনদিকে। টান পড়ল পুরোহিতের পেশিতে, হাত ও পায়ের বাঁধন আলগা করবার জন্য

শরীরটা মোচড়াচ্ছে।

'স্থির হও,' ফিসফিস করল লুই, উঁচু করল ছুরিটা।

ছুরিটা নেমে আসছে দেখে চোখ বুজল লেবরান।

ঘাড়ের পিছনে তীব্র ব্যথা লাগল। গুঙিয়ে উঠল সে, বিশ্বাসই করতে পারছে না একটা গাড়ির পিছনে মারা যাচ্ছে। *কী আশ্চর্য, আমি না ঈশ্বরের কাজে আছি! লালিক না বলেছেন আমাকে তিনি রক্ষা করবেন!*

কল্পনার চোখে ঘাড় থেকে রক্ত গড়াতে দেখছে লেবরান। ব্যথাটা এখন উরুতে অনুভব করছে সে। তারপর প্রচণ্ড কামড়ের মত সেই ব্যথা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল সারা শরীরে। চোখের পাতা আরও জোরে চেপে রাখল, জীবনের শেষ ছবিটা তার নিজের খুনির যেন না হয়। তার বদলে বিশপ বেলমন্ডকে কল্পনা করল সে, স্পেনে একটা ছোট চার্চের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন... যে চার্চ তারা দুজন নিজের হাতে তৈরি করেছে। *সেটা ছিল আমার জীবনের শুরু।*

লেবরানের মনে হলো তার সারা শরীরে আগুন ধরে গেছে।

'এটা এক ঢোক খাও,' ফিসফিসে একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল লেবরান, ভাষাটা ফ্রেঞ্চ। 'রক্ত চলাচলে কাজে লাগবে।'

চমকে উঠে চোখ খুলল লেবরান। ঝাপসা একটা মূর্তি ঝুঁকে রয়েছে তার উপর, হাতের পানীয় ভর্তি গ্লাসটা বাড়িয়ে ধরা। মেঝেতে রশি ও টেপ-এর একটা স্তূপ পড়ে রয়েছে, রক্তবিহীন ছুরিটার পাশে।

'এটুকু খেয়ে নাও,' আবার বলল লোকটা। 'ব্যথা পাচ্ছ পেশিতে রক্ত চলাচল শুরু হওয়ায়।'

গ্লাসটা নিয়ে ভদকাটুকু খেল লেবরান, কৃতজ্ঞ বোধ করল সে। ভাগ্য তাকে আজ রাতে কম ভোগায়নি, তবে জাদুর একটা মাত্র খেলা দেখিয়ে তার সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন ঈশ্বর।

তিনি আমাকে ভুলে যাননি।

লেবরান জানে বিশপ এই ব্যাপারটাকে কী বলবেন– স্বর্গীয় হস্তক্ষেপ।

'আমি তোমাকে আগেই মুক্ত করতে চেয়েছিলাম,' ক্ষমা-প্রার্থনার সুরে বলল চাকরটা। 'কিন্তু সুযোগ পাইনি। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পারছ, তাই না, লেবরান?'

চমকে উঠল লেবরান। 'তুমি আমার নাম জানো?'

চাকরটা হাসল।

উঠে বসল লেবরান, আড়ষ্ট পেশি ডলছে, চোখে খানিকটা দিশেহারা ভাব। 'আ-আ-প-নি লা-লাকি নন তো?'

মাথা নাড়ল লুই, তারপর হেসে উঠল। 'খুশি হতাম অত বড় কেউ হতে পারলে। না। আমি লালিক নই। তোমার মতই, আমিও তাঁর একজন সেবক। তবে লালিক তোমার খুব প্রশংসা করেন। আমি লুই।'

লেবরান বিমূঢ়। 'ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তুমি যদি লালিকের হয়ে কাজ করো, মাসুদ রানা তা হলে কিস্টোনটা তোমার বাড়িতে নিয়ে আসবে কেন?'

'আমার বাড়ি কোথায় দেখলে তুমি? ওটা দুনিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রেইল হিস্টরিয়ান সার আলবার্ট হিউমের বাড়ি।'

'কিন্তু ওখানেই তুমি বাস করো। ব্যাপারটা...'

হাসল লুই। সার হিউমের বাড়িতে রানার আশ্রয় খুঁজে নেওয়াটা যত বড় কাকতালীয় ব্যাপারই হোক, সে অবাক হচ্ছে না। 'ব্যাপারটা আনপ্রেডিক্টেবল নয়। কিস্টোনটা মাসুদ রানার হাতে চলে আসার পর তাঁর একটা নিরাপদ আশ্রয় দরকার ছিল। সার আলবার্ট হিউমের বাড়ি ছাড়া আর কোনও যুক্তিসঙ্গত জায়গা ছিল যেখানে তিনি যেতে পারতেন? ঘটনাচক্রে ওখানে আমি ছিলাম বলেই লালিক আমাকে সহযোগিতা করার প্রস্তাব দিতে পেরেছেন।' দম নিল সে। 'ভেবে দেখো না, গ্রেইল সম্পর্কে এত

কিছু লালিক জানলেন কোত্থেকে?'

এতক্ষণে সব পরিষ্কার হলো লেবরানের কাছে। লালিক একজন চাকরকে নিয়োগ দেন, সার হিউমের সমস্ত রিসার্চ সম্পর্কে জানার সুযোগ আছে যার। ভারি চমৎকার একটা প্ল্যান।

'তোমাকে আমার অনেক কথা বলার আছে,' বলল লুই, লেবরানের হাতে একটা পিস্তল ধরিয়ে দিল। খোলা পার্টিশনের ভিতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে গ্লাভ বক্স থেকে আরও একটা পিস্তল টেনে নিল সে। 'তবে তার আগে চলো, জরুরি একটা কাজ সেরে নিই।'

ট্র্যান্সপোর্ট প্লেন থেকে বিগিন হিল এয়ারপোর্টে নামলেন ক্যাপটেন ভিগো অকটেভ। সার হিউমের হ্যাঙ্গারে কী ঘটেছে তার বর্ণনা দিচ্ছেন কেন্ট পুলিশের চিফ ইন্সপেক্টর, চোখে-মুখে রাজ্যের অবিশ্বাস নিয়ে সেটা শুনছেন তিনি।

'আমি নিজে প্লেনটা সার্চ করেছি,' বললেন ইন্সপেক্টর। 'কিন্তু ভেতরে কেউ ছিল না।' তাঁর কণ্ঠস্বরে হঠাৎ গর্ব প্রকাশ পেল, 'এবং আপনাকে এ-ও বলে রাখছি যে সার হিউম যদি আমার নামে কেস করেন, আমি...'

'আপনি পাইলটকে জেরা করেছেন?'

'তা কেন করতে যাব। তিনি ফ্রেঞ্চ, আর আমাদের ক্ষমতা...'

'প্লেনটার কাছে নিয়ে চলুন আমাকে।'

হ্যাঙ্গারে পৌঁছাবার পর ক্যাপটেন অকটেভের মাত্র ষাট সেকেন্ড সময় লাগল লিমাযিন জাগুয়ার যেখানে দাঁড় করানো ছিল তার কাছাকাছি মেঝেতে লেগে থাকা খানিকটা রক্ত আবিষ্কার করতে।

প্লেনের দিকে হেঁটে এসে ফিউজিলাজে চাপড় মারলেন অকটেভ। 'ফ্রেঞ্চ জুডিশিয়ারি পুলিশের ক্যাপটেন বলছি,' হুঙ্কার ছাড়লেন তিনি। 'দরজা খুলুন!'

আতঙ্কিত পাইলট হ্যাচ খুলে সিঁড়ি নামাল।

ধাপ বেয়ে উঠলেন অকটেভ। তিন মিনিট পর, সাইডআর্ম-এর সহায়তায়, পূর্ণ স্বীকারোক্তি আদায় করলেন তিনি, হাত-পা বাঁধা দুধসাদা পুরোহিতের দৈহিক বর্ণনা সহ। উপরি পাওনা হিসেবে আরও জানতে পারলেন যাওয়ার সময় মসিয়ে মাসুদ রানা আর মাদামোয়াযেল সোফিয়া সার হিউমের সেফ-এ একটা জিনিস রেখে গেছেন– কাঠের এক ধরনের বাক্স। বাক্সটায় কী ছিল তা জানে না বললেও, পাইলট স্বীকার করল লন্ডন ফ্লাইটের পুরোটা সময় ওটা নিয়েই মসিয়ো রানা সময় কাটিয়েছেন।

'সেফটা খোলো,' নির্দেশ দিলেন অকটেভ।

পাইলটকে হতচকিত দেখাল। 'আমি কমবিনেশন জানব কোত্থেকে?'

'তা হলে তো খুব খারাপ হলো। আমি ভাবছিলাম লাইসেন্সটা বোধহয় তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে হবে না।'

হাত কচলাতে শুরু করল পাইলট। 'এখানকার মেইন্টেন্যান্স কর্মীদের চিনি আমি। তারা হয়তো ওটা ড্রিল করতে পারবে?'

'আধ ঘণ্টা সময় পেলে তুমি।'

প্লেনের পিছন দিকে চলে এসে এক ঢোক ব্র্যান্ডি খেয়ে সিটে আধশোয়া হলেন অকটেভ। চোখ বুজে চিন্তা করছেন আসলে কী ঘটছে। কেন্ট পুলিশের ব্যর্থতা তাঁর অনেক ক্ষতি করে দিল। সবাই এখন একটা কালো জাগুয়ার লিমাযিনকে খুঁজবে।

এই সময় তাঁর ফোনটা বেজে উঠল। 'হ্যালো?'

'আমি লন্ডনের পথে রয়েছি।' ফোন করেছেন বিশপ মার্সেল বেলমন্ড। 'ঘণ্টাখানেকে মধ্যে পৌঁছাব।'

সিটে উঠে বসলেন অকটেভ। 'আমার ধারণা ছিল আপনি প্যারিসে যাচ্ছেন।'

'আমি খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি, প্ল্যান বদল না করে পারলাম না।'

'তা না বদলালেও পারতেন।'

'লেবরানকে পেয়েছেন আপনি?'

'না। আমি ল্যান্ড করার আগেই স্থানীয় পুলিশকে বোকা বানিয়ে কেটে পড়েছে প্রতিপক্ষ, লেবরানকেও নিয়ে গেছে তারা।'

বিশপ বেলমন্ড হঠাৎ রেগে উঠলেন। 'আপনি না আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন যে প্লেনটা থামাবার ব্যবস্থা করেছেন?'

গলার আওয়াজ নিচু করে অকটেভ বললেন, 'বিশপ, আপনাকে আমি আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে নিষেধ করছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লেবরান সহ বাকিদের খুঁজে বের করব আমি। আপনি নামছেন কোথায়?'

'এক মিনিট,' বলে রিসিভারে হাত চাপা দিলেন বিশপ বেলমন্ড, একটু পর আবার তাঁর গলা ভেসে এল। 'পাইলট হিথরো-য় নামার অনুমতি পাওয়া যায় কি না দেখছে। আমিই তার একমাত্র প্যাসেঞ্জার, তবে আমাদের রিডাইরেক্ট ফ্লাইট-এর শেডিউল নেই।'

'পাইলটকে কেন্ট-এর বিগিন হিল এক্সিকিউটিভ এয়ারপোর্টে আসতে বলুন। ল্যান্ডিং-এর অনুমতি পাওয়া যাবে। আপনি ল্যান্ড করার সময় এখানে আমি না থাকলেও, আপনার জন্যে একটা গাড়ি অপেক্ষা করবে।'

'ধন্যবাদ।'

'প্রথমবার কথা বলার সময় যা বলেছিলাম, সেটা আরেকবার আপনাকে মনে করিয়ে দিই– সমস্ত কিছু হারাবার বিপদে একা শুধু আপনি পড়েননি।'

তেরো

টেম্পল চার্চে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা প্রতিটি খোদাই করা নাইট একটা করে চৌকো পাথুরে বালিশ মাথায় দিয়ে আছেন। গা শিরশির করে উঠল সোফিয়ার। কবিতায় লেখা ওর্ব্ শব্দটা দাদুর সেই বেযমেন্টে দেখা ভয়াবহ দৃশ্যটার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে তাকে।

হাইরস গ্যামোস। ওর্ব্– গোলক।

সোফিয়ার মনে প্রশ্ন জাগল, দাদুর বেযমেন্টে দেখা সেই ধর্মীয় আচার এখানেও অনুষ্ঠিত হয়েছে কি না। আকারে বেশ বড় জায়গাটা, পেইগানদের যে-কোনও অনুষ্ঠানের জন্য উপযোগী। এ-সব চিন্তা মাথা থেকে বের করে দিয়ে রানা ও সার হিউমের সঙ্গে নাইটদের প্রথম গ্রুপটার দিকে এগোল সে।

সবার আগে পৌঁছে নাইটদের প্রথম গ্রুপটাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে সোফিয়া। সবাই চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলেও, তিনজনের পা সোজাভাবে লম্বা করা, বাকি দুজন পায়ের উপর পা তুলে আছেন। অনুপস্থিত গোলক-এর সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক আছে বলে মনে হলো না।

সোফিয়া আরও লক্ষ করল দুজন নাইট বর্মর উপর টিউনিক পরেছেন, বাকিরা পরেছেন গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা আলখেল্লা। এখানেও ধাঁধার কোনও সমাধান পাওয়া যাচ্ছে না।

এরপর আরেকটা চোখে পড়বার মত অমিলের উপর নজর

দিল সোফিয়া, নাইটদের হাতগুলোর পজিশন। দুজন নাইট তলোয়ার ধরে আছেন, দুজন প্রার্থনা করছেন, বাকি একজনের হাত শরীরের পাশে লম্বা করা। অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সোফিয়া, কোথাও একটা গোলকের লক্ষ্যযোগ্য অনুপস্থিতি চোখে পড়ল না।

সোয়েটারের পকেটে থাকা ক্রিপটেক্সটার ওজন অনুভব করল সোফিয়া, সেই সঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে রানা ও সার হিউমের দিকে তাকাল। ওরাও কিছু দেখতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। ওদেরকে পিছনে রেখে নাইটদের দ্বিতীয় গ্রুপের দিকে এগোল সে।

ফাঁকা মেঝেটা পেরুচ্ছে, মুখস্থ হয়ে যাওয়া কবিতাটা নিচু গলায় আবৃত্তি করছে সোফিয়া।

সোফিয়া দেখল, নাইটদের দ্বিতীয় গ্রুপটা প্রথমটার মতই। আলাদা আলাদা শারীরিক ভঙ্গিমায় শুয়ে আছেন তাঁরা, গায়ে বর্ম ও হাতে তলোয়ার।

তবে দশম ও শেষ সমাধিটা বাদে।

দ্রুত সেদিকে এগিয়ে গিয়ে ভাল করে তাকাল সোফিয়া।

এখানে না কোনও বালিশ আছে, না কোনও বর্ম আছে, না আছে কোনও তলোয়ার, নেই কোনও টিউনিক বা আলখেল্লাও।

'রানা? সার হিউম?' গলা চড়িয়ে ডাকল সোফিয়া, চেম্বারের চারদিক থেকে প্রতিধ্বনি তুলল তার কণ্ঠস্বর। 'এদিকে অনেক কিছুই অনুপস্থিত দেখছি আমি!'

দুজনেই মুখ তুলে তাকাল, তারপর দ্রুত পায়ে এগোল তার দিকে।

'গোলক?' উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলেন হিউম, তাঁর ক্রাচের আওয়াজ যেন অসংখ্য সিরিজ বোমা ফাটাচ্ছে। 'কোথাও একটা গোলক নেই?'

'ঠিক তা নয়,' বলল সোফিয়া, ভ্রূ কুঁচকে দশম সমাধির দিকে

তাকিয়ে রয়েছে। 'এখানে আমরা কোনও নাইটকেই দেখছি না।'

তার পাশে পৌঁছে রানা ও সার হিউম দশম সমাধির দিকে তাকাল। খোলা জায়গায় শুয়ে থাকা নাইটের বদলে এই সমাধির উপর সিল করা একটা পাথরের বাক্স দেখা যাচ্ছে। বাক্সটার পায়াগুলো সমান নয়, ছোট-বড়: নীচের দিকটা সরু, উপরের দিকটা ক্রমশ চওড়া। চূড়া আকৃতির ঢাকনি।

রানা প্রশ্ন করল, 'এই নাইটকে দেখা যাচ্ছে না কেন?'

'ভারি অদ্ভুত একটা ব্যাপার,' বললেন সার হিউম, চিবুকে হালকা ঘুসি মারছেন। 'এই অসঙ্গতির কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম, অনেকদিন পর এলাম কিনা।'

সোফিয়া বলল, 'দেখে মনে হচ্ছে বাকি সমাধিগুলোর মত একই ভাস্করকে দিয়ে, একই সময়ে খোদাই করা হয়েছে এই কফিনটাও। তা হলে এই নাইট বাক্সে কেন? কেন বাকি সবার মত খোলা জায়গায় নন?'

'এটা এই চার্চের অনেক রহস্যের একটা।' মাথা নাড়ছেন সার হিউম। 'আমার জানামতে, এটার কোনও ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারেনি।'

'এই যে!' কিশোর কাজের ছেলেটা বলল, চোখে-মুখে নার্ভাস ভাব নিয়ে ওদের দিকে হেঁটে আসছে। 'আমার ভুল হলে মাফ করবেন। আপনারা বলেছিলেন ছাই ছড়াবেন, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে বিনা কাজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।'

তার দিকে ভ্রূ কুঁচকে একবার তাকাল রানা, তারপর সার হিউমের দিকে ফিরল। 'মিস্টার হেস্টিংস, আপনার পারিবারিক মর্যাদা আগের মত আর সময় পেতে সাহায্য করে না, কাজেই এবার ছাইটুকু বের করে কাজটা সেরে ফেললেই পারি বোধহয়।' সোফিয়ার দিকে ফিরল রানা। 'মিস হেস্টিংস?'

রানার সঙ্গে তাল মেলাল সোফিয়া, চামড়ায় মোড়া ক্রিপটেক্সটা পকেট থেকে বের করল।

'এবার যদি তুমি,' কঠিন সুরে ছেলেটাকে বললেন সার হিউম, 'সরে গিয়ে একটু প্রাইভেসির ব্যবস্থা করো।'

কাজের ছেলে নড়ল না। রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে সে। 'আপনাকে চেনা চেনা লাগছে।'

গম্ভীর হলেন সার হিউম। 'তার কারণ প্রতি বছর উনিই তো আমাদেরকে এসকর্ট করে নিয়ে আসেন এখানে।'

'মিস্টার হেস্টিংসের সঙ্গে আমার কখনও দেখা হয়নি,' বলল ছেলেটা।

'তোমার ভুল হচ্ছে,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'আমার মনে পড়ছে, গত বছর আমাদের দেখা হয়েছে। ফাদার লংফোর্ড আমাদের পরিচয় করিয়ে দেননি, তবে তোমার চেহারাটা পরিষ্কার মনে আছে আমার। যাই হোক, আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি তো, একটু যদি সময় দিতে তা হলে নিরিবিলিতে এই সমাধিগুলোর ওপর ছাইটুকু ছড়িয়ে...'

কাজের ছেলের চোখে-মুখে সন্দেহের ছায়া আরও গাঢ় হলো। 'এগুলো সমাধি নয়।'

ঢোক গিলল রানা। 'কী বললে?'

'অবশ্যই ওগুলো সমাধি,' জোর দিয়ে বললেন সার হিউম। 'ঠিক কী বলতে চাইছ তুমি?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে ছেলেটা। 'সমাধিতে লাশ থাকে। এগুলো ডামি, আসল ব্যক্তিদের সম্মান দেখাবার জন্যে। মূর্তিগুলোর নীচে কোনও লাশ নেই।'

'অবশ্যই এটা একটা বেরিয়াল চেম্বার!' সার হিউম বললেন।

'শুধু বাতিল ইতিহাসের পাতায় এ-কথা পাবেন,' বলল ছেলেটা। 'বেরিয়াল চেম্বার বলে মনে করা হত ঠিকই, কিন্তু ১৯৫০ সালে মেরামত করার সময় পরিষ্কার হয়ে যায় এখানে কোনও লাশ নেই।' রানার দিকে ফিরল ছেলেটা। 'মিস্টার ওয়ারেন হেস্টিংসের সেটা অবশ্যই জানার কথা, কারণ তাঁর

পরিবারই এই ব্যাপারটা আবিষ্কার করেন।'

অস্বস্তিকর একটা নীরবতা নেমে এল চার্চের ভিতরে।

সেই নীরবতা ভাঙল চার্চের বাড়তি অংশে দড়াম করে একটা দরজা বন্ধ হওয়ায়।

'নিশ্চয়ই ফাদার লংফোর্ড এসেছেন,' বললেন সার হিউম। 'তোমার বোধহয় গিয়ে দেখা দরকার।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘুরে চলে গেল ছেলেটা। ওরা তিনজন থমথমে চেহারা নিয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে।

'মিস্টার হিউম,' ফিসফিস করল রানা। 'লাশ নেই মানে? কী বলছে ও?'

'কী জানি।' দ্বিধাগ্রস্ত দেখাচ্ছে হিউমকে। 'আমার তো সব সময় মনে হয়েছে... নাহ্, ঠিক জায়গাতেই এসেছি আমরা। ও বোধহয় না জেনে বলছে...'

রানা বলল, 'কবিতাটা আরেকবার দেখতে পারি?'

পকেট থেকে ক্রিপটেক্সটা বের করে রানার হাতে ধরিয়ে দিল সোফিয়া।

চামড়ার মোড়ক সরিয়ে ক্রিপটেক্সটা হাতে রেখে কবিতাটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল রানা। 'হ্যাঁ, এতে একটা সমাধির কথা বলা হয়েছে। কোনও ডামির কথা বলা হয়নি।'

সার হিউম জানতে চাইলেন, 'কবিতাটা ভুল হতে পারে? এমন হতে পারে আমি যে ভুল করেছি, সেই একই ভুল করেছেন ল্যাক বেসনও?'

খানিক চিন্তা করে রানা বলল, 'মিস্টার হিউম, আপনি বলেছেন এই চার্চটা প্রায়রি অভ সায়ান-এর সামরিক শাখা টেম্পলাররা তৈরি করেছে। কাজেই এখানে কাউকে কবর দেয়া হয়েছে কি না তা প্রায়রির একজন গ্র্যান্ড মাস্টারের খুব ভাল করে জানা থাকবে।'

'এটাই, এই জায়গাই!' বিমূঢ় দেখাল হিউমকে, চারদিকে

চোখ বুলিয়ে আবার তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই কিছু একটা আমাদের চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে।'

চার্চ সংলগ্ন বাড়তি অংশে ঢুকে কাউকে দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হলো ছেলেটা। 'ফাদার লংফোর্ড?' ডাকল সে। আওয়াজ শুনেছে, কাজেই দরজার দিকে এগোচ্ছে।

সুট পরা রোগা এক লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে দোরগোড়ায়, মাথা চুলকাচ্ছে, চেহারা বলে দিচ্ছে পথ হারিয়ে বিব্রত। নিজেকে তিরস্কার করল ছেলেটা, আগন্তুকদের দলটাকে ভিতরে ঢোকানোর পর দরজায় তালা দিতে ভুলে গিয়েছিল সে। এ লোক বোধহয় বিয়ের কোনও অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য সময়ের আগেই চলে এসেছে।

'দুঃখিত,' বলল ছেলেটা, মোটা একটা পিলারকে পাশ কাটাচ্ছে। 'আমরা এখনও খুলিনি।'

তার পিছনে কাপড়ের খসখস আওয়াজ শোনা গেল। ঘুরতে যাবে সে, কিন্তু তার আগেই হ্যাঁচকা টান পড়ল মাথার চুলে, পিছন থেকে শক্তিশালী একটা হাত চেপে বসল মুখে। হাতটা দুধসাদা। অ্যালকোহলের গন্ধ পেল সে।

সুট পরা রোগা-পাতলা লুইকে এখন আর বিব্রত দেখাচ্ছে না। এগিয়ে এসে ছেলেটার কপালে ছোট একটা পিস্তল ঠেকাল সে। ছেলেটা অনুভব করল তার উরুসন্ধি গরম হয়ে উঠছে, পরমুহূর্তে বুঝল পেশাব বেরিয়ে যাচ্ছে।

'সাবধানে শোনো,' তার কানে ফিসফিস করল লুই। 'কোনও শব্দ না করে চার্চ থেকে বেরিয়ে যাবে তুমি। তারপর দৌড়াবে। যতক্ষণ পারা যায় ছুটতে থাকবে, কোথাও থামবে না। বুঝতে পারছ?'

মুখে হাত থাকায় কোনও রকমে মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা।

'যদি পুলিশকে খবর দাও...' পিস্তলের মাজলটা ছেলেটার

কপালের চামড়ায় ঘষে দিল লুই, তারপর তাকে ছেড়ে দিল। 'আমি তোমাকে খুঁজে বের করব।'

ভূতে পাওয়া মানুষের মত চার্চ থেকে বেরিয়েই প্রাণপণে দৌড় দিল ছেলেটা।

টার্গেটের সরাসরি পিছনে চলে এল লেবরান। তার উপস্থিতি টের পেল সোফিয়া, তবে একটু দেরিতে– ঘোরার আগেই তার পিঠে পিস্তলের মাজল চেপে ধরল লেবরান, খালি হাতটা বুকে চেপে ধরে শরীরটাকে নিজের দিকে টেনে নিল।

আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল সোফিয়া। শুনতে পেয়ে ঝট করে ঘুরল রানা ও সার হিউম, দুজনেই হকচকিয়ে গেছে।

বিষম খেলেন সার হিউম, কোনও রকমে বললেন, 'লুই কোথায়? লুইকে তুমি কী করেছ?'

'শুধু একটি ব্যাপারে মাথা ঘামান,' বলল লেবরান। 'আমি এখান থেকে কিস্টোনটা নিয়ে যাব।' লুই তাকে বলেছে, এটা শুধু একটা উদ্ধার মিশন– *চার্চে ঢুকবে, কিস্টোনটা নেবে, হেঁটে বেরিয়ে আসবে; কোনও খুন-খারাবি নয়, নয় কোনও ধস্তাধস্তি।*

সোফিয়ার সোয়েটারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাতড়াচ্ছে লেবরান। 'কোথায় সেটা?' জিজ্ঞেস করল সে, ভাবছে, আগে তো এর পকেটেই ছিল কিস্টোন, গেল কোথায়?

'ওটা এখানে,' রানার ভারী গলা চেম্বারের চারদিক থেকে প্রতিধ্বনি তুলল।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে লেবরান দেখতে পেল কালো ক্রিপটেক্সটা নিজের সামনে ধরে আগুপিছু নাড়ছে রানা, যেন একজন ম্যাটাডর বোকা একটা ষাঁড়কে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করছে।

'মেঝেতে নামিয়ে রাখুন ওটা,' নির্দেশ দিল লেবরান।

'আগে সোফিয়া আর সার হিউমকে চার্চ থেকে বেরিয়ে যেতে

দাও,' বলল রানা। 'তারপর আমরা দুজন ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলব।'

ধাক্কা দিয়ে সোফিয়াকে নিজের সামনে থেকে সরিয়ে দিল লেবরান, তারপর পিস্তলটা রানার দিকে তাক করল, সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে আসছে ওর দিকে।

'আর এক পা-ও এগোবে না,' ধমক দিল রানা। 'যতক্ষণ ওরা দালান ছেড়ে বেরিয়ে না যান।'

'তুমি কি শর্ত দেয়ার অবস্থানে আছ?' জানতে চাইল লেবরান, কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ।

'নেই?' বলে হাতের ক্রিপটেক্সটা মাথার উপর তুলে ধরল রানা। 'মেঝেতে ফেলে দেব, ফলে ভেতরের ভায়ালটা ভেঙে যাবে।'

বাইরে গ্রাহ্য না করবার ভাব দেখালেও, মনে মনে ভয়ে কুঁকড়ে গেল লেবরান। তার ধারণা ছিল না এ-ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। পিস্তলটা রানার মাথার দিকে তাক করে দৃঢ়কণ্ঠে বলল সে, 'কিস্টোন তুমি ভাঙতে পার না। আমার মত তুমিও পেতে চাও গ্রেইলটা।'

'ভুল করছ। আমার চেয়ে অনেক বেশি দরকার তোমার। এরইমধ্যে প্রমাণ করেছ ওটার জন্যে একের পর এক খুন করতেও তোমার বাধে না!'

চল্লিশ ফুট দূরে, খিলানের কাছাকাছি একটা আসনের পিছনে দাঁড়িয়ে, অমঙ্গল আশঙ্কা করে ঘামছে লুই। ব্যাপারটা প্ল্যানমত এগোচ্ছে না। এত দূর থেকেও বুঝতে পারছে সে, লেবরান ঠিকভাবে ম্যানেজ করতে পারছে না। লালিকের নির্দেশ আছে, সেজন্যই তাকে পিস্তল ব্যবহার করতে মানা করেছে সে।

'ওঁদেরকে চলে যেতে দাও,' আবার বলল রানা, ক্রিপটেক্সটা মাথার উপর তুলে পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

পুরোহিতের লাল চোখ দুটো হতাশা ও রাগে যেন ঝলসে উঠল, সেই সঙ্গে লুই ভয় পেল এখন যদি গুলি হয় রানার হাত থেকে ক্রিপটেক্সটা পড়ে যাবে।

না! কোনও অবস্থাতেই ওটা যেন মেঝেতে না পড়ে!

মাত্র বছরখানেক আগের কথা, পাঁচিল ঘেরা শ্যাতো ভিলেটির ভিতর আটকা পড়ে গিয়েছিল লুইয়ের জীবন, কষ্টেসৃষ্টে দিন কাটছিল অতি সাধারণ একজন চাকর হিসেবে, নুলো সার হিউমের খামখেয়ালির শিকার পঞ্চান্ন বছর বয়স্ক এক দুর্ভাগা প্রৌঢ়। তারপর হঠাৎ একদিন আশ্চর্য একটা প্রস্তাব দেওয়া হলো তাকে। দুনিয়ার সবচেয়ে নামকরা গ্রেইল হিস্টরিয়ান সার আলবার্ট হিউমের সঙ্গে আছে সে, এই ব্যাপারটা নাকি তার জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নসাধ পূরণ করবে।

আজ সেই দিন, তার স্বপ্নসাধ পূরণ হওয়ার কথা। উঁচু করা রানার হাতের দিকে তাকিয়ে দম আটকে এল লুইয়ের। হাতের কিস্টোনটা এখন যদি সত্যিই ফেলে দেয় ও, সব শেষ।

কিন্তু নিজের ভূমিকা প্রকাশ করা কি উচিত হবে আমার? লালিক কঠিনভাবে মানা করেছেন। তাঁর পরিচয় একমাত্র আমি জানি।

'ভাল করে ভেবে দেখেছেন তো, আপনি লেবরানকে দিয়েই কাজটা করাতে চাইছেন?' খুব বেশিক্ষণ হয়নি, কিস্টোনটা চুরি করার নির্দেশ পেয়ে লালিককে প্রশ্ন করেছে লুই। 'কাজটা কিন্তু আমার জন্যে কঠিন কিছু নয়।'

নিজের সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন লালিক। 'চারজন প্রায়রি সদস্যকে সরিয়ে ভাল সার্ভিস দিয়েছে লেবরান। সে-ই কিস্টোনটা উদ্ধার করুক। তোমাকে অবশ্যই অদৃশ্য থাকতে হবে। তারা যদি তোমাকে দেখে ফেলে, তখন তাদেরকে সরিয়ে না ফেলে কোনও উপায় থাকবে না। এরইমধ্যে অনেক খুন হয়ে গেছে, আমি চাই না আরও হোক।'

কিন্তু আমি তো আমার চেহারা বদলে ফেলব, ভেবেছে লুই। যে পরিমাণ টাকা পাব, সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হতে বাধা কোথায়। সার্জারির সাহায্যে আজকাল এমনকী আঙুলের ছাপ পর্যন্ত বদলে ফেলা যায়, লালিক বলেছেন আমাকে। 'ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি,' জবাব দিয়েছে সে। 'আমি আড়াল থেকেই সাহায্য করব লেবরানকে।'

'তোমাকে জানিয়ে রাখি, লুই,' লালিক বলেছেন তাকে, 'যে সমাধিটা খোঁজা হচ্ছে সেটা টেম্পল চার্চে নেই। কাজেই তোমার ভয় পাবারও কিছু নেই। ওরা ভুল জায়গায় খুঁজছে।'

'তার মানে আপনি জানেন কোথায় আছে সেটা?' লুই বিস্ময়ে স্তম্ভিত।

'অভ কোর্স জানি। তোমাকে আমি পরে বলব সব। এখন যা করার দ্রুত করতে হবে তোমাকে। তোমার হাতে ক্রিপটেক্স চলে আসার আগে ওরা যদি জেনে ফেলে আসল সমাধিটা কোথায় আছে, তারপর চার্চ থেকে বেরিয়ে যায়, তা হলে কিন্তু গ্রেইলটা চিরকালের জন্যে হারাব আমরা।'

লুইর কাছে গ্রেইলের অন্য কোনও গুরুত্ব নেই। শুধু লালিক বলে দিয়েছেন ওটা না পাওয়া পর্যন্ত তাকে তিনি পেমেন্ট করবেন না। টাকার কথা মনে পড়লেই লোভ হয় তার, ইচ্ছে হয় জীবনের সমস্ত অপূর্ণ সাধ একদিনে মিটিয়ে ফেলবে। বিশ মিলিয়ন ইউরোর তিন ভাগের এক ভাগ মোটেও কম টাকা নয়, এরপর একজন মানুষ সারাজীবন আর কাজ না করলেও পারে। সাগরের কিনারায় শুয়ে রোদ পোহাবে সে, চাকর বাকররা তার সেবা-যত্ন করবে, গা-হাত-পা টিপবে।

কিন্তু কিস্টোনটা ভেঙে ফেলার কথা বলে লুইয়ের ভবিষ্যৎটাই ধ্বংস করে দিতে চাইছে মাসুদ রানা।

লুইয়ের হাতে এটা স্মল-ক্যালিবার পিস্তল রয়েছে, জে-ফ্রেম মেডিউসা, তবে ক্লোজ রেঞ্জে খুব কাজ দেয়।

নিজের স্বপ্নগুলো বাঁচাবার আশায় ছায়া থেকে বেরিয়ে এল লুই, দৃঢ় পায়ে ছোট্ট দলটার দিকে এগোল। সার হিউমের মাথা লক্ষ্য করে পিস্তল ধরল সে, বলল, 'শোনো ব্যাটা, বুইড়া ভাম! আমাকে তুমি বহুত জ্বালিয়েছ, আজ তার প্রতিশোধ নেয়ার পালা!'

চোদ্দো

বিশ্বস্ত চাকর তাঁর দিকে পিস্তল তাক করেছে দেখে সার হিউম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন, চেহারা দেখে মনে হলো তাঁর হার্ট বোধহয় এখনই ফেইল করবে। কী করছে ও! তার হাতের খুদে পিস্তলটা নিজের মেডিউসা বলে চিনতে পারলেন তিনি, নিরাপত্তার কথা ভেবে গাড়ির গ্লাভ বক্সের ভিতরে তালা দিয়ে রেখেছিলেন।

'লু-লুই?' বিস্ময়ের ধাক্কায় তোতলাচ্ছেন হিউম। 'কী ব্যা-ব্যাপার?'

রানা আর সোফিয়াকেও হতভম্ব দেখাচ্ছে।

ঘুরে সার হিউমের পিছনে চলে গেল লুই, হাতের পিস্তলটা তাঁর শোল্ডার-ব্লেডের একপাশে চেপে ধরল, সরাসরি হার্টের পিছনে।

সার হিউমের পেশি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। 'লুই, আ-আ-আমি...'

'আমার সোজা কথা,' ধমকের সুরে বলল লুই, সার হিউমের কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'কিস্টোনটা নামিয়ে রাখো, তা না হলে আমি ট্রিগার টেনে দেব।'

রানা যেন মুহূর্তের জন্য পঙ্গু হয়ে গেছে। 'এই কিস্টোন তোমার কোনও কাজে আসবে না,' ম্লান সুরে বলল ও। 'এটা তুমি কিছুতেই খুলতে পারবে না।'

'গাধা আর খোঁজে কোথায়!' হেসে উঠল লুই। 'সমস্যাগুলো নিয়ে সারারাত আমার সামনে আলোচনা হলো, সে-সব আমি শুনিনি? শুনে আর কাউকে জানাইনি? যাদেরকে জানিয়েছি তারা এ-ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি খবর রাখে। তোমরা তো আসল জায়গাই চেন না। এই সমাধি সেই সমাধি নয়।'

আতঙ্কিত বোধ করছেন সার হিউম। *কী বলছে ব্যাটা!*

'গ্রেইলটা তোমার কেন দরকার?' জানতে চাইল রানা। 'ধ্বংস করার জন্যে?'

জবাব না দিয়ে লেবরানের দিকে তাকাল লুই। 'লেবরান, ওই বিদেশি ব্যাটার কাছ থেকে কিস্টোনটা নাও।'

পুরোহিতকে এগোতে দেখে পিছু হটতে শুরু করল রানা, হাতের কিস্টোন আরও একটু উপরে তুলল, ওর হাবভাব দেখে বোঝা যাচ্ছে মেঝেতে ওটাকে আছাড় মারার জন্য সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে আছে।

'এটা আমি বরং ভেঙে ফেলব,' বলল রানা, 'তবু খারাপ কোনও লোকের হাতে পড়তে দিতে রাজি নই।'

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, তারপরও চেঁচিয়ে উঠলেন সার হিউম। 'না, মি-মিস্টার রানা, না! ফর গড'স সে-সেক, আপনার হাতে ওটা গ্রেইল। লুই কক্ষনো আ-আমাকে গুলি করবে না। পরস্পরকে আমরা দশ ব-বছর ধরে...'

সিলিং-এর দিকে পিস্তল তাক করে একটা গুলি করল লুই। খুদে হলে কী হবে, প্রচণ্ড আওয়াজ করল অস্ত্রটা, পাথুরে চেম্বারের ভিতর বাজ পড়বার মত প্রতিধ্বনি হচ্ছে।

স্থির হয়ে গেল সবাই।

লুই বলল, 'আমি এখানে খেলতে আসিনি। পরের গুলিটা

বুড়োটার পিঠে ঢুকবে। লেবরানকে কিস্টোন দিয়ে দাও।'

কিছু করবার নেই, বাধ্য হয়ে ক্রিপটেক্সটা সামনে বাড়িয়ে ধরল রানা। এগিয়ে এসে সেটা নিল লেবরান, তার লাল চোখে আত্মতৃপ্তির ছায়া। কিস্টোনটা আলখেল্লার পকেটে ভরে পিছু হটতে শুরু করল সে, রানা ও সোফিয়ার দিকে এখনও পিস্তল তাক করে আছে।

সার হিউমের ঘাড়টা একহাতে পেঁচিয়ে ধরল লুই, তাঁকে নিয়ে পিছু হটছে, বেরিয়ে যাচ্ছে দালান থেকে।

'ওঁকে ছেড়ে দাও,' কঠিন সুরে বলল রানা।

'সার হিউমকে আমরা একটু হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছি,' পিছু হটতে হটতে বলল লুই। 'তুমি পুলিশ ডাকলে বুড়োটা মারা যাবে। আমাকে বাধা দেয়ার জন্যে যা-ই করো তুমি, এই বুড়ো হাবড়াকে তার চরম মূল্য দিতে হবে। পরিষ্কার?'

'আমাকে নিয়ে যাও,' বলল রানা, আন্তরিক অনুরোধের সুরে। 'সার হিউমকে ছেড়ে দাও।'

'আরে ধ্যাত, তাই কী কখনও হয়!' হেসে উঠল লুই। 'আমার সঙ্গে এই বুড়োর একটা দেনা-পাওনার হিসেব আছে না? দশটা বছর জ্বালিয়েছে আমাকে। তা ছাড়া, ব্যাটা আমার আরও কাজে আসতে পারে।'

সোফিয়া জিজ্ঞেস করল, 'কার হয়ে কাজটা করছ তুমি?'

দাঁত বের করে হাসল লুইস। 'শুনলে ভারি অবাক হবে তুমি, মাদামোয়াযেল সোফিয়া।'

ফায়ারপ্লেসের আগুন নিভে যাওয়ায় শ্যাতো ভিলেটির ড্রইং রুম ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তবে ওটার সামনেই চিন্তিত ভঙ্গিতে পায়চারি করছে জুডিশিয়ারি পুলিশের লেফটেন্যান্ট ডুফি রাউল, সেই সঙ্গে ইন্টারপোল থেকে আসা ফ্যাক্সটা পড়ছে।

দেখা যাচ্ছে তার ধারণা ভুল।

অফিশিয়াল রেকর্ড বলছে, জ্যাক ড্যালক্রোজ আদর্শ একজন নাগরিক। তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পুলিশ রেকর্ড নেই, এমনকী কখনও একটা পার্কিং টিকিট পর্যন্ত পাননি। নামকরা স্কুলে পড়েছেন, ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স-এ ডিপ্লোমা করেছেন। ইন্টারপোল বলছে, মাঝে মধ্যেই ড্যালক্রোজের নাম খবরের কাগজে এসেছে, তবে প্রতিবারই উপলক্ষ ছিল ইতিবাচক।

ড্যালক্রোজ-এর সাহায্য নিয়েই ইলেকট্রনিক সিকিউরিটি সিস্টেমের ডিজাইন চূড়ান্ত করা হয়, ফলে ডিপজিটরি ব্যাঙ্ক অভ জুরিখ অত্যাধুনিক নিরাপদ ব্যাঙ্ক হিসেবে প্রথম সারিতে উঠে আসে। তাঁর ক্রেডিট কার্ড রেকর্ড ঘেঁটে দেখা গেছে আর্ট বুক, দামী ওয়াইন, ক্লাসিকাল মিউজিকের সিডি ইত্যাদির পিছনে প্রচুর টাকা ব্যয় করেন তিনি।

যাকে বলে নিপাট ও অভিজাত ভদ্রলোক। দীর্ঘশ্বাস ফেলল রাউল।

আজ রাতে ইন্টারপোল একটাই লাল সংকেত পাঠিয়েছে। এক প্রস্থ আঙুলের ছাপ, যেগুলো সার হিউমের চাকরের বলে চেনা গেছে। কামরার আরেক প্রান্তে বসে সেই রিপোর্টটা পড়ছেন চিফ এগ্‌যামিনার।

পায়চারি থামিয়ে সেদিকে তাকাল রাউল। 'নতুন কিছু পেলেন?'

'ছাপগুলো লুই লেভাউ-এর। ছোটখাট ক্রাইমের জন্যে পুলিশ তাকে খুঁজছিল, তবে সিরিয়াস কিছু নয়। কলেজ থেকে বের করে দেয়া হয় তাকে, অপরাধ ছিল ফোন জ্যাক রিওয়্যারিং করা, যাতে বিনা পয়সায় কথা বলতে পারা যায়। পরে এটা-সেটা চুরি করেছে। জানালা ভেঙে কোথাও ঢুকেছে, দোকান থেকে কিছু সরিয়েছে। আরেকবার কী একটা অপারেশনের পর বিল না দিয়ে হাসপাতাল থেকে পালায়।'

'হুম।'

'চাকরি করার ছলে এখানে আসলে লুকিয়ে ছিল লুই,' বললেন চিফ এগযামিনার।

মাথা ঝাঁকিয়ে রাউল বলল, 'ঠিক আছে, ইনফরমেশনটা আপনি ক্যাপটেনকে জানিয়ে দিন।'

এগযামিনার চলে গেলেন, পরমুহূর্তে আরেকজন এজেন্ট ঢুকল ড্রইং রুমে। 'লেফটেন্যান্ট!' দৌড়ে আসায় হাঁপাচ্ছে সে। 'গোলাঘরে আমরা একটা জিনিস পেয়েছি।'

এজেন্টের চোখ-মুখের অবস্থা দেখে রাউল আন্দাজ করল, 'নিশ্চয়ই কোনও লাশ?'

'না, মসিয়ো,' রুদ্ধশ্বাসে বলল এজেন্ট। 'আরও অপ্রত্যাশিত কিছু...'

চোখ রগড়াতে রগড়াতে এজেন্টের পিছু নিল লেফটেন্যান্ট।

গোলাঘরটা বিরাট। ভিতরে সোঁদা একটা গন্ধ। আঙুল তুলে কামরার মাঝখানটা দেখাল এজেন্ট। ওখানে কাঠের একটা মই রয়েছে, উঠে গেছে ওদের মাথার উপর ঝুলে থাকা কাঠের মাচার দিকে।

'এই মইটা তো আগে এখানে দেখিনি,' বলল রাউল।

'না, মসিয়ো। আমি এনেছি। রোলস রয়েসে হাতের ছাপ আছে কি না পরীক্ষা করছিলাম, এই সময় দেখতে পাই মইটা মেঝেতে পড়ে রয়েছে। গুরুত্ব দিতাম না, কিন্তু দেখলাম ধাপগুলো ক্ষয়ে গেছে, কাদাও লেগে রয়েছে। বুঝলাম নিয়মিত ব্যবহার করা হয়। মাচা যতটা ওপরে, মইটাও তার সমান লম্বা। তাই একবার উঁকি দেয়ার জন্যে খাড়া করি ওটাকে।'

মুখ তুলে মাচার দিকে তাকাল রাউল। ভ্রূ কুঁচকে ভাবছে, নিয়মিত কেন কেউ উঠবে ওখানে? এই সময় মইটার মাথায় একজন সিনিয়র এজেন্টকে দেখা গেল, নীচের দিকে তাকিয়ে আছে। 'আপনি ভাবতেও পারবেন না, লেফটেন্যান্ট, কী পেয়েছি আমরা!' বলল সে।

মই বেয়ে উঠল রাউল। মাচায় পা রেখে চারদিকে তাকাল।

'ওদিকে,' হাত তুলে পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে-তকতকে মাচার শেষ প্রান্তটা দেখাল সিনিয়র এজেন্ট। 'এখান থেকে মাত্র এক সেট ফিঙ্গারপ্রিন্ট পেয়েছি আমরা। একটু পরই আইডি পেয়ে যাব।'

নিস্তেজ আলোর ভিতর দিয়ে চোখ কুঁচকে সেদিকে তাকাল রাউল। কী আশ্চর্য! ওদিকের দেয়াল ঘেঁষে পুরোদস্তুর একটা কমপিউটার ওঅর্কস্টেশন গড়ে তোলা হয়েছে– দুটো সিপিইউ, স্পিকারসহ একটা ফ্ল্যাট-স্ক্রিন ভিডিও মনিটর, এক সারি হার্ড ড্রাইভ ও একটা মাল্টিচ্যানেল অডিও কনসোল– সম্ভবত নিজস্ব পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা সহ।

রাউলের মাথায় ব্যাপারটা ঢুকছে না। এই মাচায় কার কাজ করার দরকার পড়ল! 'সিস্টেমটা পরীক্ষা করা হয়েছে?'

'এ-সব আড়িপাতার সরঞ্জাম।'

ঝট করে মুখ ফিরাল লেফটেন্যান্ট। 'সার্ভেইলান্স?'

'অত্যন্ত অ্যাডভান্সড, লেফটেন্যান্ট,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল সিনিয়র এজেন্ট।

'রিসেপশন মেথড?' জানতে চাইল রাউল।

দেয়ালে ঘেঁষে ঝুলে থাকা একটা তার দেখাল এজেন্ট। 'সাধারণ রেডিও সিগনাল। ছাদে ছোট অ্যান্টেনা আছে।'

'আড়ি পেতে কার কথা শোনা হয়েছে, জানার উপায় নেই?' জিজ্ঞেস করল রাউল।

'সেটা খুবই আশ্চর্য একটা ব্যাপার, লেফটেন্যান্ট,' বলে একটা কমপিউটারের দিকে এগোল এজেন্ট।

সিঁড়ি বেয়ে টেম্পল রেলস্টেশনে নেমে এল রানা ও সোফিয়া। টানেল ও প্ল্যাটফর্মের ভিতর দিয়ে ছুটছে ওরা, চারদিকে চোখ বুলিয়ে খুঁজছে তিনজনের দলটাকে।

একটা অপরাধ-বোধ ক্ষতবিক্ষত করছে রানাকে। সার হিউমকে এর মধ্যে ও-ই জড়িয়েছে। এখন তাঁর ভারি বিপদ।

লুইয়ের ভূমিকা চমকে দিয়েছে ওকে, তারপরও ব্যাপারটা মেলানো যায়। যারাই গ্রেইলের পিছু নিয়ে থাকুক, ভিতরের লোক হিসেবে লুইকে লোভ দেখিয়ে হাত করেছে তারা। যে কারণে রানা ও সোফিয়া সার হিউমের দ্বারস্থ হয়েছে, সেই একই কারণে তারাও তাঁর কাছে গেছে। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে গ্রেইল সম্পর্কে যার যত বেশি জ্ঞান, চোর ও পণ্ডিতদের কাছে তত বড় টার্গেট সে।

সার হিউমকে সাহায্য করা দরকার। লুই নিষেধ করা সত্ত্বেও রানা সিদ্ধান্ত নিল, পুলিশকে ফোন করবে। পশ্চিম প্রান্তের প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে এসে একটা পে ফোনের সামনে থামল ওরা। সোফিয়া ডায়াল করছে, একটা বেঞ্চে ধপ করে বসে পড়ল রানা।

চিন্তা করছে ও। এত তাড়াতাড়ি সার হিউমের কোনও বিপদ হবে না। ওর্ব্ রেফারেন্স তরজমা করার জন্য তাঁকে দরকার হবে লুইয়ের।

একটা সমাধিতে যাবে লুই। সার হিউমকে সাহায্য করতে হলে ওই সমাধিতে পৌঁছাতে হবে রানাকেও। লুই বেশ অনেকক্ষণ হলো রওনা হয়ে গেছে।

পুলিশ লেলিয়ে দিলে লুইকে দেরি করানো যায়। এই মুহূর্তে সে চেষ্টাই করছে সোফিয়া।

রানার কাজ হবে সমাধিটা খুঁজে বের করা।

কীভাবে তা সম্ভব? ট্রেন ধরে কিং'স কলেজে যাবে রানা, ইলেকট্রনিক থিয়োলজিকাল ডেটাবেইস হিসেবে খুব সুনাম আছে ওখানকার লাইব্রেরির। দেখা যাক 'A knight a Pope interred' সম্পর্কে ডেইটাবেসের কী বলবার আছে।

বেঞ্চ ছেড়ে অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করল রানা। ট্রেনটা বড় দেরি করছে।

*

পে ফোন থেকে লন্ডন পুলিশের সঙ্গে কথা বলছে সোফিয়া।

'স্নো হিল ডিভিশন,' ডিসপ্যাচার বলল। 'কোন্ সেকশনকে চান বলুন।'

'আমি একটা কিডন্যাপিং কেস রিপোর্ট করতে চাই,' বলল সোফিয়া।

'নাম, প্লিজ?'

'সোফিয়া ক্লাউডেল, ফ্রেঞ্চ জুডিশিয়ারি পুলিশ।'

সঙ্গে সঙ্গে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া গেল। 'ধন্যবাদ, মাদামোয়াযেল। আপনার সঙ্গে কথা বল্যার জন্যে এখনই একজন ডিটেকটিভকে ডেকে দিচ্ছি আমি।'

অপেক্ষার সময়টা চিন্তা করছে সোফিয়া। সুট পরা চাকর, সারা গায়ে শ্বেতি নিয়ে একজন পুরোহিত, এ-সব শুনে কে জানে কী ভাববে ডিটেকটিভ।

দূর, বড় বেশি সময় নিচ্ছে ওরা। কানে চেপে ধরা রিসিভার থেকে ক্লিক-ক্লিক আওয়াজ বেরুচ্ছে, যেন তার কল অন্য কোনও লাইনের সঙ্গে সংযুক্তির কাজ চলছে।

বিশ সেকেন্ড পার হলো।

অবশেষে এক লোক এল লাইনে। 'এজেন্ট সোফিয়া?'

গম্ভীর কণ্ঠস্বরটা চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গে পাথর হয়ে গেল সোফিয়া।

'এজেন্ট সোফিয়া,' ধমকের সুরে বললেন ক্যাপটেন অকটেভ, 'কোথায় আপনি?'

বোবা হয়ে গেছে সোফিয়া। বোঝা যাচ্ছে ক্যাপটেন অকটেভ লন্ডন পুলিশ ডিসপ্যাচারকে অনুরোধ করেছিলেন, সোফিয়া কল করলে তাঁকে যেন সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করা হয়।

'শুনুন,' বললেন অকটেভ, ইংরেজি বাদ দিয়ে ফ্রেঞ্চ ভাষায় দ্রুত কথা বলছেন। 'আজ রাতে মারাত্মক একটা ভুল করেছি

আমি। দেরিতে হলেও জানতে পেরেছি আপনি ও মসিয়ো মাসুদ রানা সম্পূর্ণ নির্দোষ।'

'কীভাবে জানলেন?' প্রশ্ন করল সোফিয়া।

'আপনাকে লেখা মসিয়ো ল্যাক বেসনের চিঠিগুলো পড়েছি আমি। আপনাদের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ তুলে নেয়া হয়েছে। কিন্তু তারপরও আপনারা দুজন মারাত্মক বিপদের মধ্যে আছেন। আপনাদের ফিরে আসা দরকার।'

হতচকিত ভাবটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারছে না সোফিয়া। জানে না কীভাবে সাড়া দেবে। যা-ই ঘটুক না কেন, ক্ষমা চাওয়ার মানুষ ভিগো অকটেভ নন।

'চিঠিগুলো পড়ে আমি জানতে পেরেছি যে,' বললেন ক্যাপটেন, 'ল্যাক বেসনের নাতনি আপনি। বুঝতে পারছি মানসিক চাপের মধ্যে ছিলেন, কাজেই আপনার সমস্ত অবাধ্যতা ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে রাজি আছি আমি। এই মুহূর্তে আপনারা দুজন লন্ডন পুলিশের কাছাকাছি কোনও স্টেশনে গিয়ে আশ্রয় নিন।'

ক্যাপটেন জানেন আমি লন্ডনে? আর কী জানেন তিনি? ড্রিলিং মেশিন বা ওই ধরনের কিছু একটার আওয়াজ পাচ্ছে সোফিয়া। লাইনে আরও সব অদ্ভুত যান্ত্রিক আওয়াজ হচ্ছে। 'আমার এই কল আপনি ট্রেস করছেন, ক্যাপটেন?'

অকটেভের কণ্ঠস্বর এখন আগের চেয়েও দৃঢ়। 'আমার আর আপনার মধ্যে সম্পর্কটা হওয়া দরকার সহযোগিতার, এজেন্ট সোফিয়া। আমাদের দুজনেরই অনেক কিছু হারাবার আছে। ভেতরে আরও অনেক ব্যাপার আছে, সোফিয়া। কাল রাতে বিচার-বিশ্লেষণে ভুল হয়েছে আমার, সেই ভুলের কারণে যদি কোনও সৌখিন আর্কিওলজিস্ট আর কোনও ডিসিপিজে ক্রিপটলজিস্ট মারা যান, আমার ক্যারিয়ার বলে কিছু থাকবে না। গত কয়েক ঘণ্টা ধরে আপনাকে আমি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি।'

চাপা গুঞ্জন তুলে এগিয়ে আসছে একটা ট্রেন। যে-কোনও অবস্থায় ওটায় উঠতে চায় সোফিয়া। রানাও ঠিক তাই চায়, বেঞ্চ থেকে উঠে তার দিকে এগিয়ে আসছে ও।

'আপনার আসলে লুই লেভাউকে খুঁজে বের করা দরকার,' বলল সোফিয়া। 'সার হিউমের চাকর সে, মাত্র কিছুক্ষণ হলো টেম্পল চার্চ থেকে সার হিউমকে কিডন্যাপ করেছে...'

ট্রেনটা সগর্জনে প্লাটফর্মে ঢুকছে, সেই আওয়াজকে ছাপিয়ে অকটেভের চিৎকার শোনা গেল, 'এজেন্ট সোফিয়া! খোলা লাইনে এ বিষয়ে কথা বলা সম্ভব নয়। মসিয়ো রানাকে নিয়ে এবার আপনি ফিরে আসুন। আপনার নিজের স্বার্থে। আপনার প্রতি এটা আমার ডাইরেক্ট অর্ডার!'

যোগাযোগ কেটে দিয়ে রানার হাত ধরল সোফিয়া, তারপর এক ছুটে উঠে পড়ল ট্রেনে।

জেট প্লেন হকারের পরিচ্ছন্ন কেবিন থেকে সবাইকে বের করে দিয়েছেন ক্যাপটেন অকটেভ। সার হিউমের সেফ থেকে পাওয়া কাঠের বাক্সটা নিয়ে একটা সিটে বসে আছেন তিনি। অপর হাতে শ্যাম্পেন ভর্তি গ্লাস।

অলঙ্কৃত বাক্সটার ঢাকনি খুলে একটা পাথুরে সিলিন্ডার পেলেন অকটেভ, হরফ বসানো ডায়ালসহ। পাঁচটা ডায়াল এমনভাবে সেট করা হয়েছে, প্রতিটি ডায়ালের একটি করে হরফ এক লাইনে চলে আসায় বানানটা এরকম হয়েছে– S-O-F-I-A।

শব্দটির দিকে কয়েক সেকেন্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকবার পর সিলিন্ডারটা ভাল করে পরীক্ষা করলেন অকটেভ। সবশেষে পিছনের ক্যাপটা খুললেন। সিলিন্ডারটা খালি।

সেটাকে বাক্সের ভিতরে রেখে জানালা দিয়ে হ্যাঙ্গারের দিকে তাকালেন তিনি, তারপর স্মরণ করলেন সোফিয়া তাঁকে ঠিক কী বলেছে, শ্যাতো ভিলেটি থেকে কী কী তথ্য পেয়েছেন। এই সময়

সেল ফোনটা বেজে উঠল।

ডিসিপিজে সুইচবোর্ড। ক্যাপটেন অকটেভ লন্ডনে খুব ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন, এ-কথা বারবার জানানো সত্ত্বেও ডিপজিটরি ব্যাঙ্ক অভ জুরিখের প্রেসিডেন্ট আবার ফোন করেছেন।

'ঠিক আছে,' অপারেটরকে বললেন অকটেভ, 'আমার নাম্বারে কানেকশন দাও।'

'ক্যাপটেন অকটেভ?' একটু পরেই জ্যাক ড্যানক্রোজের গলা ভেসে এল।

'মসিয়ো ড্যালক্রোজ,' বললেন অকটেভ, 'ব্যস্ত ছিলাম, তাই সময় দিতে পারিনি বলে দুঃখিত। যেমন কথা দিয়েছিলাম, মিডিয়াতে আপনার ব্যাঙ্কের নাম আসছে না। আর কী নিয়ে আপনার এত দুশ্চিন্তা?'

ব্যাকুল সুরে ড্যালক্রোজ ব্যাখ্যা করলেন মাসুদ রানা আর সোফিয়া ক্লাউডেল কীভাবে তাঁর ব্যাঙ্ক থেকে ছোট একটা কাঠের বাক্স বের করে নিয়ে গেছে, আর কী কৌশলে নিজেদের পালাবার পথ তৈরি করিয়ে নিয়েছে তাঁকে দিয়ে। 'তারপর রেডিওতে যখন শুনলাম যে তাঁরা ক্রিমিনাল, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামিয়ে বাক্সটা ফেরত চাইলাম আমি। কিন্তু আমার ওপর হামলা চালিয়ে বাক্স ও ট্রাক নিয়ে পালালেন তাঁরা।'

'কাঠের একটা বাক্স নিয়ে চিন্তিত আপনি,' বললেন অকটেভ, হাতের বাক্সটা নেড়েচেড়ে দেখছেন আবার। 'আচ্ছা, বলতে পারেন, কি ছিল বাক্সটায়?'

'কী ছিল সেটা বড় কথা নয়,' উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন ড্যালক্রোজ। 'আমি আমার ব্যাঙ্কের সুনাম নিয়ে উদ্বিগ্ন। আমাদের এখানে কখনও ডাকাতি হয়নি। একবারও না! আমার ক্লায়েন্টের এই বাক্স আমি যদি উদ্ধার করতে না পারি, আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।'

'আপনি বললেন মসিয়ো রানা ও মাদামোয়াযেল সোফিয়ার

কাছে পাসওয়ার্ড ও চাবি ছিল। কেন বলছেন বাক্সটা তাঁরা চুরি করেছেন?'

'আজ রাতে তাঁরা মানুষ খুন করেছেন। তাঁদের মধ্যে সোফিয়ার দাদুও আছেন। বোঝাই যায় চাবি ও পাসওয়ার্ড অসৎ উপায়ে সংগ্রহ করা হয়েছে।'

'মসিয়ো ড্যালক্রোজ, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আপনার ব্যাঙ্কের সুনাম ও আপনার ক্লায়েন্টের বাক্স অত্যন্ত নিরাপদ হাতেই আছে।'

শ্যাতো ভিলেটির উঁচু মাচা। কমপিউটার মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছে লেফটেন্যান্ট ডুফি রাউল। 'এই সিস্টেম এতগুলো লোকেশনে আড়ি পাতে?' অবাক হয়ে জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ,' বলল এজেন্ট। 'এক বছর বা তারও কিছু বেশি দিন ধরে আড়ি পেতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।'

তালিকাটা আবার পড়ল লেফটেন্যান্ট।

জ্যাকুয়েস ট্যাটি– চেয়ারম্যান, কনস্টিটিউশনাল কাউন্সিল।
জন পল– কিউরেটার, মিউজিয়াম যু দা পম।
রবার্ট স্লেই– সিনিয়র আর্কোইভিস্ট, মিতেরাঁ লাইব্রেরি।
ল্যাক বেসন– কিউরেটার, মিউজিয়াম লুভার।
লেনি রিভেট– ডিএএস [ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স] চিফ।

স্ক্রিনের দিকে আঙুল তাক করল এজেন্ট। 'আমাদের মাথাব্যথা চার নম্বর ব্যক্তিকে নিয়ে।'

বোকার মত মাথা ঝাঁকাল লেফটেন্যান্ট। নামটা সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে পড়েছে। ল্যাক বেসনের কথাবার্তা আড়ি পেতে শোনা হয়েছে এখানে। তালিকার বাকি নামগুলোর উপর আবার দৃষ্টি বুলাল সে। সমাজের এরকম প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের

কাছাকাছি মাইক্রোফোন রোপণ করা সহজ কাজ নয়, কীভাবে পারল ওরা?

'অডিও ফাইলগুলো থেকে শুনেছেন কিছু?' জিজ্ঞেস করল সে।

'অল্প কয়েকটা। সর্বশেষটা আপনিও শুনুন।' কমপিউটারের কয়েকটা বোতামে চাপ দিল এজেন্ট। জ্যান্ত হয়ে উঠল স্পিকার। তারপর শোনা গেল: *'ক্যাপটেন, আমাদের ক্রিপটগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট থেকে একজন এজেন্ট এসেছেন।'*

কী শুনছে বিশ্বাস হচ্ছে না লেফটেন্যান্ট রাউলের। 'আমার গলা! আমি কথা বলছি!' দৃশ্যটার কথা মনে পড়ে গেল তার। কিউরেটার ল্যাক বেসনের ডেস্কে বসে গ্র্যান্ড গ্যালারিতে রেডিও মেসেজ পাঠাচ্ছিল সে, সোফিয়া ক্লাউডেল-এর আসবার খবর দিচ্ছিল ক্যাপটেন অকটেভকে।

মাথা ঝাঁকাল সিনিয়র এজেন্ট। 'ধরে নেয়া চলে আমাদের লুভার ইনভেস্টিগেশন সম্পর্কে বহু কথাই কাল রাতে শুনে ফেলেছে কেউ।'

'এখানকার মাইক্রোফোনটা কোথায়, খুঁজেছ?' জিজ্ঞেস করল রাউল।

'দরকার নেই। আমি জানি ঠিক কোথায় আছে ওটা।' ওঅর্কটেবিলে স্তূপ করে রাখা রাশি রাশি নোট ও ব্লুপ্রিন্ট-এর কাছে হেঁটে গিয়ে ঝুঁকল সে, একটা পাতা তুলে বাড়িয়ে দিল লেফটেন্যান্টের দিকে। 'দেখুন তো, চিনতে পারেন কি না।'

রাউল অবাক। ওর হাতে এটা একটা প্রাচীন স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম-এর ফটোকপি, যেটায় একটা মেশিনের কাঠামো দেখানো হয়েছে। হাতে লেখা ফ্রেঞ্চ লেবেল পড়তে পারছে না সে, তারপরও বুঝতে পারল জিনিসটা কী। পুরোপুরি জোড়া লাগানো মধ্যযুগের একজন ফরাসী নাইট-এর মডেল।

এই নাইটই ল্যাক বেসনের ডেস্কে বসে আছেন!

রাউলের দৃষ্টি সরে গেল ফটোকপির মার্জিনে, ওখানে ফেল্ট-টিপ মার্কার দিয়ে টানা হাতে কেউ কিছু নোট লিখেছে। ভাষাটা ফ্রেঞ্চ, ধারণা দেওয়া হয়েছে নাইট-এর ভিতরে কীভাবে একটা লিসনিং ডিভাইস ঢোকালে ভাল হয়।

পনেরো

টেম্পল চার্চের কাছাকাছি পার্ক করা একটা জাগুয়ার লিমাযিন-এর প্যাসেঞ্জার সিটে বসে রয়েছে লেবরান। কিস্টোন ধরা তার হাতটা ঘামছে। পিছনের সিটে রয়েছে লুই, ট্রাঙ্কে পাওয়া রশি দিয়ে সার হিউমের হাত-পা বাঁধার কাজে ব্যস্ত।

কাজটা শেষ করে লেবরানের পাশে, ড্রাইভিং সিটে এসে বসল লুই।

'ভাল করে বেঁধেছ তো?'

রুমাল দিয়ে মাথা থেকে বৃষ্টির পানি মুছে মাথা ঝাঁকাল লুই। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে একবার তাকাল সে। ব্যাকসিটের উপর কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে পড়ে আছেন সার হিউম, আবছা অন্ধকারে কোনও রকমে দেখা যাচ্ছে। 'বুড়ো ব্যাটার কোথাও যাবার উপায় নেই।'

চাপা গোঙানির আওয়াজ পাচ্ছে লেবরান, ধারণা করল লুই সার হিউমের মুখে টেপ লাগিয়ে দিয়েছে।

হাত বাড়িয়ে কন্ট্রোল প্যানেলের একটা বোতাম টিপল লুই, ওদের পিছনে একটা ঝাপসা পার্টিশান খাড়া হলো, সম্পূর্ণ অদৃশ্য

হয়ে গেলেন সার হিউম, তাঁর গোঙানির আওয়াজও চাপা পড়ে গেল। লেবরানের দিকে ফিরে লুই বলল, 'ওই ব্যাটার ফোঁপানি শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, বুঝলে!'

কয়েক মিনিট পর। রাস্তা ধরে এগোচ্ছে ওদের জাগুয়ার। লেবরানের সেল ফোন বেজে উঠল। *লালিক!* উত্তেজিত গলায় সাড়া দিল সে। 'হ্যালো?'

'লেবরান,' লালিকের কণ্ঠ ভেসে এল। 'তোমার গলা শুনে বিরাট স্বস্তি বোধ করছি আমি। এর মানে হলো তুমি নিরাপদে আছ।'

লেবরানও লালিকের গলা শুনে স্বস্তি বোধ করছে। শেষবার তাঁর সঙ্গে কথা হওয়ার পর বেশ কয়েক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। ওদের অপারেশনও টার্গেট থেকে সরে গেছে আরেক দিকে। তবে আবার বোধহয় ফিরে আসছে-সঠিক পথে। 'কিস্টোনটা এখন আমার কাছে।'

'ভারি চমৎকার একটা সুখবর,' বলল লালিক। 'লুই কি তোমার সঙ্গে?'

লালিকের মুখে লুইয়ের নাম শুনে বিস্মিত হলো লেবরান। 'হ্যাঁ, ও-ই তো আমাকে বাঁধন কেটে মুক্ত করেছে।'

'আমার নির্দেশে। বেশ অনেকক্ষণ তোমাকে বন্দি থাকতে হয়েছে বলে আমি দুঃখিত।'

'শারীরিক কষ্ট কিছু না। কিস্টোনটা এখন আমাদের হাতে, এটাই আসলে গুরুত্বপূর্ণ।'

'হ্যাঁ। আমি চাই এখনই আমাকে ওটা ডেলিভারি দেয়া হোক। সময়টা বড় কথা।'

অবশেষে লালিকের সঙ্গে মুখোমুখি বসতে যাচ্ছে, এ-কথা ভেবে আবেগে আকুল হয়ে উঠল লেবরান। 'জী, সার। আমি সম্মানিত বোধ করব।'

'লেবরান, আমি চাই লুই ওটা আমার কাছে নিয়ে আসুক।'

লুই? লেবরান যেন আকাশ থেকে পড়ল। লালিকের জন্য এত কিছু করার পর সে ভেবেছিল পুরস্কারটা সরাসরি তার হাত থেকেই নেবে লালিক। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে... *তা হলে লুইকে বেশি পছন্দ করেন তিনি?*

'তোমার হতাশা আমি অনুভব করতে পারছি,' বলল লালিক। 'এ-ও জানি যে আমার কথার অর্থ তুমি বোঝনি।' গলার আওয়াজ খাদে নামিয়ে ফিসফিস করছে সে। 'কিস্টোনটা তোমার, অর্থাৎ একজন ঈশ্বর-ভক্তের হাত থেকে নেয়ারই আমার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ভেবে দেখলাম লুইয়ের একটা ব্যবস্থা না করলেই নয়। আমার নির্দেশ না মেনে এমন মারাত্মক একটা ভুল করেছে সে, গোটা মিশনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছিল।'

ঠাণ্ডা শিরশিরে একটা অনুভূতি বয়ে গেল শরীরে, চোখ তুলে লুইয়ের দিকে একবার তাকাল লেবরান। সার হিউমকে কিডন্যাপ করাটা প্ল্যানের মধ্যে ছিল না। তিনি এখন তাদের ঘাড়ে নতুন একটা সমস্যা।

'তুমি আর আমি ঈশ্বরের পথে আছি,' ফিসফিস করছে লালিক। 'আমরা আমাদের গন্তব্য থেকে সরে আসতে পারি না।' ফোন লাইনে প্রায় অশুভ একটা বিরতি। 'শুধুমাত্র এই কারণেই আমি চাই কিস্টোনটা লুই আমার কাছে নিয়ে আসবে। আমার কথা তুমি বুঝতে পারছ?'

লালিকের কণ্ঠস্বরে ক্রোধ, টের পেল লেবরান। অবাক হয়ে সে ভাবল, অনেক জিনিসই বিবেচনা করে দেখছেন না তিনি। এখন আর বোধহয় নিজের চেহারা গোপন রাখাটা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। নিজের কাজ তো লুই ঠিকমতই করেছে। কিস্টোনটাকে রক্ষা করেছে সে। 'জী, বুঝতে পারছি,' কোনও রকমে বলল লেবরান।

'গুড। নিজের স্বার্থেই রাস্তা থেকে এখন সরে যাওয়া উচিত

তোমার। পুলিশ লিমাযিনটা খুঁজবে, আমি চাই না তুমি ধরা পড়ো। লন্ডনে অপাস ডেই-এর একটা বাড়ি আছে, তাই না?'

'জী।'

'ওখানে তোমাকে ওরা খাতির-যত্ন করবে তো?'

'তা করবে।'

'যাও ওখানে, চোখের আড়ালে থাকা হবে। আমার হাতে কিস্টোন আসুক, জরুরি সমস্যাটার সমাধান করি, তারপরই ডেকে নেব তোমাকে আমি।'

'আপনি লন্ডনে?'

'যা বলছি করো, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'জী, সার।'

বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল লালিক, যেন অপ্রীতিকর একটা কর্তব্য পালন করবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। 'এবার আমি লুইয়ের সঙ্গে কথা বলব।'

ফোনটা লুইয়ের হাতে ধরিয়ে দিল লেবরান, ভাবল এটাই বোধহয় লুইয়ের জীবনের শেষ ফোন কল।

ফোনটা নেওয়ার সময় লুই ভাবল, বেচারা পুরোহিত জানে না প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার পর এখন তার ভাগ্যে কী অপেক্ষা করছে।

লালিক তোমাকে ব্যবহার করেছেন, লেবরান।

আর তোমার শ্রদ্ধেয় বিশপ স্রেফ একটা ঘুঁটি।

মানুষের মন জয় করবার ক্ষমতা আছে লালিকের, ভাবল লুই। তাঁর প্রতিটি কথা বিশ্বাস করেছেন বিশপ বেলমন্ড। নিজের মরিয়া ভাব অন্ধ করে দিয়েছে তাঁকে।

লালিককে বিশেষ পছন্দ না করলেও, তাঁর বিশ্বাস অর্জন করতে পেরে, এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ করে দিতে পেরে খুশি লুই।

'মন দিয়ে শোনো,' তাকে বলল লালিক। 'অপাস ডেই

রেসিডেন্স হল-এ থাকবে লেবরান। ওটার কাছাকাছি কোথাও নামিয়ে দাও ওকে। তারপর গাড়ি নিয়ে সেইন্ট জেমস-এর পার্কে চলে যাও। পার্লামেন্ট ও বিগ বেন-এর পাশেই ওটা। গাড়িটা পার্ক করতে হবে হর্স গার্ডস প্যারেডে। ওখানে কথা হবে।'

এরপর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

কিং'স কলেজ ১৮২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত। ধর্মীয় শিক্ষাদান ও গবেষণার কাজে একশো পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে ওদের ডিপার্টমেন্ট অভ থিয়োলজি-র। ১৯৮২ সালে চালু হয় সিস্টেমেটিক থিয়োলজির উপর রিসার্চ ইন্সটিটিউট, সেখানে আছে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ইলেকট্রনিক্যালি অ্যাডভান্সড রিলিজিয়াস রিসার্চ লাইব্রেরি।

ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে সামান্য ভিজে গেছে, দ্রুত পা চালিয়ে এসে লাইব্রেরিতে ঢুকল ওরা। প্রাইমারি রিসার্চ রুমটা আটকোনা একটা বিরাট চেম্বার, সেটার মাঝখানে গোল একটা টেবিল ফেলা, তাতে জায়গা করে নিয়েছে বারোটা ফ্ল্যাট-স্ক্রিন কমপিউটার ওঅর্কস্টেশন।

চেম্বারের দূর প্রান্তে একজন রেফারেন্স লাইব্রেরিয়ান, মধ্যবয়স্কা ভদ্রমহিলা, সবেমাত্র ভিতরে ঢুকে নিজের কাপে চা ঢালছেন। 'আজকের সকালটা ভারি সুন্দর,' ব্রিটিশ উচ্চারণে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন তিনি, চা রেখে ওদের দিকে হেঁটে আসছেন। 'আমি আপনাদের কোনও সাহায্যে আসতে পারি?'

'ও, হ্যাঁ,' বলল রানা। 'আমি...'

'মাসুদ রানা,' মিষ্টি করে হাসলেন লাইব্রেরিয়ান। 'আমি আপনাকে চিনি।'

প্রথমেই সন্দেহ হলো রানার, ব্রিটিশ টিভিতে ওর ছবি প্রচারের ব্যবস্থা করেছে ক্যাপটেন অকটেভ। চট্ করে চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। আশপাশে আর কেউ নেই। 'আমাকে

চেনেন...ঠিক কোথায়...

'না, কোথাও আমাদের দেখা বা পরিচয় হয়নি,' বললেন লাইব্রেরিয়ান। 'সৌখিন আর্কিওলজিস্ট হিসেবে আপনার একটি সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে ইংরেজি দৈনিক ডেইলি প্যারিস-এ। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন সম্ভবত গবেষক এবং লেখক ডাউমিয়ার অনোরি, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

হাসলেন লাইব্রেরিয়ান। 'পত্রিকাটি এখানে রাখি আমরা। ওই সাক্ষাৎকারে আপনি বলেছেন সৌখিন প্রত্নতাত্ত্বিক হিসাবে বেশ ক'বছর ধরে হোলি গ্রেইল সম্পর্কে খোঁজ-খবর করছেন আপনি।'

মৃদু হাসল রানা।

'নোয়ামি সিলভার।' হাত বাড়ালেন লাইব্রেরিয়ান, মোটা ফ্রেমের চশমার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে আছেন রানার দিকে।

'আ প্লেযার,' বলল রানা, তারপর সঙ্গিনীর দিকে ইঙ্গিতে করল। 'আমার বান্ধবী, সোফিয়া।'

সোফিয়ার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করবার পর আবার রানার দিকে ফিরলেন লাইব্রেরিয়ান। 'আপনি যে লন্ডনে আসছেন, আমার জানা ছিল না।'

'এসেছি কিছু তথ্য পাবার আশায়,' বলল রানা। 'আপনি যদি একটু সাহায্য করেন...'

ইতস্তত করতে দেখা গেল ভদ্রমহিলাকে, তারপর বললেন, 'আমাদের সার্ভিস পাবার সাধারণ নিয়ম হলো, আবেদন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইতে হবে, যদি কলেজের কারও গেস্ট না হন আর কি।'

'আমরা আসলে হঠাৎ করেই চলে এসেছি। সার আলবার্ট হিউম আপনাদের লাইব্রেরির খুব প্রশংসা করছিলেন...'

'সার হিউম? ব্রিটিশ রয়াল হিস্টরিয়ান?' বিস্ময়ে চোখ বড় করলেন লাইব্রেরিয়ান, তারপর হেসে উঠলেন। 'আরে, তাতে কী

হয়েছে! সার হিউমের বন্ধুকে তো আর আমরা নিয়মের কথা বলে ফিরিয়ে দিতে পারি না। তিনি তো... ফ্যানাটিকাল! যখনই আসেন, মগজে কয়েক সেট এনসাইক্লোপিডিয়া ভরে নিয়ে যান। গ্রেইল, গ্রেইল, গ্রেইল! এই একটা জিনিসই ভদ্রলোকের জীবনের একমাত্র সাধনা।'

'ভাবছি আপনি কি আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন?'

'কী চাইছেন বলুন।'

'লন্ডনে আমরা একটা সমাধি খুঁজছি।'

নোয়ামি সিলভারের চেহারায় সন্দেহ। 'বিশ হাজার সমাধির তালিকা আছে আমাদের এখানে। খুঁটিনাটি আরও বিবরণ লাগবে।'

'ওটা একজন নাইটের সমাধি। কিন্তু আমরা তাঁর নাম জানি না।'

'একজন নাইট। খোঁজার জায়গা অনেক ছোট হয়ে এল। খুব কমন নয়।'

'এই নাইট সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানি না আমরা,' বলল সোফিয়া। 'শুধু এটুকু জানি।' একটা চিরকুট বাড়িয়ে দিল সে, তাতে কবিতাটার মাত্র প্রথম দু'লাইন লিখেছে।

সিদ্ধান্তটা ওরা দুজনে মিলেই নিয়েছে, অচেনা কাউকে পুরো কবিতাটা দেখানো উচিত হবে না।

সোফিয়ার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে লেখাটার উপর চোখ বুলালেন নোয়ামি সিলভার।

চোখ তুলে গেস্টদের দিকে তাকালেন লাইব্রেরিয়ান। 'কী এটা? কোনও ধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান?'

রানার হাসির আওয়াজটা যেন একটু বেশি জোরাল হয়ে গেল। 'ঠিক ধরেছেন।'

সিলভার বুঝতে পারছেন কবিতাটা অসম্পূর্ণ। তারপরও প্রতিটি শব্দ সতর্কতার সঙ্গে পড়লেন তিনি। 'কবিতার এই

অংশের মানে হলো একজন নাইট এমন কিছু করেছিলেন, ঈশ্বর তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হন, তা সত্ত্বেও একজন পোপ যথেষ্ট দয়া দেখিয়ে তাঁকে লন্ডনে সমাহিত করেন।'

মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া।

রানা জানতে চাইল, 'মাথার ভেতর কোনও ঘণ্টি বাজছে?'

'আসুন দেখা যাক ডেটাবেইস থেকে কিছু পাওয়া যায় কি না,' বলে একটা ওঅর্কস্টেশনের দিকে এগোলেন সিলভার।

চেয়ারে বসে চিরকুটে চোখ রেখে টাইপ শুরু করলেন তিনি–লন্ডন, নাইট, পোপ।

সার্চ বাটন টিপতে প্রতি সেকেন্ডে ৫০০ মেগাবাইট ডেটা স্ক্যানিং শুরু হয়ে গেল।

'সিস্টেমকে আমি জিজ্ঞেস করেছি তিনটে কি-ওয়ার্ড সহ কোনও ডকুমেন্ট আছে কি না। প্রচুর পাওয়া যাবে, খুঁজে দেখতে হবে সেগুলোর মধ্যে...'

পোপ ও লন্ডন আছে, এরকম ডকুমেন্ট পাওয়া গেল।

তারপর পাওয়া গেল তিনটে কি-ওয়ার্ড সহ একটা ডকুমেন্ট।

এবারও মাথা নাড়লেন সিলভার। একের পর এক ডকুমেন্ট আসছে, মিছিলের মত। দেখতে দেখতে আড়াই হাজার ছাড়িয়ে গেল।

মুখ তুললেন লাইব্রেরিয়ান সিলভার। 'শুধু এই দু'লাইন কবিতা? আপনাদের কাছে আর কিছু নেই?'

রানার দিকে তাকাল সোফিয়া, চোখে অনিশ্চয়তা।

চোখের চশমা অ্যাডজাস্ট করলেন সিলভার। 'আমি ধরে নিচ্ছি আপনারা গ্রেইলের পেছনে লেগেছেন।'

পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল রানা ও সোফিয়া।

হেসে উঠলেন প্রৌঢ়া লাইব্রেরিয়ান। 'বন্ধুরা, এই লাইব্রেরিকে গ্রেইল সন্ধানীদের বেস ক্যাম্প বলা হয়। রোয, মেরি ম্যাগডেলেন, স্যাংগ্রিয়াল, প্রায়রি অভ সায়ান, ইত্যাদি সম্পর্কে

সার্চ করার বিনিময়ে প্রতিবার একটা করে শিলিং চার্জ করলেও বিরাট ধনী হয়ে যেতাম এতদিনে।' চোখ থেকে চশমা খুলে পালা করে দুজনের দিকে তাকালেন। 'আমাকে আরও সূত্র দিতে হবে।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে তাঁর দিকে আরেকটা চিরকুট বাড়িয়ে দিল সোফিয়া। 'এই নিন। এটাই শেষ, আর কিছু নেই আমাদের কাছে।'

কবিতার দ্বিতীয় অংশটা পড়লেন নোয়ামি সিলভার।

মনে মনে হাসলেন ভদ্রমহিলা। আসলেই গ্রেইল! 'আমি হয়তো সাহায্য করতে পারব।' কাগজটা থেকে মুখ তুলে ওদের দিকে তাকালেন তিনি। 'জানতে পারি, কোথেকে পেলেন কবিতাটা? আর কি কারণে আপনারা একটা ওর্ব্ খুঁজছেন?'

'বলতে আপত্তি নেই,' জবাব দিল রানা। 'কিন্তু তাতে অনেক সময় লাগবে। অত সময় আমাদের হাতে নেই।'

'সবিনয়ে জানাচ্ছেন নিজের চরকায় তেল দাও।'

'আপনি যদি জানাতে পারেন এই নাইট কে, কোথায় তাঁকে কবর দেয়া হয়েছে,' বলল সোফিয়া, 'আপনার প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকব।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে সিলভার বললেন, 'বেশ। সার্চ করতে হবে কোনও ডকুমেন্টে এই চারটে শব্দ আছে কি না দেখার জন্যে—নাইট, লন্ডন, পোপ, টুম্ব। তারপর আরও সার্চ করতে হবে, প্রতি একশো শব্দের মধ্যে এই চারটে শব্দ আছে কি না দেখার জন্যে—গ্রেইল, রোয, স্যাংগ্রিয়াল ও চ্যালেস।'

'কতক্ষণ সময় লাগবে এতে?' জানতে চাইল রানা।

সার্চ কি টিপে দিয়ে সিলভার বললেন, 'মিনিট পনের। চা চলবে তো?'

লন্ডনের অপাস ডেই সেন্টারটা নর্থ ওআক, কেনসিংটন গার্ডেন-এর কাছাকাছি। লুই গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়ার পর বৃষ্টি মাথায়

করে পায়ে হেঁটে সেদিকে এগোচ্ছে লেবরান।

লুইয়ের পরামর্শে পিস্তলটা নর্দমায় ফেলে দিয়েছে সে। কাঁটা লাগানো বেল্ট বাঁধা থাকায় উরুতে এখনও ব্যথা হচ্ছে, তবে এরচেয়ে অনেক বেশি যন্ত্রণা সহ্য করবার অভিজ্ঞতা আছে তার। হঠাৎ সার হিউমের কথা মনে পড়ে গেল। লুই তাঁকে লিমাযিনের পিছনে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখেছে।

'বন্দিকে নিয়ে কী করবে তুমি?' লুইকে প্রশ্ন করেছিল লেবরান।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে জবাব দিয়েছে লুই, 'সে সিদ্ধান্ত নেবেন লালিক।'

ঠিকানা মিলিয়ে দালানটা খুঁজে বের করল লেবরান। গেটটা খোলা দেখল। ছোট উঠানে ঢুকে বাড়ির দরজার দিকে এগোচ্ছে। সেটাও দেখা গেল খোলা। চৌকাঠের ওপারে কার্পেট বিছানো হল। উপরতলার কোথাও থেকে ইলেকট্রনিক বেল বাজার আওয়াজ ভেসে এল। এ-ধরনের সেন্টারে দিনের বেশিরভাগ সময় লোকজন নিজেদের কামরায় প্রার্থনায় নিমগ্ন থাকায় এরকম বেল প্রায়ই বাজে।

আলখেল্লা পরা এক লোক সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এসে জানতে চাইল, 'আমি কোনও সাহায্যে আসতে পারি?' তার চোখে-মুখে বিনয় ও কোমল ভাব।

'ধন্যবাদ। আমার নাম লেবরান। আমি অপাস ডেই-এর প্রথম তিন সারির একজন সদস্য।'

'আমেরিকান?'

মাথা ঝাঁকাল লেবরান। 'মাত্র একটা দিন শহরে আছি। এখানে বিশ্রাম নিতে পারব কি?'

'কেন পারবেন না! চারতলায় দুটো কামরা খালি আছে। আপনার জন্যে চা ও রুটি নিয়ে আসব?'

খিদেতে মরে যাচ্ছে লেবরান। 'ধন্যবাদ।'

চারতলায় উঠে এসে জানালা খোলা একটা কামরায় ঢুকল লেবরান। পরনের আলখেল্লা খুলে নতজানু হয়ে প্রার্থনায় বসল সে। আওয়াজ শুনে বুঝল তার মেজবান দরজার বাইরে খাবার রেখে ফিরে গেল। প্রার্থনা শেষ করে রুটি ও চা খেল সে, তারপর মেঝেতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

গ্রাউন্ড ফ্লোরের একটা ঘরে ফোন বাজছে। লেবরানকে যে অপাস ডেই সদস্য অভ্যর্থনা জানিয়েছে সে-ই রিসিভার তুলল।

'লন্ডন পুলিশ,' অপরপ্রান্ত থেকে বলল কলার। 'আমরা একজন পুরোহিতকে খুঁজছি, সারা গায়ে শ্বেতি। আমাদের কাছে খবর আছে, আপনাদের ওখানে যেতে পারে সে। গেছে নাকি?'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল দ্বিতীয় সারির সদস্য। 'হ্যাঁ, সে এখানে এসেছে । কেন, খারাপ কিছু ঘটেছে নাকি?'

'এই মুহূর্তে ঠিক কোথায় আছে সে?'

'চারতলায়, প্রার্থনা করছে। কী ব্যাপার বলুন তো?'

'যেখানে আছে ঠিক সেখানেই থাকতে দিন তাকে,' পুলিশ অফিসার নির্দেশ দিলেন। 'কাউকে কিছু বলবেন না। এখনই আমি পুলিশ ফোর্স পাঠাচ্ছি।'

লন্ডনের মাঝখানে সেইন্ট জেমস পার্ক যেন এক সাগর সবুজ, তিন দিক থেকে ওটাকে ঘিরে রেখেছে ওয়েস্টমিনিস্টার, বাকিংহাম ও সেইন্ট জেমস প্রাসাদ।

আবহাওয়া খারাপ, পার্কটার চারদিক তাই খালি দেখতে পাচ্ছে লালিক। পুকুর থেকে পেলিকান-রা আজ সবুজ মাঠে উঠে আসেনি, তার বদলে সাগর থেকে চলে এসেছে কিছু সিগাল। দূরে তাকাতে একটা ভবনের চূড়া দেখতে পেল সে। তার জানা আছে ওই দালানের ভিতরেই পাওয়া যাবে নাইটের সমাধি। সেজন্যই

লুইকে এখানে আসতে বলেছে সে।

পার্ক করা লিমাযিনের চারপাশে একটা চক্কর দিল, তারপর ফ্রন্ট প্যাসেঞ্জার ডোর লক্ষ্য করে এগোল লালিক। সামনের দিকে ঝুঁকে দরজাটা খুলে দিল লুই।

গাড়ির পাশে পৌঁছে থামল লালিক। হাতে থাকা কনিয়্যাক ভর্তি ফ্লাস্কে দীর্ঘ একটা চুমুক দিল। তারপর, রুমাল দিয়ে মুখ মুছে, লুইয়ের পাশে উঠে বসে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

কিস্টোনটা তাঁর সামনে তুলে ট্রফির মত দোলাল লুই। 'প্রায় হারিয়েই যাচ্ছিল,' বলল সে।

'তুমি খুব ভাল কাজ দেখিয়েছ,' আন্তরিক প্রশংসার সুরে বলল লালিক।

'আমরা সবাই ভাল করেছি,' বলল লুই, কিস্টোনটা তুলে দিল লালিকের কাঁপা হাতে।

দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত দেখল ওটা লালিক। তারপর মুখ তুলে জানতে চাইল, 'আর পিস্তলটা? ওটা তুমি ভাল করে মুছেছ?'

'মুছে গ্লাভ বক্সে রেখে দিয়েছি, যেখান থেকে নিয়েছিলাম।'

'চমৎকার।' আরও এক ঢোক কনিয়্যাক খেল লালিক, তরপর ফ্লাস্কটা লুইয়ের হাতে ধরিয়ে দিল। 'এসো, সাফল্য কামনা করে একটু গলা ভেজাই।'

কৃতজ্ঞচিত্তে ফ্লাস্কটা নিল লুই। কনিয়্যাকটা একটু লোনা লাগল, তবে তা গ্রাহ্য করল না। লালিক আর সে এখন সত্যিকার অর্থে পার্টনার। আর কখনও কারও চাকরি করতে হবে না তাকে।

আরও এক ঢোক কনিয়্যাক খাওয়ার পর লুই বুঝতে পারল তার শরীর গরম হয়ে উঠেছে। তবে গলার ভিতর গরম ভাবটা বেশি লাগছে। সেই সঙ্গে মুখের ভিতরটা শুকনো পাউডারের মত হয়ে আসছে। 'বোধহয় বেশি খাওয়া হয়ে গেল,' বলে ফ্লাস্কটা লালিককে ফেরত দিল সে।

'লুই, তুমি তো জানোই,' ফ্লাস্কটা নিয়ে লালিক বলল, 'একমাত্র তুমিই আমার চেহারা দেখেছ।'

'জী।' টাইটা আলগা করল লুই, শ্বাস-প্রশ্বাস আটকে আসছে তার।

'তোমার ওপর আমি পূর্ণ বিশ্বাস রাখি,' বলল লালিক। ফ্লাস্কটা পকেটে রাখল, তারপর গ্লাভ বক্সে হাত ভরে মেডিউসা পিস্তলটা বের করে নিল। মুহূর্তের জন্য ভয়ে কাঠ হয়ে গেল লুই। তবে না, পিস্তলটাও পকেটে রেখে দিল লালিক।

লুই অনুভব করল তার গলার ভিতরটা অসম্ভব রকম ফুলে উঠছে। দু'হাতে স্টিয়ারিং হুইল ধরে গলায় আটকে যাওয়া বমিটাকে বের করার ব্যর্থ চেষ্টা করল সে। চিৎকার করতে চাইল, কিন্তু ভোঁতা একটু চিঁচিঁ শব্দ বেরুল শুধু, এত অস্পষ্ট যে গাড়ির পাশ থেকেও শোনা যাবে না। কনিয়্যাকের লোনা ভাবটুকুর কারণ এতক্ষণে পরিষ্কার হলো ওর কাছে।

আমি খুন হয়ে যাচ্ছি!

চেহারায় রাজ্যের বিস্ময়, ঘাড় ফিরিয়ে লালিকের দিকে তাকাল লুই। শান্ত, নির্লিপ্ত একটা ভাব নিয়ে বসে আছে সে; চোখের দৃষ্টি নাক বরাবর সামনে, যেন লুইয়ের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন নয়।

এই লোকের জন্য এতকিছু করলাম, আর এই তার প্রতিদান!

লালিকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করল লুই, কিন্তু শক্তিতে কুলাল না। তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে। গলা দিয়ে বাতাস আসা-যাওয়া করছে না। স্টিয়ারিং হুইলের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে।

লিমাযিন থেকে বেরিয়ে এসে চারদিকে চোখ বুলাল লালিক। কোথাও কেউ নেই দেখে স্বস্তি বোধ করল। আমার কোনও উপায় ছিল না, ভাবল সে। প্রথম থেকেই জানত, মিশন শেষ হয়ে গেলে

লুইকে সম্ভবত সরিয়ে না ফেলে উপায় থাকবে না। কিন্তু টেম্পল চার্চে নিজের চেহারা দেখিয়ে মৃত্যুটাকে আরও আগে ডেকে আনল লোকটা।

শ্যাতো ভিলেটিতে মাসুদ রানার অপ্রত্যাশিত আগমন লালিককে যেমন আনন্দময় চমক এনে দিয়েছে, তেমনি কম জটিলতাও সৃষ্টি করেনি। কিস্টোনটা সরাসরি মঞ্চে নিয়ে আসে রানা, তবে ওর পিছু নিয়ে পুলিশও চলে আসে। শ্যাতো ভিলেটির সব জায়গায় লুইয়ের হাতের ছাপ আছে, আছে গোলাঘরের লিসনিং পোস্টেও।

তবে যথেষ্ট সাবধান ছিল লালিক। লুই মুখ না খুললে কারও জানার কথা নয় তার সঙ্গে লালিকের কথা হয়েছে। এখন সে ভয়ও নেই।

আর মাত্র একটা আলগা সুতো বাঁধতে হবে, ভাবল লালিক, লিমাযিনের পিছনদিকে চলে আসছে। *পুলিশ কোনওদিন জানতে পারবে না ঠিক কী ঘটেছিল... সাক্ষীরাও কিছু বলবার জন্য বেঁচে থাকবে না।* আরেকবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল সে, তারপর ব্যাকসিটের দরজা খুলে গাড়ির পিছনে উঠে পড়ল।

কয়েক মিনিট পর।

পার্ক থেকে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে এল লালিক। ভাবছে, বাকি থাকল আর মাত্র দুজন: রানা ও সোফিয়া। ওদের ব্যাপারটা বেশ জটিল। তবে যেভাবে হোক ম্যানেজ করতে হবে। ওদের দুজনকে কোনও অবস্থাতেই বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। এই মুহূর্তে অবশ্য ক্রিপটেক্স-এর ব্যাপারটা দেখতে হবে তাকে।

মুখ তুলে তাকাতে পার্কের বাইরে নিজের গন্তব্য দেখতে পেল লালিক। কবিতাটা শোনা মাত্র সমাধানটা জানা হয়ে গেছে তার। তবে অন্যদের ব্যর্থ হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কয়েক মাস ধরে ল্যাক বেসনের টেপ করা কণ্ঠস্বর শুনেছে লালিক, বিখ্যাত নাইট-এর নামটা বেশ কয়েকবার তার কানে এসেছে– বেসনের

সুর শুনে মনে হয়েছে, এই নাইটকে প্রায় দ্য ভিঞ্চির মতই শ্রদ্ধা করেন তিনি।

নাইটের সমাধি কোথায় তা লালিক জানে, তবে সেই সমাধি কীভাবে চূড়ান্ত পাসওয়ার্ডটা এনে দেবে সেটা এখনও তার কাছে বিরাট এক রহস্য।

বিখ্যাত সমাধির ফটো দেখা আছে, দৃশ্যটা মনে করবার চেষ্টা করল লালিক। ওটার বিশেষ একটা বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে আগে চোখে পড়বে। ভারি সুন্দর একটা ওর্ব্ বা গোলক। সমাধির উপর বৃত্তাকার গোলকটা এত বড়, প্রায় সমাধির মতই। ওটার উপস্থিতি এখন লালিককে একাধারে উৎসাহী ও উদ্বিগ্ন করে তুলছে। এক অর্থে ওটা একটা সাইন পোস্ট, অথচ কবিতায় বলা হয়েছে ধাঁধার হারানো অংশ হলো একটা গোলক, যেটা থাকবার কথা ছিল সমাধিতে... যেটা আছে সেটার কথা বলা হয়নি। লালিক ভাবল, কাছ থেকে দেখে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

রাস্তা পার হয়ে নয়শো বছরের পুরানো দালানটায় ঢুকে পড়ল লালিক।

লালিক যখন বৃষ্টি থেকে সরে যাচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে বিশপ বেলমন্ড প্লেন থেকে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে এলেন। তাঁর ধারণা ছিল বিগিন হিল এক্সিকিউটিভ এয়ারপোর্টে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে আসবেন ক্যাপটেন ভিগো অকটেভ, কিন্তু দেখা গেল তাঁর বদলে ব্রিটিশ পুলিশের একজন অফিসার মাথায় ছাতা নিয়ে এগিয়ে আসছে।

'বিশপ বেলমন্ড? ক্যাপটেন অকটেভকে চলে যেতে হয়েছে। আপনার দেখাশোনার দায়িত্ব এখন আমার ওপর। আপনাকে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে পৌঁছে দিতে বলে গেছেন তিনি। ওটাই সবচেয়ে নিরাপদ বলে মনে হয়েছে তাঁর।'

নিরাপদ? চোখ নামিয়ে নিজের হাতে ধরা ভ্যাটিকান বন্ড ভর্তি ব্রিফকেসটার দিকে তাকালেন বেলমন্ড। এটার কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি। 'হ্যাঁ, ঠিক আছে। ধন্যবাদ।'

পুলিশ কারে চড়ার সময় বিশপ বেলমন্ড ভাবলেন, লেবরান এখন কোথায় কে জানে।

কয়েক মিনিট পর পুলিশ কার-এর স্ক্যানার থেকে একটা ঠিকানা পাওয়া গেল। দেখেই চিনতে পারলেন বিশপ। ওখানেই তো লন্ডনের অপাস ডেই সেন্টার।

ঝট্ করে ড্রাইভারের দিকে তাকালেন বিশপ। 'গাড়ি ঘোরাও! ওই ঠিকানায় নিয়ে চলো আমাকে।'

সার্চ শুরু হওয়ার পর থেকে কমপিউটারের স্ক্রিন থেকে চোখ সরায়নি রানা। ইতিমধ্যে পাঁচ মিনিট পার হয়ে গেছে, কমপিউটার সম্ভাবনা জাগিয়েছে মাত্র দুবার। দুটোই অপ্রাসঙ্গিক। ধীরে ধীরে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে ও।

পাশের কামরা থেকে আওয়াজ আসছে, চা কিংবা কফি বানাচ্ছেন লাইব্রেরিয়ান নোয়ামি সিলভার।

আবার আওয়াজ করল কমপিউটার– পিং!

রানা পড়ল–

নাইটস, নেইভস, পোপস, অ্যান্ড পেনটাকল:
দ্য হিস্টরি অভ দ্য হোলি গ্রেইল থ্রু ট্যারো।

'আমি অবাক হচ্ছি না,' সোফিয়াকে বলল রানা। 'আমাদের কিছু কি-ওয়ার্ড তাস-এর নামের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।' একটা হাইপারলিঙ্ক-এ ক্লিক করবার জন্য মাউসটা টেনে নিল ও।

'আপনার সঙ্গে ট্যারো খেলার সময় কথাটা ল্যাক বেসন আপনাকে কখনও বলেছেন কি না আমি জানি না, তবে গ্রেইল

সন্ধানীরা নিজেদের মেসেজ চার্চের সতর্ক চোখ থেকে গোপন করার জন্যে এই ট্যারো খেলার আশ্রয় নিত।'

আধুনিক কালে যারা তাস খেলে তারা বোধহয় জানেই না যে অতি পরিচিত চার রকম তাস– স্পেডস, হার্টস, ক্লাবস ও ডায়মন্ডস– আসলে গ্রেইল-সংশ্লিষ্ট প্রতীক, যেগুলো সরাসরি ট্যারো-র চার রকম নমুনা থেকে এসেছে– সোর্ডস, কাপস, সেপটারস ও পেনটাকলস।

স্পেডস = সোর্ডস– ব্লেড, পুরুষ।
হার্টস = কাপস– চ্যালেস, নারী।
ক্লাবস = সেপটারস– রয়াল লাইন। ফুল ইত্যাদি।
ডায়মন্ডস = পেনটাকল– গডেস। দেবী, পবিত্র নারীসত্তা।

চার মিনিট পর হতাশ রানা ধরেই নিল এখান থেকে কিছু পাওয়া যাবে না। উঠে পড়বে কি না ভাবছে, এই সময় আরেকবার পিং করে উঠল কমপিউটার।

The Gravity of Genius:
Biography of a modern Knight.

নোয়ামি সিলভারের উদ্দেশে গলা চড়াল রানা, 'গ্র্যাভিটি অভ জিনিয়াস? বায়ো অভ আ মডার্ন নাইট?'

দরজার ভিতর থেকে মাথা বের করলেন ভদ্রমহিলা। 'কতটা মডার্ন?'

'দেখা যাক,' বলে হাইপারটেক্সট কিওয়ার্ড নিয়ে এল রানা। স্ক্রিনে এই লেখাগুলো ফুটল:

. . .অনারেবল নাইট, সার আইজাক
নিউটন. . .
ইন লন্ডন ইন ওয়ান-সেভেন-টু-সেভেন [1727]

অ্যান্ড...
হিজ টুম ইন ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবি. . .
অ্যালেকজান্ডার **পোপ,** ফ্রেন্ড অ্যান্ড কলিগ. . .

'আধুনিক আসলে কথার কথা,' লাইব্রেরিয়ানের উদ্দেশে বলল সোফিয়া। 'বইটা পুরানো। সার আইজাক নিউটনকে নিয়ে লেখা।'

দোরগোড়া থেকে মাথা নাড়লেন সিলভার। 'ওতে কাজ হবে না। নিউটনকে কবর দেয়া হয়েছে ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবিতে, ইংরেজ প্রটেস্ট্যান্টদের জন্যে সংরক্ষিত জায়গায়। ওখানে কোনও ক্যাথলিক পোপের উপস্থিত থাকার কোনও উপায় নেই। দুধ, চিনি?'

মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া।

সিলভার অপেক্ষা করছেন। 'মিস্টার রানা?'

রানার বুক ধক্ ধক্ করছে। স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। 'সার আইজ্যাক নিউটনই আমাদের নাইট,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল।

সোফিয়া বসে থাকল। 'মানে?'

'নিউটনকে লন্ডনে কবর দেয়া হয়েছে,' বলল রানা। 'তাঁর পরিশ্রম বিজ্ঞানের নতুন সূত্র জন্ম দেয়, সে-সব চার্চের অসন্তোষ সৃষ্টি করে। এবং তিনি প্রায়রি অভ সায়ানের গ্র্যান্ড মাস্টার ছিলেন। এর বেশি আর কী দরকার আমাদের?'

'আর কী দরকার মানে?' কবিতাটার দিকে আঙুল তাক করল সোফিয়া। '... a knight a Pope interred-এর কী হবে? সিলভার কী বললেন শুনলেন তো। নিউটনকে একজন ক্যাথলিক পোপ সমাহিত করেন।'

মাউজের দিকে হাত বাড়াল রানা। 'ক্যাথলিক পোপ আসছে কোত্থেকে?' "পোপ" হাইপারলিঙ্ক ক্লিক করল ও, সঙ্গে সঙ্গে পুরো

বাক্যটা স্ক্রিনে ফুটে উঠল।

Sir Isaac Newton's burial, attended by
kings and nobles, was presided over by
Alexander Pope, friend and colleague,
who gave a stirring eulogy before
sprinkling dirt on the tomb

সোফিয়ার দিকে তাকাল রানা। 'দ্বিতীয় হিটে আসল পোপকে পেয়েছি আমরা। *Alexander,*' বলে একটু থামল ও, তারপর আবার বলল, ' *A. Pope.*'

In London Lies a knight A. Pope interred.

দাঁড়িয়ে পড়ল সোফিয়া, হতভম্ব দেখাচ্ছে তাকে।

ল্যাক বেসন আরেকবার প্রমাণ করেছেন: অত্যন্ত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন তিনি।

ষোলো

শিউরে ওঠায় ঘুম ভেঙে গেল লেবরানের। *আমি কি স্বপ্ন দেখছিলাম?* তোষকের উপর উঠে বসল সে, কান পেতে অপাস ডেই রেসিডেন্স হল-এর আওয়াজ শুনছে– শুধু কারও প্রার্থনার একঘেয়ে সুর ভেসে আসছে নীচের তলা থেকে। পরিচিত শব্দ, তাকে স্বস্তি দেওয়ার কথা; অথচ আশ্চর্য একটা সতর্কতা অনুভব

করছে সে।

উঠে দাঁড়াল লেবরান, হেঁটে জানালার সামনে চলে এল। *কেউ কি আমার পিছু নিয়ে এসেছে?* নীচের উঠান খালি পড়ে রয়েছে, আসবার সময় যেমন দেখেছিল। কান পাতল। না, অন্য কোনও শব্দ নেই। তা হলে আমার এত অস্বস্তি লাগছে কেন?

ঝোপ-ঝাড়গুলোর উপর চোখ বুলাচ্ছে লেবরান। হঠাৎ ডালপালার ভিতরে একটা গাড়ির কাঠামো দেখতে পেল, মাথায় পুলিশ কার-এর সাইরেন রয়েছে।

এই সময় করিডর থেকে কাঠের পাটাতনের ক্যাচ-ক্যাচ আওয়াজ ভেসে এল। তারপর শোনা গেল ডোর ল্যাচ সরানোর শব্দ।

স্যাৎ করে সরে এসে দরজার পিছনে লুকাল লেবরান। ঠিক সেই মুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো কবাট। ঝড়ের বেগে ভিতরে ঢুকল একজন পুলিশ অফিসার, হাতের পিস্তল ডানে-বামে ঘোরাচ্ছে। কামরায় কেউ আছে কি না বুঝতে পারেনি সে, তার আগেই চওড়া কাঁধ দিয়ে দরজায় আঘাত করল লেবরান। দ্বিতীয় পুলিশ ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছিল, নাকটা একেবারে থেঁতলে গেল তার।

প্রথম অফিসার ঘুরে গুলি করতে যাবে, তার হাঁটু লক্ষ্য করে পা চালাল লেবরান। পিস্তল গর্জে উঠল, লেবরানের মাথার উপর দিয়ে ছুটে গেল বুলেটটা। ঠিক সেই মুহূর্তে অফিসারের হাঁটুর নীচের শক্ত হাড়ে লাগল লেবরানের লাথিটা।

ধপাস করে মেঝেতে পড়ল অফিসার। টলতে টলতে সিধে হতে যাচ্ছে দ্বিতীয় অফিসার, ঘুরে তার উরুসন্ধিতে ঝেড়ে একটা লাথি মারল লেবরান, তারপর এক লাফে তাকে টপকে বেরিয়ে গেল করিডরে।

পরনে কাপড়চোপড় না থাকারই মত, ধবধবে সাদা শরীর নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল লেবরান। জানে কেউ তার সঙ্গে বেঈমানী করেছে, কিন্তু কে সে? ফয়ে-তে পৌঁছে টের পেল, সদর

দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকছে আরও পুলিশ। পিছিয়ে দালানটার পিছন দিকে চলে এল সে, লেডিস এন্ট্রান্স-এর কথা মনে পড়ে গেছে।

অপাস ডেই-এর প্রতিটি ভবনে মেয়েদের আসা-যাওয়া করবার জন্য আলাদা একটা করে দরজা আছে।

সরু একটা প্যাসেজ ধরে ছুটছে লেবরান। দূরে দেখা যাচ্ছে খোলা দরজাটা, তার মুক্তির পথ। এক্সপ্রেস ট্রেনের মত দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে সে, এই সময় এক অফিসারকে দেখা গেল চৌকাঠের সামনে। সংঘর্ষটা হলো মুখোমুখি।

ধাক্কা খেয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়ল অফিসার, তাল সামলাতে না পেরে তার উপর আছাড় খেল লেবরান। অফিসারের হাত থেকে ছুটে গেল পিস্তলটা। বুটের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে লেবরান, প্যাসেজ ধরে ছুটে আসছে দুই কি তিনজন পুলিশ। সিধে হওয়ার আগে খপ করে পিস্তলটা তুলে নিল সে।

এই সময় প্যাসেজের দোরগোড়া থেকে গুলি হলো। পাঁজরের নীচে তীব্র ব্যথা অনুভব করল লেবরান। রাগে অন্ধ হয়ে তিন পুলিশকে লক্ষ্য করে পর পর কয়েকটা ফায়ার করল লেবরান। তাদের শরীর থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুতে দেখল সে।

অকস্মাৎ তার পিছনে গাঢ় একটা ছায়া দেখা গেল। ইস্পাতের মত একজোড়া হাত আঙটার মত চেপে ধরল লেবরানের কাঁধটা। তার কানে এল ছায়ামূর্তির কথা, 'লেবরান না!'

বন করে ঘুরেই গুলি করল লেবরান। চোখাচোখি হলো ওদের। বিশপ মার্সেল বেলমন্ডকে পড়ে যেতে দেখে বিস্ময় ও আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল লেবরান।

ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবিতে তিন হাজারের বেশি মানুষকে কবর দেওয়া হয়েছে। বিশাল পাথুরে আধারের ভিতর গিজগিজ করছে

রাজা-রানি, রাষ্ট্রপ্রধান, বিজ্ঞানী, কবি ও সঙ্গীতজ্ঞদের দেহাবশিষ্ট। ক্যান্টারবেরি, শাঁট্রো ও অ্যামিয়েন ক্যাথেড্রাল স্টাইলে ডিজাইন করা এই ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবিকে না ক্যাথেড্রাল হিসাবে বিবেচনা করা হয়, না প্যারিশ চার্চ হিসেবে। প্রিন্স এন্ড্রু ও সারাহ ফার্গুসন-এর বিয়ে যেমন হয়েছে এখানে, তেমনি সমাহিত করা হয়েছে রানি প্রথম এলিজাবেথ ও প্রিন্সেস ডায়নাকেও।

তবে এই মুহূর্তে অন্য কাউকে নিয়ে নয়, একা শুধু ব্রিটিশ নাইট সার আইজ্যাক নিউটনকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে রানা।

গ্র্যান্ড পোর্টিকো ধরে এগোচ্ছে রানা ও সোফিয়া। কিছুদূর এগোতেই একদল গার্ডের সঙ্গে দেখা। সবিনয়ে নতুন সংযোজিত মেটাল-ডিটেকটার ওয়াক-ওয়ে পার হতে সাহায্য করল তারা। কোনও অ্যালার্ম বাজল না। আবার ওরা অ্যাবির প্রবেশপথের দিকে রওনা হলো।

দোরগোড়া টপকে অ্যাবিতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আকস্মিক নীরবতা যেন অন্য এক জগতে পৌঁছে দিল ওদেরকে। এখানে ট্রাফিকের কর্কশ আওয়াজ নেই, নেই বৃষ্টির ঝির ঝির শব্দ।

প্রায় সব ভিজিটরের মত ভিতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে রানা ও সোফিয়ার দৃষ্টিও আকাশের দিকে উঠে গেল– অ্যাবির মাথার দিকটা যেন বিস্ফোরিত হয়ে প্রকাণ্ড একটা গহ্বর তৈরি করেছে।

ওদের সামনে উত্তর ট্র্যানসেপ্ট-এর চওড়া করিডর গভীর একটা গিরিখাদের মত, দু'পাশে ঝাপসা কাঁচের খাড়া পাঁচিল।

'প্রায় খালি দেখছি,' ফিসফিস করল সোফিয়া।

মাথা ঝাঁকাল রানা, চিন্তিত।

'এখানে ঢুকতে মেটাল ডিটেকটার পার হতে হয়েছে,' মনে করিয়ে দিল সোফিয়া, যেন রানা কী ভাবছে জানে। 'এখানে কেউ যদি থাকেও, তার কাছে অস্ত্র নেই।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, তবে এখনও সতর্ক। এখানে আসবার আগে লন্ডন পুলিশকে ডাকতে চেয়েছিল ও, কিন্তু সোফিয়া তাতে

রাজি হয়নি। তার কথা হলো, অপাস ডেই-এর সঙ্গে কে জড়িত বা জড়িত নয় তা ওদের জানা নেই, কাজেই কারও সাহায্য চেয়ে বিপদের ঝুঁকি নেওয়ার কোনও মানে হয় না।

রানা এজেন্সির সাহায্য চাওয়ার কথাও ভেবেছিল রানা, তবে সঙ্গে সঙ্গে নিজেই সেটাকে বাতিল করে দিয়েছে– ওদের উপর কড়া নজর রাখছে পুলিশ, ডাকলে তারাও পিছু নিয়ে চলে আসবে। পুলিশের পিছু নিয়ে চলে আসতে পারে অপাস ডেই-এর কোনও মৃত্যুদূত।

সোফিয়া বলছে, ক্রিপটেক্সটা উদ্ধার করতে হবে ওদেরকে। ওটাই সব কিছুর চাবিকাঠি।

তার সঙ্গে একমত রানা।

ওই চাবি হোলি গ্রেইলে পৌঁছে দেবে ওদেরকে।

পিছন থেকে কে কলকাঠি নাড়ছে তা-ও বলে দেবে চাবিটা।

শুধু এখানে এবং এখন কিস্টোনটা উদ্ধার করবার সুযোগ পাবে ওরা, আইজ্যাক নিউটনের এই সমাধিতে। ক্রিপটেক্সটা যার কাছেই থাকুক, ফাইনাল ক্লু ডিসাইফার করবার জন্য এই সমাধিতে তাকে আসতেই হবে– অবশ্য এর আগেই যদি তারা কাজটা সেরে ফিরে গিয়ে না থাকে।

খোলা জায়গা থেকে সরে যাওয়ার জন্য বাম দেয়ালের দিকে এগোচ্ছে ওরা। কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে রানা, বন্দি সার হিউমের হাত-পা বাঁধা হয়েছে, সম্ভবত তাঁর নিজেরই গাড়ির পিছনে ফেলে রাখা হয়েছে তাঁকে। প্রায়রি অভ সায়ানের প্রথম সারির সদস্যদেরকে যে-ই খুন করবার নির্দেশ দিয়ে থাকুক, সামনে বাধা দেখলে কোনও রকম ইতস্তত না করে আরও বহু লোককেই মেরে ফেলবার হুকুম দেবে সে।

'কোন্ দিকে যাব আমরা?' জানতে চাইল সোফিয়া।

রানার কোনও ধারণা নেই। 'কোনও ভলান্টিয়ারকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে হবে,' বলল ও।

লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াবার জায়গা অন্তত ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবি নয়, জানে রানা। জায়গাটার ভিতর অসংখ্য বেরিয়াল চেম্বার, প্রাচীর ঘেরা দালান আকৃতির সমাধি, চওড়া কুলঙ্গির ভিতর নিসঙ্গ শুয়ে থাকা মৃত মানুষের নিভৃত আস্তানা, ও ধাপ বেয়ে নেমে যাওয়া গুহার ভিতর সারি সারি কবর গিজ গিজ করছে।

লুভার মিউজিয়ামের মত, এখানেও মাত্র একটা পথ দিয়ে ভিতরে ঢোকা যায়– খানিক আগে যে দরজাটা পার হয়ে এসেছে ওরা।

'ভলান্টিয়াররা লাল আলখেল্লা পরে,' বলল রানা, সোফিয়াকে নিয়ে চার্চের মাঝখানে পৌঁছাচ্ছে।

দক্ষিণ প্রান্তে উঁচু, গিল্ড করা বেদির কাছে হাত ও হাঁটুর সাহায্যে কিছু মানুষকে ক্রল করতে দেখল রানা। কবর ঘষামাজা করছে তারা।

'আমি তো কোনও ভলান্টিয়ার দেখছি না,' বলল সোফিয়া। 'চলুন আমরা নিজেরাই খুঁজে দেখি সমাধিটা পাই কি না।'

কথা না বলে আরও কয়েক পা এগোল রানা, তারপর ডান দিকে হাত তুলল। সেদিকে তাকিয়ে অ্যাবির বিশালত্ব উপলব্ধি করতে পারল সোফিয়া, শেষ প্রান্তটা অস্পষ্ট হয়ে ছায়ার ভিতর হারিয়ে গেছে, অত দূরে দৃষ্টি পৌঁছায় না।

'নাহ্,' বলল সে। 'ভলান্টিয়ার একজন না হলেই নয়।'

ঠিক সেই মুহূর্তে, চার্চের মাঝখান থেকে একশো গজ দূরে, কয়্যার স্ক্রিনের আড়ালে, সার আইজাক নিউটন-এর সমাধিতে ঘোরাফেরা করছে একটা ছায়ামূর্তি।

প্রায় দশ মিনিট হলো মনুমেন্টটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে লালিক।

এই সমাধিতে বিরাট একটা কালো মার্বেলের তৈরি

সারকোফ্যাগাস রয়েছে, তাতে সার আইজাক নিউটনের হুবহু প্রতিকৃতি খোদাই করা: পরনে ক্লাসিকাল পরিচ্ছদ, গর্বিত ভঙ্গিতে হেলান দিয়ে আছেন নিজের লেখা বইগুলোর উপর– ডিভিনিটি, ক্রনলজি, অপটিকস এবং ফিলসফিয়া ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথাম্যাটিকা।

নিউটনের পায়ের কাছে ডানা সহ দুটো ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের হাতে একটা স্ক্রোল। নিউটনের হেলান দেওয়া শরীরের পিছনে ঋজু ভঙ্গিতে খাড়া হয়ে রয়েছে একটা পিরামিড। এখানে এই পিরামিড রীতিমত বেমানান হলেও, ল্যাংডনকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে মাঝামাঝি উচ্চতায় ওটার গায়ে বসানো বিরাট গোলকটা।

ল্যাক বেসনের রেখে যাওয়া ধাঁধাটা স্মরণ করল ল্যাংডন। *তাঁর সমাধিফলকে ছিল, এমন একটা গোলক খুঁজছ তুমি।* পিরামিড থেকে বেরিয়ে আসা বিরাট পাথুরে গোলকটার গায়ে নানা রকম দৃশ্য খোদাই করা রয়েছে– নক্ষত্রপুঞ্জ, ধূমকেতু, গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি। এগুলোর উপরে জ্যোতির্মণ্ডলের দেবীকে স্থান দেওয়া হয়েছে, আকাশ ভরা তারার নীচে।

তারাগুলো... অসংখ্য গোলক।

ল্যাংডনের ধারণা ছিল সমাধিটা পাওয়ার পর কোথায় গোলকটা অনুপস্থিত সেটা চিহ্নিত করা মোটেও কঠিন কাজ হবে না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ব্যাপারটা অত সহজ নয়। নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে কোনও নক্ষত্র– একটা গোলক– মুছে ফেলা হয়নি তো? কে জানে! তবে ল্যাংডনের বিশ্বাস, সমাধানটায় বুদ্ধির চমক থাকবে; সেইসঙ্গে সেটা হবে ধ্রুব সত্যের মত সহজ ও পরিষ্কার। *পোপ একজন নাইটকে সমাহিত করেছেন...।* কী গোলক খুঁজছি আমি?

গোলাপি শরীর ও বীজরোপিত গর্ভের কথা বলে সেটা।

কয়েকজন ট্যুরিস্ট এগিয়ে আসায় ল্যাংডনের মনোযোগ ছুটে গেল। তাড়াতাড়ি ক্রিপটেক্সটা পকেটে ভরে ফেলল সে, সতর্ক

চোখে তাকিয়ে দেখছে কাছাকাছি টেবিলটার দিকে এগোচ্ছে লোকগুলো।

টেবিলে রাখা কাপে চাঁদার টাকা রাখল তারা। চারকোল পেনসিল ও কাগজ নিয়ে পোয়েটস' কর্নারের দিকে চলে গেল দলটা; সম্ভবত শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য চসার, টেনিসন বা ডিকেন্সের সমাধি ঘষামাজা করবে।

একা হয়ে আবার সমাধির কাছে সরে এল লালিক, ওটার আগা থেকে গোড়ায় চোখ বুলাচ্ছে।

কী গোলক এখানে থাকার কথা ছিল, অথচ নেই? পকেটে হাত ভরে ক্রিপটেক্সটা স্পর্শ করল লালিক, ওটা স্পর্শ করলে যেন কোনও ইঙ্গিত বা সূত্র পাবে সে।

গ্রেইল আর আমার মাঝখানে মাত্র পাঁচটা শব্দ।

কয়্যার স্ক্রিনের কোণটায় পায়চারি শুরু করল লালিক। বুক ভরে শ্বাস নিল সে, তারপর মুখ তুলে দূরে তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করল প্রধান বেদিটা। তার দৃষ্টি গিল্টি করা বেদির উপর দিক থেকে নীচে নামছে। স্থির হলো লাল আলখেল্লা পরা অ্যাবির একজন ভলান্টিয়ারের উপর। তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে এনেছে লালিকের পরিচিত একজন মানুষ।

মাসুদ রানা। সোফিয়াও রয়েছে ওর সঙ্গে।

শান্তভাবে দু'পা পিছিয়ে কয়্যার স্ক্রিনের আড়ালে সরে এল লালিক। আশ্চর্য *তো!* তার জানা ছিল, রানা ও সোফিয়া ঠিকই একসময় কবিতার অর্থ বের করে ফেলবে, এবং পৌঁছেও যাবে নিউটনের সমাধিতে; তবে এত তাড়াতাড়ি আশা করেনি সে ওদেরকে।

পরবর্তী করণীয় নিয়ে চিন্তা করছে লালিক।

ক্রিপটেক্সটা আমার কাছে, ভাবল সে। *দেখা যাক চমকে দিয়ে কিছু সুবিধে আদায় করা যায় কি না।*

পকেটে হাত ভরে অন্য আরেকটা জিনিসের স্পর্শ নিল

লালিক, সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল তার। প্রয়োজন হলে মেডিউসা পিস্তলটা অবশ্যই ব্যবহার করবে সে।

যেমনটি হওয়ার কথা, লালিকের সঙ্গে লুকানো পিস্তল থাকায় মেটাল ডিটেকটর যান্ত্রিক চিৎকার জুড়ে দেয়। অস্ত্রের বাঁটে হাত রেখে এগিয়ে আসছিল গার্ডরা। কটমট করে তাকিয়ে নিজের আইডি কার্ডটা বের করে দেখিয়েছে লালিক তাদেরকে। সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে গেছে গার্ডরা। নির্দেশ আছে, মানী লোকের প্রতি যথাযথ সমীহ প্রকাশ করতে হবে। তা ছাড়া বোঝাই তো যাচ্ছে ধাতব ক্রাচের কারণেই শব্দ করেছে ডিটেকটর।

লালিকের ইচ্ছে ছিল সমস্যাটা নিয়ে একা নিরিবিলিতে মাথা ঘামাবে। কিন্তু রানা ও সোফিয়াকে দেখে এখন সে ভাবছে, এ বরং ভালই হয়েছে। গোলকের অনুপস্থিতি চিহ্নিত করতে পারছে না সে, দেখা যাক ওদের বুদ্ধি ধার নিয়ে সমাধানটা বের করা যায় কি না। কবিতা ডিসাইফার করে সমাধি খুঁজে পেয়েছে ওরা দুজন, হয়তো গোলক রহস্যের সমাধানও বের করে ফেলেছে।

রানা যদি পাসওয়ার্ডটা জানে, ঠিক সময়ে চাপ দিয়ে সেটা ওর কাছ থেকে আদায় করা কোনও ব্যাপারই নয়।

তবে এখানে নয়।

নিভৃত কোথাও।

আসবার পথে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট সাইন দেখেছে লালিক। আদর্শ একটা জায়গা, ভুলিয়ে-ভালিয়ে ওখানে একবার ওদেরকে নিয়ে যেতে পারলে হয়।

প্রশ্ন হলো, টোপটা কী হবে?

উত্তর আইল ধরে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে সোফিয়া ও রানা, মোটা থামগুলোর ছায়ার ভিতর থাকছে ওরা, খোলা চার্চের মধ্যভাগটাকে আলাদা করে রেখেছে ওগুলো।

অনেকক্ষণ ধরে হাঁটছে দুজন, পুরোটা দৈর্ঘ্যের অর্ধেকের

বেশি পার হয়ে এসেছে, তারপরও সার আইজাক নিউটনের সমাধিটাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না ওরা। সারকোফ্যাগাসটা লম্বা একটা কুলঙ্গির ভিতর, কুলঙ্গিটা তির্যক একটা রেখার মত, ফলে একেবারে কাছে না গেলে চোখে পড়ে না।

'অন্তত কাউকে দেখা যাচ্ছে না ওদিকে,' ফিসফিস করল সোফিয়া।

মাথা ঝাঁকাল রানা, স্বস্তি বোধ করছে। নিউটন সমাধির আশপাশটা সম্পূর্ণ খালি পড়ে আছে। 'সাবধানের মার নেই,' বলল ও। 'আমি একা এগোই। আপনি একটু আড়াল নিয়ে এদিকে থাকুন। বলা তো যায় না...'

রানার কথায় কান না দিয়ে ছায়া থেকে বেরিয়ে পড়ল সোফিয়া, দ্রুত পা চালিয়ে খোলা মেঝে ধরে এগোল।

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে তার পিছু নিল রানা।

কুলঙ্গিটা কাছে চলে আসতে ওদের হাঁটার গতি কমে এল। কালো মার্বেল সারকোফ্যাগাসটা দেখতে পাচ্ছে এখন ওরা, দেখতে পাচ্ছে কাত হয়ে থাকা নিউটন, ডানাওয়ালা দুই শিশু, বড়সড় পিরামিড ও বিরাট গোলক।

'এটার কথা আপনি জানতেন?' জিজ্ঞেস করল সোফিয়া, চমকে গেছে সে।

মাথা নাড়ল রানা, ও-ও কম অবাক হয়নি।

'ওগুলো মনে হচ্ছে খোদাই করা গোছা গোছা তারা।'

কুলঙ্গির ভিতর ঢোকার সময় হতাশায় ডুবে যাওয়ার একটা অনুভূতি হলো রানার। সার আইজাক নিউটনের সমাধি অসংখ্য গোলকে ঢাকা পড়ে আছে।

'এত সব গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে...' কথা শেষ না করে কাঁধ ঝাঁকাল সোফিয়া।

রানা চিন্তিত।

সোফিয়া সরাসরি সারকোফ্যাগাসের দিকে এগোল, তবে

কয়েক ফুট পিছিয়ে থাকল রানা, ওদের চারপাশের অ্যাবিতে নজর রাখছে।

'ডিভিনিটি,' বলল সোফিয়া, মাথা একদিকে কাত করে বইগুলোর নাম পড়ছে, যেগুলোয় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন নিউটন। 'ক্রনলজি। অপটিকস। ফিলসফিয়া ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথাম্যাটিকা?' রানার দিকে ঘুরে গেল সে। 'কোনও ঘণ্টি বাজে?'

একটু এগোল রানা, প্রশ্নটা বিবেচনা করছে। 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথাম্যাটিকা, আমার যতটুকু মনে পড়ছে, গ্রহগুলোর মহাকর্ষ সম্পর্কিত। ওগুলো গোলক বটে, তবে কেন যেন মনে হচ্ছে অপ্রাসঙ্গিক।'

'রাশিচক্রের প্রতীকগুলো?' জানতে চাইল সোফিয়া, গোলকে খোদাই করা নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে আঙুল তুলল। 'কুম্ভ ও মীন সম্পর্কে কী যেন বলছিলেন তখন...'

দি এন্ড অভ ডেইজ, ভাবল রানা, প্রায়রি অভ সায়ানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকজন এই বাক্যটা প্রায়ই ব্যবহার করে। 'কুম্ভের শেষ ও মীনের শুরু ঐতিহাসিকভাবে একটা মার্কার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, ঠিক এরকম একটা সময়েই নাকি স্যাংগ্রিয়াল ডকুমেন্ট দুনিয়ার মানুষকে জানিয়ে দেয়ার প্ল্যান করেছে প্রায়রি অভ সায়ান।' *কিন্তু মিলেনিয়াম এলো ও চলে গেল, কিছুই ঘটল না; ইতিহাসবিদরা এখন আর নিশ্চিত নয় কবে নাগাদ সত্য প্রকাশ করা হবে।*

'কবে সবাইকে জানানো হবে তা হয়তো বলা আছে কবিতার শেষ লাইনটায়,' বলল সোফিয়া।

গোলাপি শরীর ও বীজরোপিত গর্ভের কথা বলে সেটা। সম্ভাবনার আলো দেখতে পাচ্ছে রানা। এই প্রথম শেষ লাইনটাকে এভাবে বিবেচনা করছে ও।

'আপনি আমাকে বলেছেন,' বলল সোফিয়া, 'দ্য রোয এবং তার উর্বর গর্ভ সম্পর্কে সত্যি কথাটা প্রকাশ করার একটা নির্দিষ্ট

সময় ঠিক করে রেখেছে প্রায়রি, সেটার সঙ্গে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের একটা যোগাযোগ আছে। এখানে গ্রহ বলতে আমরা গোলক বুঝব না?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। কিন্তু ওর মন বলছে অ্যাস্ট্রনমি কোনও সমাধান এনে দেবে না। এর আগে গ্র্যান্ড মাস্টারের প্রতিটি সমাধানে প্রতীকী বা সাংকেতিক তাৎপর্য ছিল– *মোনা লিসা*, *ম্যাডোনা অভ দ্য রকস্*। *SOFIA*। এ পর্যন্ত ল্যাক বেসন নিজেকে দক্ষ একজন কোড উদ্ভাবক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রানার তাই ধারণা ফাইনাল পাসওয়ার্ড, যে পাঁচটা শব্দ প্রায়রির সর্বশেষ রহস্যকে উন্মোচিত করবে, প্রতীকী তো হবেই, সেই সঙ্গে হবে জলবৎ তরলং।

'দেখুন!' হাঁপিয়ে উঠল সোফিয়া, খপ করে খামচে ধরল রানার কনুইয়ের উপরটা। তার ছোঁয়ায় যে ভয় রয়েছে সেটা অনুভব করে রানা ধরে নিল নিশ্চয়ই ওদের দিকে কেউ আসছে। তবে ঘাড় ফেরাতে দেখল সোফিয়া হাঁ করে কালো মার্বেল পাথরের সারকোফ্যাগাসের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। 'এখানে ছিল কেউ,' ফিসফিস করল সে, হাত তুলে সারকোফ্যাগাসের একটা জায়গা দেখাল– নিউটনের খাড়া ডান পা-র কাছে।

সোফিয়ার ভয় পাওয়ার কারণটা রানা ধরতে পারছে না। অসর্তক কোনও ট্যুরিস্ট নিউটনের পায়ের কাছে, সারকো-ফ্যাগাসের ঢাকনির উপর, একটা চারকোল পেনসিল, ফেলে গেছে। নাহ্, আর কোথাও কিছু নেই।

ওটা তোলার জন্য হাত বাড়াল রানা। সারকোফ্যাগাসের দিকে যেই ঝুঁকেছে অমনি পালিশ করা কালো মার্বেল স্ল্যাবে পড়া আলো যেন সরে গেল, সেই সঙ্গে স্থির হয়ে গেল রানা। সোফিয়ার ভয় পাওয়ার কারণটা এতক্ষণে উপলব্ধি করতে পারল ও পরিষ্কার।

সারকোফ্যাগাস ঢাকনির উপর, নিউটনের পায়ের কাছে,

অস্পষ্টভাবে চিকচিক করছে চারকোল পেনসিল দিয়ে লেখা মেসেজটা।

সার হিউম আমার কাছে।
চ্যাপ্টার হাউসের ভিতর দিয়ে যান
দক্ষিণ পথ দিয়ে বেরুবেন, ঢুকবেন পাবলিক গার্ডেনে।

লেখাটা দু'বার পড়ল রানা, বুকের ভিতরটা ধক্-ধক্ করছে।

ঘুরে চার্চের মাঝখানে চোখ বুলাচ্ছে সোফিয়া।

প্রথমে শঙ্কিত বোধ করলেও, এখন রানার মনে হচ্ছে মেসেজটা আসলে সুখবরই বয়ে এনেছে। *সার হিউম এখনও বেঁচে আছেন।* আরও একটা জিনিস জানা গেছে। 'ওরাও পাসওয়ার্ডটা জানে না,' নিচু গলায় বলল ও।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকিয়ে ফিসফিস করল সোফিয়া। 'তা না হলে নিজেদের উপস্থিতি প্রকাশ করবে কেন?'

'বিনিময় করতে চাইছে ওরা, পাসওয়ার্ডের বদলে সার হিউম,' বলল রানা।

'বোধহয়।'

'তবে এটা একটা ফাঁদও হতে পারে,' বলল রানা। 'গার্ডেনটা অ্যাবি পাঁচিলের বাইরে, পরিচিত একটা পাবলিক প্লেস হলেও জায়গাটা নির্জন।' বেশ কয়েক বছর আগে অ্যাবির বিখ্যাত কলেজ গার্ডেনে একবার বেড়িয়ে গেছে ও– ছোট একটা ফলের বাগান, তবে প্রচুর ঔষধি গাছও আছে– পুরানো দিনের অবশিষ্ট, পুরোহিতরা যখন লতা-গুল্ম ও গাছ-গাছড়ার শিকড় দিয়ে নিজেদের চিকিৎসা করত। ব্রিটেনের প্রাচীনতম সব ফলের গাছ এখনও জ্যান্ত দেখতে পাওয়া যায় এখানে। ট্যুরিস্টদের অত্যন্ত প্রিয় একটা স্পট, অ্যাবিতে না ঢুকেও পৌঁছানো যায়।

'আমার ধারণা,' বলল সোফিয়া, 'বাইরে যেতে বলা হয়েছে অভয় দেয়ার জন্যে। আমরা যাতে নিরাপদ বোধ করি।'

রানার সন্দেহ তবু যায় না। 'বাইরে মানে ওখানে কোনও মেটাল-ডিটেকটর নেই।'

গম্ভীর হলো সোফিয়া। 'মেসেজে লিখেছে, চ্যাপ্টার হাউস হয়ে দক্ষিণ পথ দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে,' বলল সোফিয়া। 'এমন হতে পারে না দক্ষিণ পথের গোড়া থেকে বাগানের বেশ কিছুটা দেখা যায়? সেক্ষেত্রে বাইরে বেরুবার আগে চারদিকটা ভাল করে দেখে নেব আমরা।'

রানাও তা-ই ভাবছে। অস্পষ্টভাবে মনে পড়ছে ওর, চ্যাপ্টার হাউস প্রকাণ্ড আটকোনা একটা হল। আধুনিক পার্লামেন্ট ভবন তৈরির আগে ওখানেই সাংসদরা অধিবেশনে বসতেন।

কয়েক বছর আগের কথা, তারপরও রানার আবছাভাবে মনে পড়ছে যে পাঁচিল ঘেরা একটা ওয়াক-ওয়ের ভিতর দিয়ে যাওয়া যায় সেদিকে।

সমাধির কাছ থেকে কয়েক পা পিছিয়ে এল রানা, তারপর কয়্যার স্ক্রিনের কিনারা থেকে ওর ডানদিকে উঁকি দিল, চার্চের মধ্যভাগ পার হয়ে দৃষ্টি চলে গেল এক পাশে, যেখান থেকে নেমে এসেছে ওরা।

কাছাকাছি গুহা আকৃতির একটা প্যাসেজ দেখা যাচ্ছে, মাথায় বড়সড় সাইন। সাইনে বলা হয়েছে প্যাসেজ ধরে কোথায় পৌঁছানো যায়।

সাইনটটার নীচ দিয়ে প্যাসেজে ঢুকে হন-হন করে এগোচ্ছে ওরা। ওদের এই ব্যস্ততার কারণে ছোট্ট সাইনটা চোখ এড়িয়ে গেল, তাতে ক্ষমা-প্রার্থনা করে বলা হয়েছে, মেরামতের জন্য নির্দিষ্ট কিছু এলাকা আপাতত বন্ধ।

কিছুক্ষণ পরেই উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, ছাদবিহীন একটা উঠানে পৌঁছাল ওরা। সকালের ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছে মাথায়। অনেক উপরে দাপাদাপি করছে বাতাস, তার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

উঠানটাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে সরু ওয়াক-ওয়ে, ভিতরে ঢোকার পর দম আটকে আসার অনুভূতি হলো রানার। টানেলের শেষ প্রান্তের কথা মাথায় রেখে চ্যাপ্টার হাউসের দিকে এগোল ও। ওয়াক-ওয়েটা ঠাণ্ডা ও স্যাঁতসেঁতে, পাঁচিলের গায়ে ছোট ফাঁকগুলো আলো আসার একমাত্র পথ।

পুবদিকে চল্লিশ গজ এগোবার পর ওদের বাম দিকে খিলান ঢাকা একটা পথের দেখা মিলল, ওদেরকে পৌঁছে দিল আরেকটা করিডরে। এটা দিয়েই ঢুকতে হবে, কিন্তু মুখের কাছেই একটা সাইনে লেখা রয়েছে:

মেরামতি কাজের জন্য বন্ধ।

লম্বা ও নির্জন করিডরের দেয়ালে বাঁশের তৈরি মাচা ঝুলছে, কোথাও কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে দেয়ালের অংশবিশেষ। ওগুলোর পিছনে, ডান ও বাম দিকে, পিক্স চেম্বার ও সেইন্ট ফেইথ'স চ্যাপেল-এ ঢোকার প্রবেশপথ দেখতে পাচ্ছে রানা। চ্যাপ্টার হাউসে ঢোকার পথটা আরও দূরে, লম্বা করিডরের প্রায় শেষ মাথায়। তবে এত দূর থেকেও ভারী দরজাটা খোলা দেখতে পাচ্ছে ও, জানালা দিয়ে ঢোকা ধূসর প্রকৃতিক আলোয় আভাস পাওয়া যাচ্ছে কামরাটা আটকোনা।

প্রায় অন্ধকার করিডর ধরে এগোল ওরা। বৃষ্টি ও বাতাসের আওয়াজ পিছিয়ে পড়ল। চ্যাপ্টার হাউসটা উপগ্রহের মত, মূল ভবনের সঙ্গে পরে জোড়া হয়েছে।

কাছাকাছি চলে এসে ফিসফিস করল সোফিয়া, 'এ তো বিশাল।'

রানা ভুলে গিয়েছিল আটকোনা কামরাটা কত বড়। খোলা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে পাঁচতলা উঁচু জানালাগুলো দেখতে পাচ্ছে, গম্বুজ আকৃতির সিলিঙে গিয়ে ঠেকেছে। ওগুলোর সামনে থেকে অবশ্যই বাইরের বাগানটা দেখতে পাবে ওরা।

ভিতরে ঢুকে দক্ষিণ দেয়ালের খোঁজে দশ ফুট এগোল ওরা,

এই সময় উপলব্ধি করল যে দরজাটা থাকার কথা সেটার কোনও অস্তিত্বই নেই।

সামনে নিরেট পাঁচিল।

ওদের পিছন ভারী একটা দরজা যেন গুঙিয়ে উঠল। ঝট্ করে ঘুরল ওরা, আবার বন্ধ হয়ে গেল সেটা। জায়গা মত বোল্ট টেনে দেওয়ার আওয়াজ হলো– ঘটাং!

বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়ানো নিঃসঙ্গ লোকটা শান্ত, ওদের দিকে তাক করে ধরা তার হাতের পিস্তলটাও একদম স্থির। তার বগলের নীচে একজোড়া অ্যালুমিনিয়াম ক্রাচ দেখা যাচ্ছে।

মুহূর্তের জন্য রানার মনে হলো স্বপ্ন দেখছে।

লোকটা সার আলবার্ট হিউম।

সতেরো

আলবার্ট হিউমকে দুঃখিত ও কাতর দেখাচ্ছে। 'বন্ধুরা,' বললেন তিনি। 'আপনারা গত রাতে আমার বাড়িতে ঢোকার মুহূর্ত থেকে আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি, আপনাদের কারও যাতে কোনও ক্ষতি না হয়। কিন্তু আপনাদের জিদ এখন আমাকে কঠিন একটা পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দিয়েছে।'

রানা ও সোফিয়ার চেহারায় বিস্ময় ও অবিশ্বাস দেখতে পাচ্ছেন হিউম। ভাবছেন, *দুজনকেই অনেক কিছু বলবার আছে আমার... কত কিছু যে বোঝো না তোমরা!*

'প্লিজ, বিশ্বাস করুন,' বললেন সার হিউম। 'আমি চাইনি এর

মধ্যে জড়িয়ে পড়ুন আপনারা। আমি ডাকিনি, আপনি, মিস্টার রানা, নিজেই আমার বাড়িতে এসেছেন।'

'সার হিউম,' বলল রানা, 'এর মানে কী? আপনি এখানে কী করছেন? আমরা ভেবেছি আপনি ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে আছেন। এখানে আমরা আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি।'

'জানতাম আসবেন আপনারা,' বললেন সার হিউম। 'অনেক বিষয়ে আলাপ আছে আমাদের।'

রানা ও সোফিয়া দৃষ্টি বিনিময় করল। তারপর আবার তাকাল হিউমের হাতে ধরা পিস্তলটার দিকে।

'এটা স্রেফ আপনাদের মনোযোগ ধরে রাখার জন্যে,' বললেন হিউম। 'আমি ক্ষতি করতে চাইলে এতক্ষণে আপনারা মরে ভূত হয়ে যেতেন। মানুষ হিসেবে আমার একটা মর্যাদাবোধ আছে, এবং বিবেকের কাছে আমি শপথ নিয়েছিঃ বলি দেব শুধু তাদেরকে, যারা স্যাংগ্রিয়ালের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।'

'আপনার কথা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না,' বলল রানা। 'স্যাংগ্রিয়ালের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা মানে?'

'আমি একটা ভয়ঙ্কর সত্য আবিষ্কার করেছি,' বড় একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন হিউম। 'জেনে গেছি, কী কারণে স্যাংগ্রিয়াল ডকুমেন্টের আসল সত্য কখনওই দুনিয়ার মানুষকে জানানো হবে না। জানতে পেরেছি, প্রায়রির সিদ্ধান্ত হলো এ-ব্যাপারে মানুষকে চিরকাল অন্ধকারে রাখা হবে। সেজন্যেই নতুন সহস্রাব্দ নিঃশব্দে পার হয়ে গেল, আমরা "এন্ড অভ দ্য ডেইজ"-এ প্রবেশ করলাম, অথচ তারপরও কিছু প্রকাশ করা হলো না।'

প্রতিবাদের সুরে কিছু বলতে যাচ্ছে রানা, কিন্তু ওকে সুযোগ দিলেন না হিউম।

'সত্য কী, তা সবাইকে জানিয়ে দেয়ার পবিত্র দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল প্রায়রিকে,' বলে চলেছেন তিনি। 'এন্ড অভ দ্য ডেইজ

চলে এলে স্যাংগ্রিয়াল ডকুমেন্ট প্রকাশ করতে হবে। কয়েক শো বছর ধরে দ্য ভিঞ্চি, বটিচেলি ও নিউটনের মত ব্যক্তিরা নিজেদের জীবনের ওপর ঝুঁকি নিয়ে ডকুমেন্টটা রক্ষা করেছেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে, মাহেন্দ্রক্ষণটিতে, ল্যাক বেসন তাঁর সিদ্ধান্ত পাল্টালেন। ক্রিশ্চানদের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল ওটা, সেটা পালন করতে ব্যর্থ হলেন ভদ্রলোক। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, এখনও সময় হয়নি।' সোফিয়ার দিকে ঘুরে গেলেন হিউম। 'তিনি গ্রেইলকে অবহেলা করেছেন। নিদারুণ হতাশ করেছেন প্রায়রিকে। অসম্মান করেছেন তাঁর পূর্বসূরিদের...'

'তা হলে আপনি?' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সোফিয়া, সবুজ চোখে ক্রোধ ও আক্রোশ। 'আমার দাদু খুন হবার জন্যে আপনিই দায়ী?'

হিউমের দৃষ্টিতে রাজ্যের তিরস্কার। 'উপায় ছিল না। আপনার নানা আর তাঁর সেনিশ্যালরা আসলে বেঈমানী করেছিলেন।'

'অসম্ভব!' প্রতিবাদ করল সোফিয়া। 'আপনি একটা মিথ্যুক!'

তার কথা গ্রাহ্য না করে হিউম বলল, 'আপনার নানা চার্চের কাছে বিক্রি হয়ে গিয়েছিলেন। এটা তো জানা কথাই যে তারা তাঁকে মুখ বন্ধ রাখার জন্যে চাপ দিচ্ছিল। ভয়ে তিনি মুখ না খোলার সিদ্ধান্ত নেন।'

'অসম্ভব!' তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল সোফিয়া। 'আমার দাদু ভয় পাবার মানুষ ছিলেন না। আমার দাদুর ওপর চার্চেরও কোনও প্রভাব ছিল না!'

শান্ত ভঙ্গিতে হাসল হিউম। 'মাই ডিয়ার,' চার্চের রয়েছে দু'হাজার বছরের চাপ দেয়ার অভিজ্ঞতা, এই চাপ দিয়েই তো তারা সেই কনস্ট্যানটাইন-এর সময় থেকে মেরি ম্যাগডেলেন ও যিশু সম্পর্কে সব সত্যি কথা গোপন রাখতে সফল হয়েছে। সে যাক,' তার চোখের দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ হলো, 'মিস সোফিয়া, বেশ কিছুদিন হলো ল্যাক বেসন, অর্থাৎ আপনার নানা, আপনাকে আপনার পরিবার সম্পর্কে আসল কথাটা বলতে চেষ্টা করছিলেন।'

হতচকিত দেখাল সোফিয়াকে। 'আপনি তা জানলেন কীভাবে?'

'সেটা বড় কথা নয়। গুরুত্বপূর্ণ হলো,' বড় করে শ্বাস নিল হিউম, 'আপনার মা, বাবা, নানী ও ভাইয়ের মৃত্যু কোনওক্রমেই দুর্ঘটনা ছিল না।'

কথাগুলো সোফিয়ার আবেগকে যেন উথলে দিল। কিছু বলবার জন্য মুখ খুললেও, কোনও শব্দ বের হলো না।

'কী বলতে চান আপনি?' জানতে চাইল রানা।

'মিস্টার রানা, এ থেকেই সবকিছুর ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। সব খাপে খাপে মিলে যাবে। হিস্টরি রিপিটস্ ইটসেলফ। অতীত উদাহরণ বলে, স্যাংগ্রিয়াল গোপন রাখার স্বার্থে চার্চ খুন করতে অভ্যস্ত। "এন্ড অভ দ্য ডেইজ" কাছে চলে আসায়, গ্র্যান্ড মাস্টারের প্রিয়জনদেরকে খুন করে অত্যন্ত পরিষ্কার একটা মেসেজ দেয় তারা: খবরদার! চুপ করে থাকুন, তা না হলে এরপর সোফিয়া আর আপনার পালা।'

'ওটা একটা কার-অ্যাক্সিডেন্ট ছিল,' কোনও রকমে বলল সোফিয়া। ছেলেবেলার সেই ব্যথা আরও তীব্র হয়ে ফিরে আসছে বুকে। 'নেহাতই দুর্ঘটনা একটা।'

'আপনাকে অন্ধকারে রাখার জন্যে বানানো গল্প,' বলল হিউম। 'এটা বিবেচনা করুন, পরিবারের মাত্র দুজন সদস্যকে স্পর্শ করা হয়নি– প্রায়রির গ্র্যান্ড মাস্টার ও তাঁর নিঃসঙ্গ নাতনিকে। চার্চ ভেবেছে, এদের দুজনকে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে ব্রাদারহুডকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে। আমি শুধু কল্পনা করতে পারি গত কয়েক বছর আপনার নানাকে কী ধরনের আতঙ্কের মধ্যে রেখেছিল চার্চ। নিশ্চয়ই হুমকি দিয়ে বলেছে স্যাংগ্রিয়াল সিক্রেট ফাঁস করে দিলে আপনাকে তাঁর হারাতে হবে।'

'আপনার কাছে কোনও প্রমাণ আছে,' জিজ্ঞেস করল রানা.

'এই মৃত্যুগুলোর জন্যে যে চার্চ দায়ী? কিংবা চার্চ শর্ত দিয়েছে প্রায়রিকে চুপ থাকতে হবে?'

'প্রমাণ?' প্রায় খেঁকিয়ে উঠল হিউম। 'আপনি প্রমাণ চান প্রায়রিকে শর্ত দেয়া হয়েছিল কি না? নতুন সহস্রাব্দ এল, অথচ তারপরও দুনিয়ার মানুষ অজ্ঞ থেকে গেল! এরচেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে?'

যেন হিউমের বলা কথাগুলো আরেকটা কণ্ঠস্বর থেকে প্রতিধ্বনি হয়ে বেরিয়ে আসছে, সেই কণ্ঠস্বর নিজের দাদুর বলে চিনতে পারল সোফিয়া। '*সোফিয়া, তোমার পরিবার সম্পর্কে সত্যি কথাটা তোমাকে আমার বলতে হবে।*' এটাই কি সেই সত্য, দাদু যেটা বলতে চেয়েছিলেন তাকে? তার পরিবারকে খুন করা হয়েছে? যে দুর্ঘটনায় তার আপনজনরা হারিয়ে গেছে সেটা সম্পর্কে কতটুকু জানে সে? অস্পষ্ট কিছু বিবরণ। এমনকী খবরের কাগজের রিপোর্টগুলোও ছিল ভাসা ভাসা। দুর্ঘটনা নয়? বানানো গল্প?

হঠাৎ করেই সোফিয়ার মনে পড়ে গেল তার নিরাপত্তার ব্যাপারে দাদু কী রকম বাড়াবাড়ি করতেন। সেই ছোটবেলা থেকেই তাকে একা রেখে কোথাও যেতেন না। বড় হয়ে ভার্সিটিতে ঢোকার পরও সোফিয়া অনুভব করত দাদুর দৃষ্টি তাকে যেন সারাক্ষণ অনুসরণ করছে। এখন তার সন্দেহ হচ্ছে, প্রায়রির সদস্যরা তাকে বোধহয় সারাটা জীবনই আড়াল থেকে পাহারা দিয়েছে।

'আপনার সন্দেহ হয়েছিল হুমকির মুখে আপস করতে বাধ্য হয়েছেন ল্যাক বেসন,' বলল রানা, চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে হিউমের দিকে। 'তাই আপনি তাঁকে খুন করলেন?'

'আমি নিজে ট্রিগার টানিনি,' মাথা নেড়ে বলল হিউম। একটু বিরতি নিয়ে আবার বলল, 'বেসন মারা গিয়েছিলেন বহু বছর আগেই, চার্চ যখন পরিবারকে তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়। তিনি

আপস করেন। এখন তিনি বিবেকের দংশন থেকে মুক্ত, গুরুদায়িত্ব পালন করতে না পারার লজ্জা থেকেও রক্ষা পেয়েছেন।'

'আপনার ভূমিকাটা আমার কাছে এখনও পরিষ্কার হচ্ছে না, মিস্টার হিউম,' বলল রানা।

'বলতে পারেন আমিই সবকিছুর মূলে। বহু বছর ধরে এটার পেছনে লেগে আছি। আমিই অপাস ডেইকে ইনভলভ করি, কার অ্যাক্সিডেন্টটাও আমারই প্ল্যান ধরে করা হয়। ল্যাক বেসন আর তিন সেনিশ্যালকে মারার প্ল্যানটাও। তবে কী হয়েছে ভুলে যান, ভাবুন কী হওয়া উচিত!' গলার আওয়াজ চড়িয়ে, ভাষণ দেওয়ার সুরে বলল হিউম। খানিকটা খেপাটে দেখাচ্ছে তাকে। 'কিছু একটা করতে হবে না? আমরা কি চাই দুনিয়ার মানুষ চিরকাল অন্ধকারে থাকুক? চাই, নিজ অস্তিত্বের স্বার্থে অনন্তকাল একটা মিথ্যেকে সত্যি বলে চালিয়ে যাক চার্চ? না, অবশ্যই কিছু একটা করতে হবে! অসমর্থ ল্যাক বেসনের গুরুদায়িত্ব আমরাই পালন করব। মারাত্মক একটা ভুলকে শুধরে দেব।' থেমে দম নিল সে। 'আমরা তিনজন। একসঙ্গে।'

কণ্ঠস্বরটা সোফিয়ার নিজের কানেই বেসুরো লাগল। 'আমরা আপনাকে সাহায্য করব, এটা আপনি ভাবছেন কীভাবে?'

'ভাবছি এই জন্যে যে, মাই ডিয়ার, আপনার কারণেই প্রায়রি ডকুমেন্টটা রিলিজ করতে ব্যর্থ হয়েছে। আপনাকে অত্যধিক ভালবাসতেন বলে চার্চকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেননি ল্যাক বেসন। প্রতিশোধের ভয় তাঁকে পঙ্গু করে রেখেছিল। আপনি তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক না রাখায় ব্যাপারটা তিনি ব্যাখ্যা করার সুযোগ পাননি, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় অপেক্ষা করতে হয়েছে তাঁকে। এখন দুনিয়ার লোকের এক ধরনের অধিকার জন্মেছে আপনার কাছ থেকে সত্যটা জানার। দাদুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হলেও এই কাজটা আপনাকে করতে হবে।'

রানার মাথায় এখন শুধু একটাই চিন্তা, যেভাবেই হোক সোফিয়াকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যেতে হবে। সার হিউমের ব্যাপারে ওর মনে যে অপরাধ বোধ ছিল তার লেশমাত্রও আর নেই, তবে সোফিয়ার জন্য খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

জানা গেছে, প্রায়রিকে চুপ রাখার জন্য সোফিয়ার পরিবারকে চার্চ খুন করেনি, করেছে সার হিউম! রানা জানে, আধুনিক চার্চ মানুষ হত্যা করে না। গোটা ব্যাপারটার পিছনে কাজ করেছে এক পঙ্গু, বিপথগামী লোক।

সোফিয়ার দিকে তাকাল রানা, অত্যন্ত নার্ভাস লাগছে তাকে। 'সোফিয়াকে চলে যেতে দিন,' হিউমকে বলল ও। 'আসুন, আমি আর আপনি, দুজনে বসে একটা আপস রফা করি।'

বেসুরো গলায় হেসে উঠে হিউম বলল, 'আপনিই বরং আমার প্রস্তাবটা মেনে নিন।' শরীরের সবটুকু ভার ক্রাচের উপর চাপিয়ে দিল সে, হাতের পিস্তল সোফিয়ার দিকে তাক করল, তারপর খালি হাতটা পকেটে ভরে কিস্টোনটা বের করে আনল। রানার দিকে ওটা বাড়িয়ে ধরবার সময় সামান্য টলে উঠল সে। 'আমি যে আপনাকে বিশ্বাস করছি তার প্রমাণ, সার।'

রানা সতর্ক। এক চুল নড়ছে না।

'আরে নিন!' বলল হিউম, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে আরও একটু সামনে বাড়াল কিস্টোনটা।

জিনিসটা মাত্র একটা কারণে ফেরত দিতে পারে হিউম, ভাবল রানা। 'আপনি এরইমধ্যে খুলেছেন ওটা। ম্যাপটা সরিয়ে ফেলেছেন।'

মাথা নাড়ছে হিউম। 'রানা, ধাঁধার সমাধান পেয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেইলের খোঁজে ছুটতাম আমি, এখানে লেকচার মেরে আপনাদেরকে দলে টানার চেষ্টা করতাম না। প্লিজ, আসুন, কাজটা আমরা একসঙ্গে করি।'

সামনে এগোল রানা। দেখল সোফিয়ার দিকে ধরা পিস্তলের নল একটুও কাঁপছে না। ঠাণ্ডা মার্বেলের সিলিন্ডারটা হিউমের হাত থেকে নিল ও।

সিলিন্ডারটা নেওয়ার সময় ওটার ভিতর কলকল করে উঠল ভিনিগার. দ্রুত আবার নিজের জায়গায় ফিরে গেল রানা। ডায়ালগুলো এলোমেলোভাবে রয়েছে, অর্থাৎ ক্রিপটেক্সটা এখনও লক করা।

হিউমকে খুঁটিয়ে দেখছে রানা। 'কীভাবে বুঝলেন এটাকে আমি এখনই আছাড় মেরে ভেঙে ফেলব না?'

হিউমের হাসি কেমন যেন ভৌতিক শোনাল। 'আপনাকে আমি চিনি, রানা। দি গ্রেট ডিটেকটিভ, দি গ্রেট অ্যামেচার আর্কিওলজিস্ট, দি গ্রেট অ্যাডভেঞ্চারার। আপনার পক্ষে এরকম একটা জিনিস ধ্বংস করা সম্ভব নয়। আপনার হাতে ওটা স্যাংগ্রিয়ালের হারিয়ে যাওয়া চাবি, দু'হাজার বছরের পুরানো ইতিহাস লুকিয়ে আছে ওর মধ্যে।'

'আমরা যদি এটা খুলতে পারতাম, কিংবা পাসওয়ার্ডটা জানা থাকত, তবু আপনাকে সাহায্য করতে রাজি হতাম না,' বলল রানা। 'কারণ, আপনি একটা ক্রিমিনাল!'

'আমার প্রতি আপনারা কতটা ঋণী, সেটা উপলব্ধি করতে পারছেন না বলেই এরকম অকৃতজ্ঞের মত কথা বলতে আপনার বাধছে না। আমার কাজ অনেক সহজ হয়ে যেত লুইকে দিয়ে আপনাদেরকে যদি খুন করাতাম, আমার শ্যাতোয় আপনারা পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে। তা না করে মহত্ত্ব দেখিয়ে আমি...'

'এটা আপনার মহত্ত্ব?' জিজ্ঞেস করল রানা, পিস্তলের দিকে তাকিয়ে।

'এরজন্যে বেসন দায়ী,' বলল হিউম। 'তিনি আর তাঁর সেনিশ্যালরা মিথ্যেকথা বলেছে লেবরানকে। তা না বললে কোনও রকম জটিলতা ছাড়াই কিস্টোনটা পেয়ে যেতাম আমি।

কী করে বুঝব আমাকে বোকা বানিয়ে গ্র্যান্ড মাস্টার তাঁর নাতনিকে দিয়ে যাবেন জিনিসটা? আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, সার, ডিপজিটরি ব্যাঙ্ক থেকে বের করে কিস্টোনটা সরাসরি আপনি আমার কাছে নিয়ে আসেন।'

আর কোথায় যেতে পারতাম আমি? ভাবল রানা। *গ্রেইল হিস্টরিয়ান হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন, তা ছাড়া লোকটার সঙ্গে আমার ভাল পরিচয় ছিল। কে জানত ব্যাটা এক নম্বর শয়তান!*

হিউমকে এখন খুশি দেখাচ্ছে। 'যখন জানতে পারলাম মারা যাবার আগে বেসন আপনাকে একটা মেসেজ দিয়ে গেছেন, বুঝলাম মূল্যবান কোনও প্রায়রি ইনফরমেশন পেয়েছেন আপনি। তারপর যখন শুনলাম আপনার পেছনে পুলিশ লেগেছে, আন্দাজ করলাম পালিয়ে আপনারা আমার কাছে আসতে পারেন।'

'কিন্তু যদি না আসতাম?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমি প্ল্যান করছিলাম কীভাবে আপনার দিকে সাহায্যের হাত বাড়ানো যায়। কোনও না কোনও ভাবে কিস্টোনটাকে আমার শ্যাতোয় আসতেই হত। আপনি ওটা আমার বাড়ানো হাতে ডেলিভারি দেয়ায় প্রমাণ হয়েছে আমার উদ্দেশ্য ন্যায্য ও মহৎ।'

'কী?'

'কথা ছিল শ্যাতো ভিলেটিতে ঢুকে আপনাদের কাছ থেকে কিস্টোনটা চুরি করবে লেবরান। তাতে জখম না করে মঞ্চ থেকে সরিয়ে দেয়া যাবে আপনাদেরকে, নিজেকেও সন্দেহের উর্ধ্বে রাখা হবে। কিন্তু বেসনের কোড অত্যন্ত জটিল টের পেয়ে সিদ্ধান্ত পাল্টাই আমি। ঠিক করি আমার অভিযানে আপনাদের দুজনকে আরও কিছু সময় রাখব। কিস্টোনটা লেবরানকে দিয়ে পরে চুরি করালেও চলবে, যখন মনে হবে একা ম্যানেজ করতে পারব...'

'ও, আচ্ছা! টেম্পল চার্চের ওই কাণ্ড তা হলে আপনারই সাজানো নাটক!' বলল সোফিয়া।

*

এতক্ষণে ঢুকছে মাথায়, ভাবল হিউম। রানা ও সোফিয়ার কাছ থেকে কিস্টোন চুরি করার আদর্শ জায়গা ছিল টেম্পল চার্চ। লুইকে দেয়া তার নির্দেশে কোনও রকম অস্পষ্টতা ছিল না— লেবরান কিস্টোন উদ্ধার করবে, তুমি থাকবে সবার চোখের আড়ালে। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, রানা কিস্টোন ভেঙে ফেলবার হুমকি দিতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে লুই।

নিজের চেহারা না দেখালে লুইকে আজ মরতে হত না, ভাবল হিউম, বিষণ্ন বোধ করছে। নিজেকে কিডন্যাপ করাবার অভিনয়টা মনে পড়ল। ভাবল, *আমার একমাত্র লিঙ্ক ছিল লুই, যে আমাকে চিনত; অথচ নিজের চেহারা দেখিয়ে দিল সে।*

সার হিউমের সত্যিকার পরিচয় লেবরানের জানা ছিল না, ফলে সহজেই বোকা বানানো গেছে তাকে। চার্চ থেকে তাকে বের করে নিয়ে গেছে সে। লুই যখন লিমাযিনের পিছনে ফেলে তার হাত-পা বাঁধছে, ধরতে পারেনি গোটা ব্যাপারটা তাদের অভিনয়। সাউন্ডপ্রুফ ডিভাইডার তুলে হিউম খুব সহজেই সামনের সিটে বসা লেবরানকে ফোন করেছে, লালিকের ফ্রেঞ্চ বাচনভঙ্গি নকল করে তাকে নির্দেশ দিয়ে বলেছে সোজা অপাস ডেই-এর রেসিডেন্ট সেন্টারে চলে যাও। পুলিশকে করা একটা ফোন-কল মঞ্চ থেকে সরিয়ে দিয়েছে লেবরানকে।

একটা আলগা সুতোয় গিঁট মারা হলো।

আরেকটা আলগা সুতো ছিল, *লুই।*

তার ব্যাপারটা নিয়ে অনেক দ্বন্দ্বে ভুগতে হয়েছে হিউমকে, এবং শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হয়েছে লুই আসলে একটা বোঝা। *প্রতিটি গ্রেইল অভিযানে বলি দরকার হয়।* স্পষ্ট সমাধানটা লিমাযিন-এর বার থেকে হিউমের দিকে তাকিয়ে ছিল— একটা ফ্লাস্ক, খানিকটা কনিয়্যাক ও এক ক্যান পিনাট। ক্যানের তলার পাউডার লুইয়ের মারাত্মক অ্যালার্জিকে চাগিয়ে তুলবার জন্য যথেষ্ট ছিল।

হর্স গার্ড প্যারেড-এ লুই লিমাযিনটা পার্ক করবার পর, গাড়ির পিছন থেকে নেমে সাইড প্যাসেঞ্জার ডোর-এর দিকে হেঁটে এসেছে হিউম, তারপর সামনের সিটে উঠে লুইয়ের পাশে বসেছে। কয়েক মিনিট পর নীচে নেমেছে সে, আবার উঠেছে গাড়ির পিছনে– এভিডেন্সগুলো মুছে ফেলবার জন্য।

ওখান থেকে ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবি একদম কাছে। হিউমের লেগ ব্রেইস, ক্রাচ ও পিস্তল মেটাল ডিটেকটারকে জ্যান্ত করে তুললেও, রেন্ট-আ-কপ সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি কী করা উচিত তাদের। *আমরা কি তাঁকে ব্রেইস খুলে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে বলব? নাকি তাঁর বিকৃত শরীরটাকে সার্চ করব?* বিভ্রান্ত গার্ডদের সমস্যা খুব সহজেই সমাধান করে দিয়েছে হিউম। এমবস করা একটা কার্ড দেখায় সে তাদেরকে, তাতে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে– নাইট অভ দ্য রেল্‌ম্‌। গার্ডরা পড়িমরি করে তার পথ ছেড়ে দিয়েছে।

এই মুহূর্তে, বিস্ময়ে বিমূঢ় রানা আর সোফিয়ার দিকে তাকিয়ে হিউম ভাবছে, কী চমৎকার বুদ্ধি খাটিয়ে অপাস ডেইকে নিজের ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়েছে সে। প্রবল ইচ্ছে হলো সব কথা শোনায় ওদেরকে। জোর খাটিয়ে ইচ্ছেটাকে দমন করল হিউম। পরে। আগে হাতের কাজটা শেষ হোক।

ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল সে, তারপর বিশুদ্ধ ফ্রেঞ্চ ভাষায় বলল, 'যেমনটি হওয়ার কথা, গ্রেইল আমাদেরকে খুঁজে নিয়েছে।'

ওরা কিছু বলছে না।

'শুনুন!' ফিসফিসে গলায় শুরু করল হিউম। 'কান পাতুন! দু'হাজার বছরের অতীত থেকে আমাদের সঙ্গে কথা বলছে গ্রেইল। প্রায়রির নির্বুদ্ধিতার কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্যে হাতজোড় করে আবেদন জানাচ্ছে। আপনাদের দুজনের কাছে আমার অনুরোধ, সুযোগটা চিনুন। ফাইনাল কোড ভাঙার জন্যে আমাদের চেয়ে যোগ্য তিনজন মানুষকে এক করা সম্ভব নয়।' দম

নিল হিউম, তার চোখ দুটো থেকে আলো বেরুচ্ছে। 'আসুন, একসঙ্গে শপথ নিই আমরা। প্রতিজ্ঞা করি পরস্পরকে বিশ্বাস করব। দুনিয়ার মানুষকে জানাব আসল সত্যটা।'

তার চোখের গভীরে ইস্পাতের মত ধারাল দৃষ্টি হেনে সোফিয়া বলল, 'দাদুর খুনির সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। শপথ? হ্যাঁ, শপথ আমি নিতে পারি, সেটা হচেছ: আপনাকে জেল খাটিয়ে ছাড়ব!'

গম্ভীর হলো হিউম, তারপর চোখে-মুখে কঠোর একটা ভাব চলে এল। 'আপনার কষ্টের জন্যে আমি দুঃখিত, মাদামোয়াযেল।' ঘুরল সে, পিস্তলটা এবার রানার দিকে তাক করল। 'আপনি, স্যার? আপনিও কি আমার বিপক্ষে, নাকি পক্ষে?'

আঠারো

জীবনে এই প্রথম গুলি খেয়েছেন বিশপ বেলমন্ড। তাও বুকে, হৃৎপিণ্ডের একেবারে কাছে।

চোখ খুললেন তিনি, দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছেন, কিন্তু বৃষ্টির ফোঁটা পড়ায় সব ঝাপসা দেখছেন। *কোথায় আমি?* অনুভব করলেন কেউ একজন পাঁজাকোলা করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাঁকে। সে যেই হোক, তার আলখেল্লা বাতাসে পতপত্ শব্দ করছে।

চোখ থেকে বৃষ্টির পানি মুছে লেবরানকে দেখতে পেলেন বিশপ বেলমন্ড, তাঁকে বুকে করে নিয়ে যাচ্ছে। তার লাল চোখ থেকে পানি গড়াচ্ছে, দৃষ্টি সামনের দিকে স্থির, মুখে রক্ত লেগে

রয়েছে।

বৃষ্টির মধ্যে ফাঁকা পড়ে আছে রাস্তা, লেবরানের গন্তব্য বেশি দূরে নয়। আহত পুলিশরা চেষ্টা করলেও, তার পিছু নিয়ে বেশি দূর আসতে পারেনি তারা কেউ।

'বাছা,' ফিসফিস করলেন বেলমন্ড, 'তুমি আহত হয়েছ।'

চোখ নামিয়ে তাকাল লেবরান, মানসিক যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে আছে চেহারা। 'আমাকে ক্ষমা করুন, ফাদার। কতটা যে দুঃখিত আমি...' কথা বলতেও যেন কষ্ট হচ্ছে তার।

'না, লেবরান,' বললেন বিশপ। 'দুঃখিত আসলে আমি। দোষটা আমার।' *লালিক আমাকে কথা দিয়েছিলেন কোনও খুন-খারাবি হবে না। আর আমি তোমাকে বলেছিলাম তাঁর সব কথা পুরোপুরি মেনে চলবে তুমি।* 'আমি আসলে বড় বেশি অস্থির হয়ে উঠি। তার পরিণতি ভাল হয়নি। আমাদেরকে ধোঁকা দেয়া হয়েছে।' *লালিক কখনওই আমাদেরকে হোলি গ্রেইল ডেলিভারি দেবে না।*

বহু বছর আগে এক যুবককে তিনি রাস্তা থেকে তুলে এনে নিজের কাছে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এই মুহূর্তে সেই লোকই তাঁকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অতীতে ফিরে গেলেন বিশপ বেলমন্ড। মনে পড়ে যাচ্ছে তাঁর শুরুটা কী রকম ছিল, লেবরানকে নিয়ে স্পেনের ওভিএইডো-য় ছোট একটা ক্যাথলিক চার্চ তৈরি করছেন। পরে, নিউ ইয়র্ক সিটিতে, আকাশ ছোঁয়া অপাস ডেই সেন্টারে বসে ঈশ্বরের মহিমা প্রচার শুরু করেন।

ভয়ঙ্কর খবরটা পাঁচ মাস আগে পান বেলমন্ড। তাঁর সারা জীবনের সাধনা বৃথা হয়ে যাচ্ছে। কাস্টেল গনডলফো-র ভিতর সেই মিটিংটার কথা স্পষ্ট মনে আছে। ওই মিটিংটাই তাঁর জীবনটাকে বদলে দেয়। ওখান থেকেই তো বিপর্যয়টার শুরু।

গনডলফো-র অ্যাস্ট্রনমি লাইব্রেরিতে মাথা উঁচু করে ঢুকলেন

বিশপ মার্সেল বেলমন্ড, জানেন আমেরিকায় ক্যাথলিসিজম প্রচারে ভাল করায় অবশ্যই সাদর অভ্যর্থনা জানানো হবে তাঁকে।

কিন্তু মাত্র তিনজন লোককে উপস্থিত দেখা গেল। একজন ভ্যাটিকানের সেক্রেটারি; মেদবহুল, গম্ভীর। পবিত্র ভাব-গাম্ভীর্য নিয়ে দুজন পদস্থ ইটালিয়ান কার্ডিনল।

'আপনারা?' জিজ্ঞেস করলেন বিশপ বেলমন্ড, বিস্মিত।

এঁদের আইনগত দিকগুলো দেখাশোনা করেন মোটাসোটা সেক্রেটারি। বেলমন্ডের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে ইঙ্গিতে তাঁর উল্টোদিকের একটা চেয়ার দেখালেন। 'প্লিজ, আরাম করে বসুন।'

বসলেন বেলমন্ড, বুঝলেন কোথাও কিছু একটা হয়েছে।

'খুচরো আলাপে আমি অভ্যস্ত নই, বিশপ,' সেক্রেটারি বললেন। 'কাজেই কেন আপনাকে এখানে ডাকা হয়েছে সেটা সরাসরিই বলতে চাই।'

'প্লিজ। খোলাখুলি বলুন।' চোখ তুলে কার্ডিনল দুজনের দিকে তাকালেন বেলমন্ড, দুজনেই নিজেদের ভাব-গাম্ভীর্য বজায় রেখে তাঁকে খুঁটিয়ে দেখছেন।

'আপনার তো জানাই আছে যে,' সেক্রেটারি শুরু করলেন, 'অপাস ডেই বিতর্কিত সব ধর্মীয় আচার অনুশীলন করায় জনসাধারণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে। এ-ব্যাপারে হিজ হোলি হাইনেস ও রোমের বাকি সবাই উদ্বেগও প্রকাশ করেছেন।'

বেলমন্ড অনুভব করলেন তাঁর গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। মনে মনে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন তিনি। নতুন পোপের সঙ্গে এ-বিষয়ে বেশ কয়েকবারই আলাপ হয়েছে তাঁর। হতাশ হয়ে বেলমন্ড উপলব্ধি করেছেন, চার্চের বিধি-বিধান উদার করবার ব্যাপারে রীতিমত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তিনি।

'আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে চাই,' তাড়াতাড়ি বললেন সেক্রেটারি, 'আপনি আপনার মিনিস্ট্রি যেভাবে চালাচ্ছেন

সেভাবেই চালাবেন, হিজ হোলিনেস আপনাকে কোনও পরিবর্তন আনতে বলবেন না।'

আমি তা আশাও করি না! 'আমাকে তা হলে ডাকা হয়েছে কেন?'

প্রকাণ্ডদেহী সেক্রেটারি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'বিশপ, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কথাটা আভাসে কীভাবে বলা যায়। তাই সরাসরিই বলছি। দুদিন আগে সেক্রেটারিয়েট কাউন্সিল-এর সবাই ভোট দিয়ে অপাস ডেইকে দেয়া ভ্যাটিকানের অনুমোদন প্রত্যাহার করে নিয়েছে।'

বিশপ বেলমন্ড নিশ্চিত, শুনতে ভুল হয়েছে তাঁর। 'কী বললেন?'

'সহজ ভাষায়: আগামী ছ'মাস পর থেকে অপাস ডেইকে আর ভ্যাটিকানের অঙ্গ-সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করা হবে না। আপনাদের আলাদা চার্চ হবে। হিজ হোলিনেস আপনাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করছেন। তাঁর নির্দেশ মত এরইমধ্যে আমরা আইনের কাগজ-পত্র তৈরিতে হাত দিয়েছি।'

'কিন্তু... এ তো অসম্ভব!'

'অসম্ভব সঙ্গত কারণেই সম্ভব হয়েছে। এটা আসলে প্রয়োজনও। আপনাদের কঠোর রিক্রুটিং পলিসি ও আত্মপীড়ন হিজ হোলিনেসের জন্য অত্যন্ত বিব্রতকর হয়ে উঠেছে।' একটু থামলেন সেক্রেটারি। 'মেয়েদের সম্পর্কে আপনাদের পলিসির ব্যাপারেও একই কথা। সত্যি কথা বলতে কী, অপাস ডেই শুধু বোঝা নয়, আমাদের জন্য একটা বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'বিড়ম্বনা?' বিশপ হতভম্ব।

'এই পরিণতির জন্যে আপনার তো বিস্মিত হবার কথা নয়।'

'ক্যাথলিক সংগঠনগুলোর মধ্যে শুধু আমাদেরই সদস্য সংখ্যা বাড়ছে! আমাদের প্রিস্টের সংখ্যা এখন এগারোশোরও বেশি!'

'হ্যাঁ, জানি। সেটাই তো আমাদের সবার জন্য চিন্তার কথা।'

ঝট্ করে উঠে দাঁড়ালেন বেলমন্ড। 'হিজ হোলিনেসকে জিজ্ঞেস করুন, উনিশশো বিরাশি সালে আমরা যখন ভ্যাটিকান ব্যাঙ্ককে সাহায্য করেছিলাম তখনও কি অপাস ডেই বিড়ম্বনা ছিল?'

'ভ্যাটিকান সেজন্য অপাস ডেইয়ের প্রতি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে,' বললেন সেক্রেটারি, তাঁর কণ্ঠস্বর নরম। 'তবে এখনও অনেকে বিশ্বাস করে যে ওই সময় অঢেল টাকা-পয়সা ছিল বলেই আপনাদেরকে অঙ্গ-সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।'

'একদম সত্যি নয়!' প্রসঙ্গটা এভাবে উঠে আসায় আহত বোধ করলেন বেলমন্ড।

'সে যাই হোক না কেন, আমরা সদিচ্ছার সঙ্গে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সম্পর্কচ্ছেদের দলিল তৈরি করা হচ্ছে ক্ষতিপূরণ সহ ওই টাকা ফেরত দেয়ার বিধান রেখে। দেয়া হবে পাঁচটা কিস্তিতে।'

'আপনারা আমাকে কিনতে চান?' গলা চড়ালেন বিশপ বেলমন্ড। 'টাকা সাধছেন, যাতে চুপচাপ চলে যাই? যেখানে কি না যৌক্তিক কণ্ঠ হিসেবে একমাত্র অপাস ডেই-ই রয়ে গেছে?'

কার্ডিলনদের একজন চোখ তুলে তাকালেন। 'মাফ করবেন, যৌক্তিক?'

টেবিলের উপর ঝুঁকে গলার আওয়াজ আরও তীক্ষ্ণ করলেন বেলমন্ড। 'আপনি কি সত্যি জানতে চান ক্যাথলিকরা কেন চার্চ ছেড়ে চলে যাচ্ছে? মানুষ শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছে, কার্ডিনল। বিশ্বাসের সেই দৃঢ়তা আর নেই। গোটা ব্যাপারটা বুফে লাইন-এ পরিণত হয়েছে, হাত পেতে কিছু নেয়ার অভ্যাস। বলতে পারেন, কি ধরনের আধ্যাত্মিক গাইডেন্স দিচ্ছে বর্তমান চার্চ?'

'যিশুর আধুনিক অনুসারীদের ওপর তৃতীয় শতকের বিধি-বিধান চাপিয়ে দেয়া যায় না,' একজন কার্ডিনল বললেন। 'আজকের সমাজে ওই সব আইন কাজে আসবে না।'

'কিন্তু অপাস ডেই-এর বেলায় কাজে আসছে!'

'বেশ তো,' সেক্রেটারি বললেন, 'চেষ্টা করে দেখুন কত দূর যেতে পারেন।'

'কিন্তু তার আগে আমি নিজে একবার হিজ হোলিনেসের সঙ্গে কথা বলব।'

'কিন্তু তিনি তো আপনার সঙ্গে দেখা করতে রাজি নন।'

বিশপ বেলমন্ড টান টান হলেন। 'আগের পোপ যে অঙ্গ-সংগঠনকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, সেটাকে তিনি ইচ্ছে করলেই বিচ্ছিন্ন করতে পারেন না!'

'আমি দুঃখিত।' সেক্রেটারির চোখের পাতা একটুও কাঁপল না। 'প্রভু দেন, আবার ফিরিয়েও নেন।'

হতাশায় কাহিল ও আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে সে মিটিং থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এলেন বিশপ বেলমন্ড। নিউ ইয়র্কে ফিরে দিনের পর দিন আকাশের দিকে উদাস নয়নে তাকিয়ে থাকলেন, ক্রিশ্চান ধর্মের ভবিষ্যতের কথা ভেবে ম্রিয়মান।

এভাবে কয়েক হপ্তা কাটবার পর একটা ফোন পেলেন বেলমন্ড, সেই সঙ্গে গোটা পরিস্থিতি রাতারাতি বদলে গেল। কলার-এর কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো ফ্রেঞ্চ, নিজের নাম জানাল লালিক। বলল, ভ্যাটিকান যে অপাস ডেই-এর উপর থেকে অনুমোদন প্রত্যাহার করে নিতে যাচ্ছে তা সে জানে।

তা কীভাবে জানবে লোকটা? বেলমন্ডের মনে প্রশ্ন জাগল। তার মানে ভ্যাটিকান থেকে খবরটা লিক হয়ে গেছে।

'সব জায়গায় আমার কান আছে, বিশপ,' ফোনে ফিসফিস করল লালিক। 'সেই কান থেকে বিশেষ কিছু তথ্য পেয়েছি। আপনার সাহায্য নিয়ে একটা পবিত্র আর্টিফ্যাক্ট কোথায় লুকানো আছে বের করতে পারব আমি। সেটা আপনাকে এত বেশি মর্যাদা এনে দেবে যে ভ্যাটিকান আপনার সামনে মাথা নোয়াতে বাধ্য হবে। সেই সঙ্গে রক্ষা পাবে ক্রিশ্চান ধর্মবিশ্বাস।'

প্রভু ফিরিয়ে নেন... আবার দেনও। আশার ঝলমলে আলো দেখতে পেলেন বেলমন্ড। 'আপনার প্ল্যানটা শোনান আমাকে।'

হিসহিস শব্দ করে খুলে গেল সেইন্ট মেরি হসপিটালের দরজা। অজ্ঞান বিশপ বেলমন্ডকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে এসেছে লেবরান, করিডর ধরে টলতে টলতে এগোচ্ছে। ক্লান্তিতে তার অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছে, করিডরের মেঝেতে হাঁটু গাড়ল সে, সাহায্য চেয়ে চিৎকার করছে। প্রচুর রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে পড়ায় গলায় জোর নেই। তার পরেও চারদিক থেকে ছুটে এল অ্যাটেনড্যান্ট ও নার্সরা।

একজন ডাক্তার বিশপ বেলমন্ডকে পরীক্ষা করে বললেন, 'প্রচুর রক্ত গেছে। পালস না থাকারই মত। আমি খুব একটা আশা দেখতে পাচ্ছি না।'

ডাক্তারকে হতভম্ব করে দিয়ে চোখ মেললেন বেলমন্ড, সরাসরি লেবরানের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাছা...'

অনুতাপ ও ক্রোধে অসুস্থ বোধ করছে আহত লেবরান। 'ফাদার, যদি সারাজীবনও লাগে, যে আমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে তাকে আমি খুঁজে বের করব। আমার হাতেই মৃত্যু হবে তার।'

হুইল চেয়ারে বসিয়ে ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে, মাথা নেড়ে বেলমন্ড বললেন, 'লেবরান... আমার কাছ থেকে তুমি আর কিছু যদি না-ও শিখে থাকো... এটা শিখে রাখো।' লেবরানের হাত ধরে দৃঢ় চাপ দিলেন তিনি। 'ক্ষমা ঈশ্বরের কাছে সবচেয়ে প্রিয়।'

'কিন্তু ফাদার...

চোখ বুজলেন বেলমন্ড। 'লেবরান, তাঁকে ডাকো।'

ফাঁকা চ্যাপ্টার হাউসের আকাশ ছোঁয়া গম্বুজের নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, চোখের দৃষ্টি হিউমের হাতে ধরা পিস্তলটার উপর।

রয়াল হিস্টরিয়ান প্রশ্ন করেছে, রানা তার পক্ষে, নাকি বিপক্ষে? তার সেই প্রশ্ন এখনও যেন প্রতিধ্বনি তুলছে রানার কানে।

এ প্রশ্নের আসলে কোনও উত্তর নেই। কাজেই যতক্ষণ পারা যায় চুপ করে থাকাটাই সবদিক থেকে নিরাপদ।

তবে শুধু চুপ করে থাকলে কাজ হবে না, জানে রানা। পিছাতে শুরু করল ও, একবারও চোখ না তুলে তাকিয়ে আছে হাতের ক্রিপটেক্সটার দিকে। কামরার ভিতর বিরাট ফাঁকা জায়গা পড়ে রয়েছে, পিছু হটতে কোনও অসুবিধে নেই। ওর আশা, ক্রিপটেক্স-এর দিকে তাকিয়ে থাকাটা হিউমকে সংকেত দিচ্ছে তার পক্ষে কাজ করবার ধারণাটা বাতিল করে দেয়নি ও। আর ওকে চুপ করে থাকতে দেখে সোফিয়া সংকেত পাচ্ছে, তাকে রানা পরিত্যাগ করেনি।

এই সুযোগে চিন্তা করবার জন্য সময় পাওয়া যাচ্ছে।

রানা জানে, ম্যাপটা বের করে হিউমের হাতে তুলে দিলেও ওদেরকে ছাড়বে না সে। কাজ হওয়া মাত্র ওদেরকে নিশ্চয়ই খুন করবার কথা ভেবে রেখেছে শয়তান লোকটা।

ধীর পায়ে দূরের জানালাগুলোর দিকে এগোল রানা, নিউটনের সমাধিতে দেখা অ্যাস্ট্রনমিকাল ইমেজগুলো কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে।

হিউম ও সোফিয়ার দিকে পিছন ফিরে জানালার রঙচঙে কাঁচে চোখ বুলিয়ে কোনও ইঙ্গিত বা সূত্র পাওয়া যায় কিনা দেখছে রানা। না, কোথাও কিছু নেই।

ল্যাক বেসন বিজ্ঞানের মানুষ ছিলেন না। মানবিকতা, শিল্প ও ইতিহাসের লোক ছিলেন। পবিত্র নারীসত্তা... চ্যালেস... গোলাপ... পরিত্যক্তা মেরি ম্যাগডেলেন... দেবীবন্দনার সমাপ্তি... হোলি গ্রেইল।

কলেজ গার্ডেনের গাছগুলোর ডালপালা খসখস আওয়াজ তুলে দুলছে। বৃষ্টির ফোঁটা ও মিহি জলকণা অদ্ভুত সব আকৃতি

তৈরি করছে। এ-সবের ভিতর রানা যেন টের পাচ্ছে রহস্যময়ী হোলি গ্রেইলের অস্তিত্ব। মনে হলো এখনই ধরা দেবে ওর চোখে, কিন্তু আবার যেন দূরে সরে গেল। কোথাও নেই, আবার সবখানে আছে। ব্রিটেনের সবচেয়ে পুরানো আপেল গাছের শাখায় ফুটে আছে পাঁচ পাপড়িসহ ফুল, সবগুলো ভিনাসের মত ঝলমল করছে।

দেবী এখন বাগানে। বৃষ্টিতে নাচছেন তিনি, যুগের গান গাইছেন, কুঁড়ি ভর্তি শাখার পিছন থেকে চুপিচুপি উঁকি মেরে রানার সঙ্গে যেন খেলছেন।

রানা যেন সম্মোহিত হয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে, চেহারায় দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে কামরার আরেক প্রান্ত থেকে দৃশ্যটা দেখছে হিউম। *ঠিক আমি যা ভেবেছিলাম*, ভাবল সে। *ওর কাছ থেকে একটা রেজাল্ট পাওয়া যাবে।*

বেশ কিছুদিন হলো হিউম সন্দেহ করছিল, রানার কাছে গ্রেইল রহস্যের সমাধান কিংবা চাবি আছে। যে রাতে ল্যাক বেসনের সঙ্গে রানার দেখা করবার কথা ছিল সেই একই রাতে হিউম তার অ্যাকশন শুরু করে। না, ব্যাপারটা কাকতালীয় ছিল না।

আড়িপাতা যন্ত্রের সাহায্যে কিউরেটারের কথা শুনে হিউম নিশ্চিত ছিল, রানার সঙ্গে তাঁর নিভৃতে দেখা করতে চাওয়ার প্রবল আগ্রহের পিছনে একটাই কারণ থাকতে পারে। *রানার রহস্যময় নোটগুলো প্রায়রির কোনও একটা স্পর্শকাতর নার্ভ ছুঁয়ে ফেলেছে। যেভাবেই হোক একটা সত্যের সন্ধান পেয়েছে রানা, এবং বেসন ভয় পাচ্ছেন সেটা না প্রকাশ করে দেয়া হয়।*

হিউম নিশ্চিত ছিল, গ্র্যান্ড মাস্টার রানাকে ডেকেছেন চুপ করাবার জন্য। সে জানত, যা করবার দ্রুত করতে হবে তাকে। লেবরানের হামলা দুটো উদ্দেশ্য পূরণ করবে। মুখ না খোলার

জন্য রানাকে অনুরোধ করবার সুযোগ পাবেন না বেসন; সেই সঙ্গে কিস্টোনটা হিউমের হাতে আসবার পর সহযোগিতা চাওয়ার জন্য প্যারিসেই পাওয়া যাবে রানাকে, আদৌ যদি ওর সাহায্য দরকার হয় তার।

ল্যাক বেসনের সঙ্গে লেবরানের অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা খুব সহজেই করতে পেরেছে হিউম। আড়ি পেতে কথা শোনার ফলে কিউরেটার ভদ্রলোকের সবচেয়ে বড় ভয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ছিল তার। গতকাল বিকেলে কিউরেটারকে ফোন করে লেবরান, ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করে উদ্বিগ্ন একজন প্রিস্ট সে। 'মসিয়ো বেসন, ক্ষমা করবেন আমাকে, আপনার সঙ্গে অত্যন্ত জরুরি কথা আছে আমার। কারও স্বীকারোক্তি প্রকাশ করে দিয়ে নিয়ম ভাঙা উচিত নয়, জানি; কিন্তু এক্ষেত্রে তা না করে আমার কোনও উপায় নেই। এই মাত্র এক লোক আমার কাছে কনফেস করল, সে নাকি আপনার পরিবারের লোকজনকে খুন করেছে।'

শুনে চমকে উঠেছিলেন বেসন, সন্দেহ নেই, তবে তাঁর মধ্যে একটা সতর্কতা এসে যায়। 'আমার পরিবার মারা গেছে অ্যাক্সিডেন্টে। পুলিশের রিপোর্টে সন্দেহের কোনও অবকাশ ছিল না।'

'হ্যাঁ, এই লোকও তা-ই বলছে– গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে,' বলেছে লেবরান। 'সে আরও বলছে, রাস্তা থেকে ঠেলে গাড়িটাকে নদীতে ফেলে দেয়া হয়েছিল।'

অপরপ্রান্তে বোবা হয়ে গেছেন ল্যাক বেসন।

'মসিয়ো বেসন, সরাসরি এভাবে আপনাকে আমি ফোন করতাম না। কিন্তু ওই লোক এমন একটা মন্তব্য করেছে, আমি আপনার নিরাপত্তার কথা ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি।' একটু বিরতি নিয়েছে লেবরান। 'সে আপনার নাতনি সোফিয়ার কথাও বলেছে।'

সোফিয়ার নামটা জাদুর মত কাজ করল। সমস্ত সতর্কতা

বিসর্জন দিয়ে তৎপর হয়ে উঠলেন ল্যাক বেসন। লেবরানকে নির্দেশ দিলেন, সে যেন এই মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে লুভার মিউজিয়ামে দেখা করে। তিনি জানতেন তাঁর অফিসের চেয়ে নিরাপদ জায়গা আর হয় না। এরপর তিনি সোফিয়াকে ফোন করে বলতে চেয়েছেন তার বিপদ হতে পারে। রানার সঙ্গে দেখা করবার প্রোগ্রামটা বিনা দ্বিধায় বাতিল করে দেন।

এই মুহূর্তে রানা ও সোফিয়াকে কামরার দুই মাথায় দেখে হিউম ভাবছে, দুজনকে আলাদা করতে পেরেছি আমি। সোফিয়া এখনও আমার বিরোধিতা করলেও, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, রানা বাস্তবতার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। পাসওয়ার্ড বের করবার চেষ্টা করছে সে– গ্রেইল খুঁজে পাওয়ার গুরুত্বটা বোঝে, বোঝে বন্ধন থেকে সেটাকে মুক্তি দেওয়াটা কত জরুরি।

'পারলেও, রানা ওটা খুলবেন না,' ঠাণ্ডা সুরে হিউমকে বলল সোফিয়া।

গুলি করবার কথা ভাবছে হিউম। তার ধারণা, সোফিয়াকে প্রাণ বাঁচানোর অনেক সুযোগ দিয়েছে সে, কিন্তু মেয়েটি তা গ্রহণ করেনি। *গ্রেইলটা আমাদের সবার চেয়ে বড়।*

এই সময় জানালার দিকে পিছন ফিরল রানা। 'নিউটনের সমাধিতে...' হঠাৎ বলল ও, আশার ক্ষীণ আলো ঝিক করে উঠল চোখে। 'সমাধির কোথায় খুঁজতে হবে আমি জানি। হ্যাঁ, পাসওয়ার্ডটা আমি বোধহয় বের করতে পারব।'

বুকের ভিতর লাফ দিল হিউমের হৃৎপিণ্ড। 'কোথায়, রানা? বলুন, বলুন আমাকে!'

সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল সোফিয়া। 'না, রানা! আমি জানি এই লোককে আপনি সাহায্য করবেন না!'

ক্রিপটেক্সটা নিজের সামনে ধরে, দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে রানা। 'না,' বলল ও, হিউমের দিকে ঘুরে যাওয়ার সময় ওর চোখের দৃষ্টি কঠিন হয়ে উঠল। 'যতক্ষণ আপনাকে হিউম

চলে যেতে না দেন, ততক্ষণ কিছুতেই না।'

হিউম আড়ষ্ট হয়ে গেল। 'আমরা একেবারে কাছে চলে এসেছি, রানা!' আবেদনের সুরে বলল সে। 'এরকম সময়ে আপনি আমাকে লেজে খেলাবেন?'

'এটা খেলা নয়,' বলল রানা। 'সোফিয়াকে আপনি ছেড়ে দিন। তারপর আপনাকে নিউটনের সমাধিতে নিয়ে যাব আমি। ক্রিপটেক্সটা দুজন মিলে খুলব আমরা।'

'জী-না, সেটি হচ্ছে না!' মাথা নেড়ে বলল সোফিয়া, রাগে সরু হয়ে আছে চোখ দুটো। 'ওই ক্রিপটেক্স আমার দাদু আমাকে দিয়ে গেছেন। ওটা আপনারা খুলতে পারেন না।'

'সোফিয়া, প্লিজ,' বলল রানা। 'আপনার বিপদ হতে পারে। আপনাকে আমি সাহায্য করতে চাইছি...'

'কীভাবে, শুনি? যে রহস্য গোপন রাখতে গিয়ে আমার দাদু খুন হয়েছেন, সেটা প্রকাশ করে দিয়ে? আপনাকে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, রানা।'

'সোফিয়া, ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করুন,' বলল রানা। 'আপনার দাদু চেয়েছিলেন আমি যেন আপনার নিরাপত্তার দিকটা দেখি, কাজেই আমার নির্দেশ আপনাকে শুনতে হবে। আমি বলছি, এখনই এখান থেকে চলে যান আপনি...'

এক চিলতে বাঁকা হাসি দেখা দিল সোফিয়ার ঠোঁটে। 'ঠিক আছে, ক্রিপটেক্সটা দিন আমাকে, আমি চলে যাচ্ছি,' বলল সে। 'তা না হলে আরেক কাজ করতে পারেন। মেঝেতে আছাড় মেরে ভাঙুন ওটা।'

'হোয়াট!'

'রানা, আমার দাদু তাঁর এই সিক্রেট নষ্ট করাও মেনে নিতেন, তবু নিজের খুনির হাতে দেখতে চাইতেন না।' চোখ ঘুরিয়ে সরাসরি হিউমের দিকে তাকাল সোফিয়া। 'ইচ্ছে হলে গুলি করতে পারেন। আমার দাদুর দেয়া দায়িত্ব ফেলে আমি কোথাও

যাচ্ছি না।'

বেশ, ভাল। লক্ষ্যস্থির করল হিউম।

'খবরদার!' চেঁচিয়ে উঠল রানা, ক্রিপটেক্স ধরা হাতটা শক্ত পাথুরে মেঝের উপর উঁচু করল। 'পিস্তল নামান, হিউম, তা না হলে এক্ষুনি আমি এটা ভেঙে ফেলব!'

বেসুরো গলায় হেসে উঠল হিউম। 'চালাকিটা লুইয়ের বেলায় কাজ করেছিল, আমার বেলায় করবে না। আমি আপনাকে চিনি, রানা, কোনও অবস্থাতেই ওটা আপনি নষ্ট করবেন না।'

'তাই, হিউম?'

হ্যাঁ, তাই! কারণ পরিষ্কার বুঝতে পারছি মিথ্যেকথা বলছ তুমি! নিউটনের কবরের কোথায় সমাধানটা আছে তা তুমি এখনও জানো না। 'সত্যি কথা বলুন, রানা। আপনি জানেন সমাধির ঠিক কোথায় দেখতে হবে?'

'জানি।'

রানার চোখের পাতা পলকের জন্য কেঁপে উঠল, তবে তা ধরে ফেলল হিউম। সোফিয়াকে বাঁচানোর জন্য মিথ্যেকথা বলছে রানা।

'আমি যে আপনাদেরকে বিশ্বাস করি, এই দেখুন তার প্রমাণ,' বলে হাতের পিস্তল সোফিয়ার দিক থেকে সরিয়ে নিল হিউম। 'রানা, কিস্টোনটা নামিয়ে রাখুন। তারপর আসুন, আপস করি।'

রানা জানে ওর চালাকি ধরা পড়ে গেছে।

হিউমের চোখে অশুভ আলোটাই বলে দিচ্ছে ওদের সময় শেষ। কিস্টোন মেঝেতে নামানো মাত্র ওদের দুজনকেই গুলি করবে সে। সোফিয়ার দিকে না তাকিয়েও তার মনের কথা অনুভব করছে রানা– *প্লিজ, যত কঠিন মূল্যই দিতে হোক, এই শয়তান লোকটার হাতে গ্রেইল যেন না পড়ে!*

নিজের সিদ্ধান্ত কয়েক মিনিট আগেই নেওয়া হয়ে গেছে রানার, জানালার সামনে দাঁড়িয়ে কলেজ গার্ডেনে চোখ বুলাবার সময়।

হঠাৎ একটা দৃঢ়তা চলে এল রানার পেশিতে। হিউমের কাছ থেকে কয়েক গজ দূরে নিচু হলো ও, ক্রিপটেক্সটা পাথুরে মেঝের কয়েক ইঞ্চির মধ্যে নামিয়ে আনল।

'হ্যাঁ, রানা,' ফিসফিস করল হিউম, হাতের পিস্তল তুলে ওর দিকে লক্ষ্যস্থির করছে। 'নামান ওটা।'

রানার চোখ উপর দিকে উঠে গেল, একেবারে সেই হাঁ করে থাকা প্রকাণ্ড গহ্বরের মত চ্যাপ্টার হাউজের গম্বুজে। তারপর চোখ নামিয়ে হিউমের হাতে ধরা পিস্তলটা দেখল একবার, সরাসরি ওর দিকে তাক করা রয়েছে।

'দুঃখিত, হিউম।'

বিদ্যুৎগতিতে সিধে হলো রানা, পরমুহূর্তে ঢিল মারার ভঙ্গিতে ছুঁড়ে দিল মুঠোয় ধরা ক্রিপটেক্সটা সরাসরি গম্বুজ লক্ষ্য করে।

উনিশ

হিউম টেরই পায়নি তার আঙুল ট্রিগার টেনে দিয়েছে। পিস্তলটা বজ্রপাতের মত গর্জে উঠল। রানা হঠাৎ সোজা হয়ে যাওয়ায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো গুলিটা। রানার গা ঘেঁষে চলে গেল বুলেট, বেরিয়ে গেল খোলা জানালা দিয়ে। ভুল শুধরে নতুন করে লক্ষ্যস্থির করতে যাচ্ছিল হিউম, কিন্তু তার মস্তিষ্ক তাকে নির্দেশ

দিল উপর দিকে তাকাতে।

কিস্টোন!

সময় যেন স্থির। অলসগতি স্বপ্নের ভিতর রয়েছে হিউম। উপর দিকে ছুটে চলা ক্রিপটেক্সটা যেন তার গোটা জগৎ হয়ে উঠল।

গতির শেষ সীমায় পৌঁছে এক মুহূর্ত ইতস্তত করল ওটা, তারপর নেমে আসতে শুরু করল নীচে, নামবার সময়ও ডিগবাজি খাচ্ছে।

হিউমের সমস্ত আশা ও স্বপ্ন ভঙ্গ হতে চলেছে। মরিয়া হয়ে ভাবল সে, *ওটাকে আমি মেঝেতে পড়তে দেব না! তার আগেই আমি ওটা ধরে ফেলব!*

পাগলের মত চেষ্টা করল হিউম। হাত থেকে পিস্তল ছেড়ে দিল সে, ক্রাচ জোড়া নিজে থেকেই খসে পড়ল, দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে শূন্যে থাকতেই ধরে ফেলল ক্রিপটেক্সটা।

চোখে বিজয়ের উল্লাস, অথচ আঁকড়ে ধরা কিস্টোন নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়তে যাচ্ছে হিউম। একেবারে শেষ মুহূর্তে তার হুঁশ হলো যে পতনের গতিটা খুব বেশি, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখবার কোনও উপায় নেই।

কোথাও বাধা না পাওয়ায় প্রথমে তার বাড়ানো হাতগুলোই মেঝেতে আঘাত করল, সেই সঙ্গে শক্ত পাথরে প্রচণ্ড বাড়ি খেল ক্রিপটেক্সটা।

ভিতরের কাঁচ গুড়ো হওয়ার অসুস্থকর শব্দ শোনা গেল।

পুরো এক সেকেন্ড দম আটকে রাখল হিউম। ঠাণ্ডা মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, তাকিয়ে আছে লম্বা করা হাতে ধরা মার্বেল সিলিন্ডারের দিকে, প্রার্থনা করছে ভিতরের ভায়াল যাতে ভেঙে না যায়। তারপরই ভিনিগারের ঝাঁঝাল গন্ধ ছড়াল বাতাসে, হিউম অনুভব করল ডায়ালের ভিতর থেকে ঠাণ্ডা তরল পদার্থ বেরিয়ে আসছে তার তালুতে।

বন্য আতঙ্ক গ্রাস করল তাকে। না! ভিনিগার এখন গড়াচ্ছে। কল্পনার চোখে হিউম দেখতে পেল, ভিতরে গলে যাচ্ছে প্যাপিরাস। *রানা, তুমি একটা গর্দভ! হারিয়ে গেল, গ্রেইল সিক্রেটটা চিরতরে হারিয়ে গেল!*

নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল হিউম। *গ্রেইল শেষ হয়ে গেছে। সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে।* সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে তার, এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না এরকম একটা কাজ করতে পারে রানা।

মাথার ঠিক নেই, মোচড় দিয়ে সিলিন্ডারটা খোলার চেষ্টা করছে হিউম, চিরকালের জন্য হারিয়ে যাওয়ার আগে উঁকি দিয়ে পলকের জন্য হলেও দেখতে চায় প্রাচীন ইতিহাস। তাকে হতভম্ব করে দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সিলিন্ডার।

হাঁপিয়ে ওঠার আওয়াজ করে ভিতরে তাকাল হিউম। ভেজা কাঁচের টুকরো ছাড়া ভিতরটা খালি। গলে যাওয়া বা অন্য কোনও রকম প্যাপিরাসের অস্তিত্বই নেই। শরীরটাকে গড়িয়ে দিয়ে চিৎ হলো সে, রানার দিকে তাকাল। মেঝেতে হাত বুলিয়ে পিস্তলটা খুঁজছে।

রানা আর সোফিয়া পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। পিস্তল এখন সোফিয়ার হাতে, হিউমের দিকে তাক করা।

হতচকিত একটা ভাব নিয়ে কিস্টোনের দিকে আবার তাকাল হিউম, এবার সে দেখতে পেল। ডায়ালগুলোর হরফ এখন আগের মত এলোমেলো নয়। ওগুলোর পাঁচটা অক্ষর মিলে একটা শব্দ তৈরি করেছে: APPLE.

'গোলক আকৃতির যে ফলটা খেয়েছিলেন ইভ,' বলল রানা। 'খেয়ে ঈশ্বরের অসন্তুষ্টির কারণ সৃষ্টি করেছিলেন। অর্থাৎ যেটাকে আদিপাপ বলা হয়। পবিত্র নারীসত্তার অধঃপতনের প্রতীক।'

রহস্যটা অকস্মাৎ প্রকাশ হয়ে পড়ায় হিউমের মাথা ঘুরছে।

নিউটনের সমাধিতে যে গোলকটা থাকার কথা ছিল সেটা আসলে গোলাপি একটা আপেল, যে আপেল স্বর্গ থেকে পড়েছিল, আঘাত করেছিল নিউটনের মাথায়, অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল তাঁর জীবনের সমস্ত কাজে।

তাঁর পরিশ্রমের ফল!

গোলাপি শরীর ও বীজরোপিত গর্ভের কথা বলে সেটা!

'রা-না, সা-র,' আবেগে অধীর, তোতলাচ্ছে হিউম। 'আ-আপনি খুলেছেন এটা। ম্যাপটা... কোথায়?'

চোখের পাতা না ফেলে টুইড কোটের ব্রেস্ট পকেটে হাত ভরল রানা, সাবধানে বের করল গোল পাকানো ভঙ্গুরদর্শন একটা প্যাপিরাস। হিউম যেখানে শুয়ে আছে সেখান থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে, স্ক্রোলটা খুলে দেখল রানা। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত পার হয়ে গেল, তারপর সবজান্তার হাসি ফুটল ওর মুখে।

রানা জানে! ওই তথ্যটা জানার জন্য বুভুক্ষু হয়ে উঠল হিউমের সমগ্র অস্তিত্ব। তার সারাজীবনের সাধনা ও স্বপ্ন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে সে। 'বলুন আমাকে!' গলা চড়াল সে। 'প্লিজ! ওহ্, গড, প্লিজ! এখনও খুব বেশি দেরি হয়ে যায়নি!'

করিডর থেকে পায়ের ভারী শব্দ ভেসে এল। এগিয়ে আসছে চ্যাপ্টার হাউসের দিকে। হিউমের দিকে পিছন ফিরল রানা, শান্ত ভাবে গোল পাকিয়ে প্যাপিরাসটা ঢুকিয়ে দিল সোফিয়ার হাত-ব্যাগে।

'না!' মরিয়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠল হিউম, বৃথা চেষ্টা করছে দাঁড়াবার।

দড়াম করে খুলে গেল দরজা। একটা ষাঁড়ের মতই মারমুখো ভঙ্গি নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন ভিগো অকটেভ, রক্তবর্ণ চোখ টার্গেটের খোঁজে চারদিকে ঘুরছে। মেঝেতে পড়ে থাকা আলবার্ট হিউমকে দেখতে পেয়ে স্থির হলো তাঁর দৃষ্টি। সশব্দে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। হাতের আগ্নেয়াস্ত্রটা হোলস্টারে ভরে

সোফিয়ার দিকে ফিরলেন তিনি। 'এজেন্ট সোফিয়া, আপনাকে আর মসিয়ো রানাকে অক্ষত ও নিরাপদ দেখে আমি পরম আনন্দ বোধ করছি। আমি যখন ডাকলাম আপনার ফিরে আসা উচিত ছিল।'

ক্যাপটেন অকটেভের পিছু নিয়ে ভিতরে ঢুকল ব্রিটিশ পুলিশ, পঙ্গু বন্দিকে খাড়া করে হাতকড়া পরিয়ে দিল তারা।

অকটেভকে দেখে সোফিয়া যেন স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে। 'আপনি আমাদেরকে খুঁজে পেলেন কীভাবে?'

হাত তুলে হিউমকে দেখালেন ক্যাপটেন। 'ওর একটা ভুলে। অ্যাবিতে ঢোকার সময় নিজের আইডি দেখিয়েছে। আমরা যে ওকে খুঁজছি, রেডিওর ঘোষণা শুনে জানতে পারে গার্ডরা।'

'ওটা ওদের কাছে!' উন্মাদের মত চিৎকার জুড়ে দিল হিউম। 'ম্যাপটার কথা বলছি আমি! ওই ম্যাপ ধরে হোলি গ্রেইল পাওয়া যাবে! রানার পকেটে! সত্যি বলছি...ওকে সার্চ করলেই...'

কয়েকজন পুলিশ ধরাধরি করে বের করে নিয়ে যাচ্ছে তাকে। মাথা ঘুরিয়ে তাকাল সে। 'রানা! কোথায় ওটা লুকানো আছে বলুন আমাকে!'

পাশ কাটাচ্ছে হিউম, তার চোখে চোখ রেখে রানা বলল, 'গ্রেইলটা শুধু উপযুক্ত কেউই পেতে পারে, হিউম। কথাটা আপনিই বলেছিলেন।'

কেনসিংটন গার্ডেনে ঘাসের কাছে নেমে এসেছে কুয়াশা। খোঁড়াতে খোঁড়াতে একটা নিচু জায়গায় এসে থামল লেবরান। ভিজে ঘাসের উপর হাঁটু গাড়ল সে। বুলেটটা ভিতরে রয়ে গেছে, অনুভব করল পাঁজরের ক্ষত থেকে রক্ত গড়াচ্ছে।

কুয়াশা এখানে স্বর্গের মত একটা পরিবেশ এনে দিয়েছে।

প্রার্থনার জন্য রক্তাক্ত হাত দুটো তুলল লেবরান, দেখল তার আঙুল দিয়ে বৃষ্টির পানি গড়াচ্ছে, আবার ধবধবে সাদা করে

তুলছে ওগুলোকে। অনুভব করল তার শরীরটা একটু একটু করে কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

আমি ভূত!

খানিকটা বাতাস পাশ কাটাল তাকে। নতুন প্রাণের ভেজা ও মেটে গন্ধ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার ভাঙাচোরা শরীরের জ্যান্ত প্রতিটি কোষ শরিক হলো প্রার্থনায়। লেবরান ক্ষমা চেয়ে প্রার্থনা করল। প্রার্থনা করল দয়া চেয়ে। সবচেয়ে বেশি প্রার্থনা করল তাকে যিনি নতুন জীবন দান করেছিলেন, বিশপ বেলমন্ডের জন্য–ঈশ্বর যেন সময়ের আগে তাঁকে তুলে না নেন। *কত কাজ বাকি রয়ে গেছে তাঁর।*

কুয়াশা এখন তাকে ঘিরে পাক খাচ্ছে। নিজেকে এত হালকা লাগছে লেবরানের, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করল এই কুয়াশাই তাকে বয়ে নিয়ে যেতে পারবে। চোখ বুজে শেষ প্রার্থনা শুরু করল সে।

কুয়াশার ভিতর বহু দূর থেকে কার যেন কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। চিনতে পারল লেবরান, বিশপ বেলমন্ডের গলা।

আমাদের প্রভু সদয় ও ক্ষমাশীল।

অবশেষে লেবরানের ব্যথা কমে আসতে শুরু করল। সে উপলব্ধি করল বিশপ ঠিক বলেছেন। সত্যিই তিনি সদয়, সত্যিই তিনি ক্ষমাশীল।

শেষ বিকেলে সূর্য ওঠার পর শুকাতে শুরু করল লন্ডন। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে ইন্টারোগেশন রুম থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিলেন ক্যাপটেন অকটেভ। সার আলবার্ট হিউম উঁচু গলায় নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন। তবে হোলি গ্রেইল, গোপন দলিল ও রহস্যময় ব্রাদারহুড সম্পর্কে তার অসংলগ্ন কথাবার্তা শুনে ক্যাপটেনের সন্দেহ হয়েছে ধূর্ত ইতিহাসবিদ নিজের উকিলদের জন্য একটা মঞ্চ তৈরি করছে, তারা যাতে তাকে পাগল বলে চালাবার চেষ্টা করতে পারে।

একটা প্ল্যান ধরে কাজ করেছে হিউম, প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেকে যাতে নির্দোষ প্রমাণ করা যায়। ভ্যাটিকান ও অপাস ডেইকে নিজের অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে সে, দুটো গ্রুপই আসলে পুরোপুরি নির্দোষ। নিজেদের অজান্তে তার ঘুঁটি হিসাবে কাজ করেছে একজন ক্রিশ্চান মৌলবাদী পুরোহিত ও একজন বেপরোয়া বিশপ।

হিউমের চালাকির যেন শেষ নেই। ইলেকট্রনিক লিসনিং পোস্টটা এমন জায়গায় বসিয়েছে সে, পোলিওতে পঙ্গু কোনও লোকের পক্ষে সেখানে পৌঁছানো সম্ভব নয়। সার্ভেইলান্সের মূল কাজটা আসলে সে তার ম্যানসার্ভেন্ট লুইকে দিয়ে করিয়েছে– একমাত্র তারই জানা ছিল আলবার্ট হিউমের প্রকৃত পরিচয়। লোকটা তীব্র অ্যালার্জিক রিয়্যাকশনে মারা গেছে।

শ্যাতো ভিলেটি থেকে লেফটেন্যান্ট রাউলের পাঠানো তথ্য বলছে, প্যারিসের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের উপহার হিসাবে দামী আর্টিফ্যাক্ট পাঠাত হিউম, সেই উপহারের মধ্যে থাকত যান্ত্রিক ছারপোকা– মাইক্রোফোন।

লুভার মিউজিয়ামে নতুন একটা উইং খোলার জন্য ফান্ড সরবরাহ করার কথা বলে ল্যাক বেসনকে ডিনারে দাওয়াত দিয়েছিল হিউম। দাওয়াত-পত্রে কিউরেটারের রোবোটিক নাইট সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ছিল, অনুরোধ ছিল ডিনারে তিনি ওটা সঙ্গে করে নিয়ে এলে যারপরনাই আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ বোধ করবে সে।

বোঝাই যাচ্ছে যে ঠিক তা-ই করেছিলেন ল্যাক বেসন, এবং বেশ কিছুক্ষণ ওটাকে চোখের আড়ালে থাকতেও দিয়েছিলেন। দ্রুত হাতে ওই নাইটে মাইক্রোফোন ভরে দিয়ে সুযোগটা কাজে লাগিয়েছে লুই লেভাউ।

এই মুহূর্তে ট্যাক্সির পিছনে বসে চোখ বুজলেন ক্যাপটেন অকটেভ। প্যারিসে ফিরে যাওয়ার আগে আর মাত্র একটি কাজ

বাকি আছে তাঁর।

সেইন্ট মেরি হসপিটালের রিকভারি রুমে রোদ ঢুকেছে।

'আপনি আমাদের সবাইকে অবাক করে দিয়েছেন,' বলল নার্স, মিষ্টি করে হাসছে। 'এটাকে মিরাকলই বলতে হবে।'

দুর্বল হাসি ফুটল বিশপ বেলমন্ডের ঠোঁটে। 'আমি কখনও আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হইনি।'

রোগীর সব কাজ আগেই শেষ করেছে, খুশি মনে ফিরে গেল নার্স। মুখে এসে লাগা নরম রোদ ভাল লাগছে বেলমন্ডের। ভাবলেন, কাল রাতটা তাঁর জীবনের সবচেয়ে খারাপ কেটেছে। যন্ত্রণাকাতর অনুভূতির সঙ্গে লেবরানকে স্মরণ করছেন তিনি, পার্কে তার লাশ পাওয়া গেছে।

বাছা আমার, প্লিজ, ক্ষমা কোরো আমাকে।

বেলমন্ড চেয়েছিলেন তাঁর মহৎ পরিকল্পনায় লেবরানও অংশগ্রহণ করুক। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি, কাল রাতের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

কাল রাতে ক্যাপটেন অকটেভ ফোন করে জানতে চান, বিশেষ একজন নান-এর সঙ্গে কী সম্পর্ক ছিল তাঁর। এই নার্স সেইন্ট সালপিস-এ খুন হয়েছে। বেলমন্ড বুঝতে পারেন, রাতটা মারাত্মক পরিণতির দিকে মোড় নিয়েছে। চারটে অতিরিক্ত হত্যাকাণ্ডের খবর তার আতঙ্ককে অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় রূপান্তরিত করে। *লেবরান, এ-সব কী করেছ তুমি!* লালিকের নাগাল পাওয়ার উপায় ছিল না, বিশপ বুঝতে পারেন অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে তাঁকে। ভীতিকর যে-সব ঘটনার সূচনা ঘটাতে সাহায্য করেছেন তিনি, তা থামাবার একমাত্র উপায় ছিল সব কথা ক্যাপটেন অকটেভকে খুলে বলা। বলবার পর, সেই মুহূর্ত থেকেই, বেলমন্ড ও অকটেভ লেবরানকে ধরবার জন্য ছুটছিলেন, লালিক যাতে তাকে দিয়ে

আরও খুন না করাতে পারে।

ক্লান্তিতে চোখ বুজলেন বেলমন্ড, টেলিভিশনের খবর শুনছেন– স্বনামধন্য একজন ব্রিটিশ নাইট ও ইতিহাসবিদ, সার আলবার্ট হিউমকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

সবার সামনে উদোম করে দেওয়া হয়েছে লালিককে।

হিউম যেভাবেই হোক জেনে ফেলে অপাস ডেই-এর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে যাচ্ছে ভ্যাটিকান। নিজের প্ল্যানে আদর্শ ঘুঁটি হিসাবে বেলমন্ডকে বেছে নেয় সে। *যে সবকিছু হারাতে যাচ্ছে, হোলি গ্রেইল টোপের দিকে সে ঝাঁপ দেবে না তো কে ঝাঁপ দেবে? গ্রেইলটা যে পাবে তারই হাতে চলে আসবে ভ্যাটিকানকে চোখ রাঙাবার ক্ষমতা।*

আলবার্ট হিউম চাতুর্যের সঙ্গে নিজের পরিচয় গোপন রেখেছিল, বাচনভঙ্গিতে ফ্রেঞ্চ টান এনে, এবং যে জিনিস তার দরকার নেই সেটা চেয়ে– টাকা। বেলমন্ড এত বেশি ব্যগ্র ছিলেন যে বিন্দু-বিসর্গ কিছুই সন্দেহ করতে পারেননি। বিশ মিলিয়ন ইউরো পুরস্কার হিসাবে গ্রেইলের তুলনায় অতি নগণ্য।

'আপনি সুস্থ আছেন দেখে আমি সুখি, বিশপ।'

দোরগোড়া থেকে ভেসে আসা ভারী ও কর্কশ কণ্ঠস্বর চিনতে পারলেন বিশপ। চেহারাটা ভেসে উঠল মনের পর্দায়: দৃঢ়প্রত্যয়ী, গুরুগম্ভীর; ব্যাকব্রাশ করা চকচকে চুল, চওড়া কাঁধ দুটোর উপর টান টান হয়ে আছে গাঢ় রঙের সুট। 'ক্যাপটেন অকটেভ?' জানতে চাইলেন বেলমন্ড।

বেডের দিকে এগিয়ে এলেন ক্যাপটেন, খালি চেয়ারটায় না বসে সেটার উপর পরিচিত একটা কালো ব্রিফকেস রাখলেন। 'আমার ধারণা এটা আপনার।'

বন্ড ভর্তি ব্রিফকেসটার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিলেন বিশপ বেলমন্ড, ওটার উপস্থিতিতে শুধুই লজ্জা বোধ করছেন। 'হ্যাঁ... ধন্যবাদ।' বিরতির সময়টা বিছানো চাদরের

প্রান্তে আঙুল বুলাচ্ছেন, তারপর আবার বললেন, 'ক্যাপটেন, এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি আমি, শেষ পর্যন্ত ঠিক করেছি আপনার সাহায্য চাইব।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'প্যারিসে লেবরান যাদেরকে... তাদের পরিবারগুলো...' থামলেন বেলমন্ড, যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন আবেগ দমনের। 'আমি জানি টাকার কোনও অঙ্কই তাদের ক্ষতি পূরণ করতে পারবে না, তারপরও আপনি যদি দয়া করে ব্রিফকেসের ওগুলো ওদের মধ্যে ভাগ করে দেন...'

দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন অকটেভ। তারপর বললেন, 'এটা তো একটা পুণ্যের কাজ, মাই লর্ড। আমি দেখব আপনার ইচ্ছে যাতে পূরণ হয়।'

কেবিনের ভিতর ভারী একটা নীরবতা নেমে এল।

কামরার এক কোণে রাখা টিভির পরদায় রোগা-পাতলা এক তরুণ পুলিশ অফিসারকে দেখা যাচ্ছে, বিরাট একটা সুদৃশ্য দালানের সামনে প্রেস কনফারেন্স ডেকে নিজেদের ভূমিকা সম্পর্কে বক্তব্য রাখছে সে।

বিবিসি-র একজন রিপোর্টার প্রশ্ন করছেন, 'লেফটেন্যান্ট রাউল, কাল রাতে আপনাদের ক্যাপটেন প্রকাশ্যে দুজন নিরীহ মানুষের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ এনেছেন। এখন যদি মিস্টার মাসুদ রানা ও মাদামোয়াযেল সোফিয়া ক্লাউডেল আপনাদের ডিপার্টমেন্টের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ আনেন? তা হলে কি ক্যাপটেন অকটেভকে বরখাস্ত করা হবে?'

উত্তরটা শোনার জন্য কান খাড়া করলেন ক্যাপটেন।

লেফটেন্যান্ট রাউলকে ক্লান্ত দেখালেও, প্রশ্নটা শুনে মোটেও বিচলিত হলো না সে; শান্ত হেসে জবাব দিল, 'আমার অভিজ্ঞতা বলে আমাদের প্রিয় ক্যাপটেন অকটেভ ভুল খুব কমই করেন। এ-ব্যাপারে এখনও তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়নি, তবে কীভাবে

তিনি অপারেট করেন জানা থাকায়, ধারণা করছি প্রকাশ্যে মসিয়ো রানা ও মাদামোয়াযেলকে খুঁজে বের করার তাঁর ওই চেষ্টাটা ছিল লোকদেখানো, আসল খুনিকে ধোঁকা দিয়ে বাইরে বের করে আনার একটা কৌশলের অংশ মাত্র।'

রিপোর্টাররা পরস্পরের সঙ্গে বিস্মিত দৃষ্টি বিনিময় করল।

রাউল এখনও বলে চলেছে, 'মসিয়ো রানা ও মাদামোয়াযেল সোফিয়া স্বেচ্ছায় তাঁর এই কৌশলী পরিকল্পনায় সহযোগিতা করে থাকলে আমি মোটেও বিস্মিত হব না, বিশেষ করে মসিয়ো মাসুদ রানা যেখানে পৃথিবী বিখ্যাত একটা ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সির ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তবে ক্যাপটেন অকটেভ তাঁর বিশেষ ধরনের ক্রিয়েটিভ মেথডগুলো প্রকাশ করেন না। এ পর্যায়ে আমি শুধু এটুকু নিশ্চিত করতে পারি যে দায়ী লোকটিকে গ্রেফতার করতে সফল হয়েছেন ক্যাপটেন, এবং মসিয়ো রানা ও মাদামোয়াযেল সোফিয়া সম্পূর্ণ নির্দোষ– এই ঘোষণাও দিয়েছেন।'

বিশপ বেলমন্ডের দিকে ঘোরার সময় অকটেভের ঠোঁটে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা গেল। 'আমাদের রাউলটা মানুষ হিসেবে সত্যি খুব ভাল,' ভাবলেন তিনি।

কয়েক মিনিট পার হয়ে গেল। অবশেষে হাত বুলিয়ে কপাল থেকে চুল সরালেন ক্যাপটেন, তারপর বিশপের দিকে তাকালেন। 'মাই লর্ড, প্যারিসে ফিরে যাবার আগে একটা বিষয়ে কথা বলতে চাই আমি। আপনার আকস্মিক লন্ডন ফ্লাইট। কোর্স বদল করার জন্যে পাইলটকে আপনি ঘুষ দেন। কাজটা করে আপনি কয়েকটা আন্তর্জাতিক আইন ভেঙেছেন।'

ম্লান কণ্ঠে বেলমন্ড বললেন, 'আমি মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম।'

'হ্যাঁ। জেরার মুখে পাইলটও খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিল।' পকেটে হাত ভরে নীলচে-বেগুনি অ্যামেথিস্ট বসানো সোনার আংটিটা বের করলেন ক্যাপটেন।

আংটিটা নেওয়ার সময় বিশপ বেলমন্ড অনুভব করলেন তাঁর চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠছে। 'আপনি সত্যি খুব দয়ালু মানুষ।' অকটেভের হাত ধরলেন তিনি। 'আপনাকে ধন্যবাদ।'

হাত নেড়ে প্রসঙ্গটা বাতিল করে দিলেন অকটেভ।

'আর একটা কথা,' দুর্বল কণ্ঠে বললেন বেলমন্ড। 'ওই লোকটা ফাঁক গলে বেরিয়ে যাবে না তো?'

'কোন্ লোক, লালিক?' মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন অকটেভ। 'না। আমাদের হাতে তার বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ আছে।'

জানালার সামনে চলে গেলেন ক্যাপটেন, বাইরে তাকিয়ে কী যেন চিন্তা করছেন। বেশ কিছুক্ষণ পর আবার যখন ঘুরলেন, তাঁর চেহারায় অনিশ্চিত একটা ভাব দেখা গেল। 'মাই লর্ড, এখান থেকে কোথায় যাবেন আপনি?'

গত রাতে কাস্টেল গনডলফো ত্যাগ করবার সময়ও ঠিক এই প্রশ্নটা করা হয়েছিল বিশপ বেলমন্ডকে। 'মনে হচ্ছে আমার যাবার কোনও জায়গা নেই।'

'হ্যাঁ।' ভাবলেন অকটেভ। 'আমিও সময়ের আগেই অবসর নেব।'

বিশ

রোযলিন চ্যাপেল, এর আরেক নাম ক্যাথেড্রাল অভ কোডস, স্কটল্যান্ডের এডিনবরা থেকে সাত মাইল দক্ষিণে। একটা প্রাচীন মিথ্‌রেইক মন্দিরের পাশেই ওটা, ১৪৪৬ সালে নাইটস

টেম্পলার তৈরি করেছিল; চ্যাপেলটায় ইহুদি, ক্রিশ্চান, ঈজিপশিয়ান ও পেইগান ঐতিহ্যের নানা ধরনের বিচিত্র সিম্বল খোদাই করা আছে।

পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকা রোযলিন চ্যাপেলের প্রাচীন ও ভাঙাচোরা চূড়াটা শেষ বিকেলে লম্বা ছায়া ফেলেছে। ঢালের নীচে ঘাসে ঢাকা পার্কিং এরিয়ায় ভাড়া করা গাড়িটা দাঁড় করাল রানা। লন্ডন থেকে এডিনবরা আসবার পথে প্লেনে নিরুপদ্রব বিশ্রাম নিতে পেরেছে ওরা, যদিও সামনে কী ঘটতে যাচ্ছে চিন্তা করে দুজনের কেউই ঘুমাতে পারেনি।

ওদের দুজনের মাথাতেই এখন শুধু কয়েকটা বাক্য ঘুরপাক খাচ্ছে। কিউরেটার ল্যাক বেসনের রেখে যাওয়া সর্বশেষ মেসেজ।

The Holy Grail 'neath ancient Roslin waits.

রানার ধারণা ছিল বেসনের "গ্রেইল ম্যাপ" হবে এক ধরনের ডায়াগ্রাম– একটা নকশা, তাতে ক্রস চিহ্ন দিয়ে স্পটটা দেখানো হয়েছে– কিন্তু না, প্রায়রির সর্বশেষ রহস্যও সেই একই পদ্ধতিতে উন্মোচিত হলো, কবিতার সহজবোধ্য চারটে লাইনের মাধ্যমে। লাইনগুলো নিঃসন্দেহে এই জায়গাটারই উল্লেখ করেছে। নাম হিসাবে রোযলিন ব্যবহার করা ছাড়াও, কবিতাটিতে চ্যাপেলের বেশ কয়েকটা আর্কিটেকচারাল বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে।

তবে ল্যাক বেসনের মেসেজ পরিষ্কার হলে কী হবে, রানাকে খুশি হওয়ার চেয়ে বরং বিভ্রান্তই দেখাচ্ছে বেশি। রানার দৃষ্টিতে রোযলিন চ্যাপেল অতিমাত্রায় সম্ভাবনাময় একটা স্পট। কয়েক শতাব্দী ধরে এই পাথুরে চ্যাপেল থেকে ফিসফাস গুজব ছড়িয়েছে যে এখানেই আছে হোলি গ্রেইল। গত কয়েক যুগে সেই ফিসফাস রীতিমত শোরগোল হয়ে ওঠে মাটি ভেদ করা

রেইডার চ্যাপেলের নীচে বিস্ময়কর কোনও কাঠামোর অস্তিত্ব আবিষ্কার করবার পর– প্রকাণ্ড একটা সাবটেরেনিয়ান চেম্বার রয়েছে ওখানে। প্রকাণ্ড কাঠামোটা চ্যাপেলটাকে মাথায় করে রেখেছে। অথচ ওটায় ঢোকার বা বেরুবার কোনও রাস্তা পাওয়া যায়নি।

রহস্যময় চেম্বারটায় পৌঁছানোর জন্য আর্কিওলজিস্টরা বিস্ফোরণ ঘটাবার অনুমতি চেয়েছে, কিন্তু পবিত্র এলাকার কোথাও কিছু খোঁড়া যাবে না বলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে রোযলিন ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ। তাতে অবশ্য গুজবের মাত্রা আরও বেড়ে গেছে– রোযলিন ট্রাস্ট নিশ্চয়ই কিছু গোপন করতে চাইছে!

যারা রহস্য খুঁজে বেড়ায় তাদের জন্য রোযলিন এখন তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। তাদের অনেকেই বলে, মাটির নীচের ভল্ট-এ ঢোকার গোপন পথটা পাহাড়ের গায়ে কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারে, সেটা খুঁজতে এসেছে তারা।

এর আগে কখনও রোযলিন-এ আসেনি রানা। তবে যখনই এখানে হোলি গ্রেইল থাকার সম্ভাবনার কথা কানে এসেছে, সৌখিন আর্কিওলজিস্ট হিসাবে না হেসে পারেনি ও। ওর ধারণা, গুজবটা এত পুরানো বলেই এখানে জিনিসটা থাকতে পারে না। একসময় হয়তো ছিল, তবে অনেক আগেই তা সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

গ্রেইল গবেষকদের ধারণা, রোযলিন আসলে টোপ, একটা কানাগলি; অত্যন্ত কৌশলে তৈরি করে রেখেছে প্রায়রি অভ সায়ান। আজ রাতে অবশ্য প্রায়রির কিস্টোন থেকে পাওয়া দিক-নির্দেশনা ওদেরকে এই জায়গাতেই আসতে বলেছে, কাজেই এখন আর রানা হাসতে পারছে না।

বালি ও পাথর ছড়ানো পাহাড়ী পথ ঢাল বেয়ে উঠে গেছে। চ্যাপেলের বিখ্যাত পশ্চিম প্রাচীরকে পাশ কাটাল রানা ও

সোফিয়া। সোফিয়ার হাতে রোযউডের বাক্সটা রয়েছে, ক্যাপটেন অকটেভ ফেরত দিয়েছেন ওদেরকে।

সাধারণ ভিজিটরদের ধারণা, উদ্ভটভাবে ফুলে থাকা পাঁচিলটা চ্যাপেলের অসমাপ্ত একটা অংশ। তবে আসল ব্যাপার, রানার মনে পড়ল, বেশ ইন্টারেস্টিং।

বাদশা সলোমনের সমাধি রয়েছে জেরুজালেমে, সেটার ডিজাইনের সঙ্গে হুবহু মিল রেখে রোযলিন চ্যাপেল তৈরি করেছে নাইটস টেম্পলার– পশ্চিম প্রাচীর ও চৌকো উপাসনালয় সহ একটা সাবটেরেনিয়ান ভল্ট, যেখান থেকে আদি নয়জন নাইট প্রথম মাটি খুঁড়ে বের করেছিলেন ডকুমেন্টগুলো।

ছোট একটা কাঠের দরজা দিয়ে চ্যাপেলে ঢুকতে হবে। দরজার গায়ে খুদে সাইন– রোয়লিন।

রোয লাইন বা লাইন অভ রোয থেকে রোযলিন, সোফিয়াকে বলল রানা, অর্থ আসলে– মেরি ম্যাগডেলেনের বংশধারা।

একটু পরেই বন্ধ হয়ে যাবে চ্যাপেল, কাজেই তাড়াতাড়ি দরজাটা ধরে টান দিল রানা। গরম বাতাস বেরিয়ে এসে গায়ে ধাক্কা দিল। খিলানের নীচ দিয়ে চলে গেছে পথটা, মাথার কাছাকাছি সিঙ্কফয়েল ফুলের কুঁড়ি ঝুলছে।

গোলাপ পরিবারেরই ফুল এগুলো। গোলাপ– দেবীর গর্ভ।

চ্যাপেলের মেঝেতেও অসংখ্য সিম্বল খোদাই করা রয়েছে– ক্রিশ্চানদের ক্রুসিফর্ম, ইহুদিদের নক্ষত্র, ম্যাসনিক সিল, টেম্পলার ক্রস, পিরামিড, অ্যাস্ট্রলজিকাল প্রতীক, চারা, লতা-পাতা, পেনটাকল ও গোলাপ।

উপাসনালয় এই মুহূর্তে প্রায় খালি, অল্প কয়েকজন ভিজিটর এক তরুণের কাছ থেকে দিনের শেষ ট্যুর সম্পর্কে শুনছে। তাদেরকে এক লাইনে নিয়ে যাচ্ছে সে, এই বিখ্যাত পথ ছয়টা প্রধান আর্কিটেকচারাল পয়েন্টকে ছুঁয়ে যাবে। পথের শেষে,

মেঝেতে দেখা যাবে বিরাট একটা সিম্বল– পাঁচকোনা বিশিষ্ট নক্ষত্র।

স্টার অভ ডেভিড, ভাবল রানা। আবার সলোমনের সিল হিসাবেও পরিচিত। চ্যাপেলের তরুণ গাইড রানা ও সোফিয়াকে দেখতে পেয়ে সবিনয়ে হাসল, হাত তুলে চারদিকটা দেখিয়ে বোঝাতে চাইল সময় শেষ হয়ে এলেও ঘুরেফিরে দেখতে পারে ওরা।

মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে ধন্যবাদ জানাল রানা। চ্যাপেলের আরও ভিতর দিকে এগোল ও। কী কারণে কে জানে প্রবেশপথের কাছেই দাঁড়িয়ে থাকল সোফিয়া, চোখে-মুখে বিমূঢ় একটা ভাব।

'কী ব্যাপার?' ফিরে এসে জানতে চাইল রানা।

অবাক চোখে চ্যাপেলের চারদিকে তাকাচ্ছে সোফিয়া। 'আমি... এখানে... এসেছি।'

রানা অবাক। 'কিন্তু আপনি না আমাকে বললেন রোযলিন নামটা পর্যন্ত কখনও শোনেননি আপনি!'

'শুনিনি তো...' এখনও চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে সোফিয়া, চোখে অনিশ্চিত ভাব। 'নিশ্চয়ই দাদু আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন, আমি হয়তো তখন খুব ছোট। কী জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে বেশ চেনা চেনা লাগছে আমার।' চারদিক দেখবার সময় নিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাচ্ছে। 'হ্যাঁ।' চ্যাপেলের আরেকদিকে হাত তুলে দেখাল। 'ওই স্তম্ভ... ওগুলো আগেও আমি দেখেছি।'

চ্যাপেলের দূরপ্রান্তের পাথুরে স্তম্ভ দুটোর দিকে তাকাল রানা। ওগুলোর গায়ে জটিল ও সূক্ষ্ম খোদাই-এর কাজ রয়েছে। স্তম্ভ দুটো দাঁড়িয়ে আছে ঠিক যেখানে বেদি থাকার কথা। দুটোর মধ্যে তেমন মিল নেই। বাম দিকের পিলারটার গায়ে সাধারণ, খাড়া রেখা খোদাই করা; আর ডানদিকের পিলারে খোদাই করা

হয়েছে ফুল, লতা-পাতা ইত্যাদি।

এরইমধ্যে সেদিকে রওনা হয়ে গেছে সোফিয়া। তার পিছু নিল রানা। কাছাকাছি পৌঁছে অবিশ্বাসে মাথা নাড়তে শুরু করল সোফিয়া, বলল, 'হ্যাঁ, এখন আমি পজিটিভ। সত্যিই এগুলো দেখেছি আমি আগে।'

'বলছেন যখন নিশ্চয়ই দেখেছেন,' বলল রানা। 'তবে তার মানে এই নয় যে এখানেই দেখেছেন।'

ঘুরল সোফিয়া। 'মানে?'

'আর্কিটেকচারাল স্ট্রাকচার-এর ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ডুপ্লিকেট করা হয়েছে এই দুটো পিলার। সারা দুনিয়ায় এটার রেপ্লিকা পাওয়া যায়।'

'রোযলিন-এর রেপ্লিকা?'

'না। পিলারগুলোর। মনে আছে, বলছিলাম রোযলিন আসলে সলোমন টেমপল-এর কপি? সলোমন টেমপলে যে পিলার আছে, এ দুটো হুবহু সেগুলোর কপি।'

এই সময় ওরা দেখল ভিজিটররা চ্যাপেল ছেড়ে চলে যাচ্ছে। হাসি মুখে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল গাইডকে। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের সুদর্শন তরুণ, মাথায় সোনালি চুল। 'আমাদের আসলে বন্ধ করার সময় হয়ে এসেছে। আমি আপনাদের কোনও সাহায্যে আসতে পারি?' জিজ্ঞেস করল সে।

রানার ইচ্ছে হলো বলে, হোলি গ্রেইলটা যেন কোন্‌দিকে?

'কোড!' হঠাৎ চাপাস্বরে বলে উঠল সোফিয়া। 'এখানে একটা কোড আছে!'

তার উৎসাহ দেখে তরুণকে খুব খুশি মনে হলো। 'হ্যাঁ, আছে, ম্যাডাম।'

'সেটা সিলিঙে,' বলল সোফিয়া, ডান হাতি দেয়ালের দিকে ঘুরে গেল সে। 'ওদিকে কোথাও... ওই যে।'

হাসল তরুণ। 'বঝেছি আগেও আপনি এসেছেন এখানে।'

কোড, ভাবছে রানা। লোকগাথার এই অংশটুকু জানে না ও। রোযলিন-এর অসংখ্য রহস্যের একটা হলো ভল্টেড আর্চওয়ে। ওটা থেকে কয়েকশো পাথরের ব্লক বেরিয়ে আসার ফলে অদ্ভুতদর্শন একটা সারফেস তৈরি হয়েছে। প্রতিটি ব্লকে একটা করে সিম্বল খোদাই করা, যেন কোনও প্ল্যান ধরে করা হয়নি। কার সাধ্য এই সাইফার ভাঙে!

অনেকের ধারণা, ওই কোড ভাঙতে পারলে চ্যাপেলের নীচের ভল্টে ঢোকার পথটা পাওয়া যাবে। আবার কেউ বিশ্বাস করে এই কোড থেকে সত্যিকার হোলি গ্রেইল কিংবদন্তি সম্পর্কে জানা যাবে। যাই হোক, ক্রিপটগ্রাফাররা কয়েকশো বছর ধরে চেষ্টা করেও কোড ভেঙে মানেটা বের করতে পারেনি। রোযলিন ট্রাস্ট অনেক আগেই ঘোষণা করেছে, কোড ভাঙতে পারলে মোটা টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

কিন্তু আজও সেটা রহস্য হয়েই রয়েছে।

'চলুন, আপনাদেরকে দেখিয়ে আনি,' বলল সুদর্শন গাইড।

গাইডের কণ্ঠস্বর যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এল।

আমার প্রথম কোড, ভাবল সোফিয়া, যেন একটা ঘোরের মধ্যে কোড খোদাই করা আর্চওয়ের দিকে একা হাঁটছে।

এনকোডেড সিলিং-এর নীচে চলে আসবার পর, সিম্বলগুলো দেখে, স্মৃতিগুলো অবচেতন মন থেকে হুড়মুড় করে সচেতন মনে চলে এল। এখানে তার প্রথম আগমনের কথা পরিষ্কার স্মরণ করতে পারছে। সেই সঙ্গে অপ্রত্যাশিত একটা বিষাদ আচ্ছন্ন করে ফেলল তাকে।

তখন ছোট্ট একটি মেয়ে সোফিয়া, তার পরিবারের সবাই মারা যাওয়ার পর পুরো এক বছরও পার হয়নি। অল্প কয়েকদিনের ছুটিতে দাদু তাকে স্কটল্যান্ডে বেড়াতে নিয়ে এসেছেন। প্যারিসে ফিরে যাওয়ার আগে রোযলিন চ্যাপেল

দেখতে এসেছে তারা। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে তখন। বেশ কিছুক্ষণ আগেই বন্ধ হয়ে গেছে চ্যাপেল, অথচ তারপরও ভিতরে রয়েছে তারা।

'আমরা বাড়ি ফিরব না, দাদু?' বিরক্ত হয়ে বলল সোফিয়া, ক্লান্তি বোধ করছে সে।

'এই তো, লক্ষ্মী, আর একটু।' দাদুর কণ্ঠস্বর একঘেয়ে। 'এখানে আমার আরও একটু কাজ বাকি আছে। তুমি না হয় গাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করো?'

'ও, বুঝেছি, আরও একটা বড়দের কাজ বাকি আছে তোমার– ঠিক ধরেছি না?'

মাথা ঝাঁকালেন ল্যাক বেসন। 'খুব তাড়াতাড়ি সারব আমি। কথা দিলাম।'

'আমি তা হলে আর্চওয়েের কোড নিয়ে খেলি? আমার খুব মজা লাগে।'

'কী জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না। আমাকে তো বাইরে বেরুতে হবে। এখানে একা থাকতে তোমার ভয় করবে না তো?'

'ধ্যাত্, ভয় করবে কেন!' মুখ ভার করল সোফিয়া। 'এখনও তো অন্ধকারই হয়নি!'

হাসলেন বেসন। 'বেশ, ঠিক আছে তা হলে।' নাতনিকে নিয়ে অলঙ্কৃত আর্চওয়েের কাছে ফিরে এলেন তিনি।

সময় নষ্ট না করে পাথুরে মেঝেতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল সোফিয়া, তাকিয়ে থাকল মাথার উপর ঝুলে থাকা পাযল পিসগুলোর দিকে। 'তুমি ফিরে আসার আগেই এই কোড ভেঙে ফেলব আমি, দেখো!'

'এটা তা হলে একটা কমপিটিশন,' ঝুঁকে তার কপালে চুমো খেলেন দাদু, তারপর কাছাকাছি একটা সাইড ডোর-এর দিকে হেঁটে গেলেন। 'আমি ঠিক বাইরেই আছি। দরজাও খোলা

থাকল। আমাকে দরকার হলে একবার ডাকলেই হবে।' দরজা খুলে ম্লান আলোয় বেরিয়ে গেলেন তিনি।

কোড-এর দিকে তাকিয়ে শুয়ে থাকল সোফিয়া। একটু পরেই চোখে ঘুম ঘুম ভাব চলে এল।

কয়েক মিনিট পর সিম্বলগুলো ঝাপসা হয়ে এল, তারপর একেবারে মিলিয়ে গেল।

ঘুম ভাঙার পর সোফিয়া অনুভব করল, মেঝেটা ঠাণ্ডা লাগছে।

'দাদু?'

কোনও সাড়া নেই। দাঁড়াল সোফিয়া, হাত ঝাপটা দিয়ে কাপড় থেকে ধুলো ঝাড়ল। সাইড ডোর এখনও খোলা। বাইরে অন্ধকার নামছে। খোলা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল চার্চের সরাসরি পিছনে একটা পাথরের তৈরি বাড়ির পর্চে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তার দাদু। তারের জাল দেওয়া একটা দরজার ভিতর কেউ আছে, কোনও রকমে টের পাওয়া যাচ্ছে কাঠামোটা, তার সঙ্গে শান্তভাবে কথা বলছেন দাদু।

'দাদু?' ডাকল সোফিয়া।

ঘুরে তার উদ্দেশে হাত নাড়লেন দাদু, ইঙ্গিতে বললেন আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে। তারপর, অবশেষে, আড়ালে থাকা মানুষটাকে কয়েকটা কথা বলে জালের দিকে একটা চুমো ছুঁড়ে দিলেন। চোখ ভর্তি পানি নিয়ে নাতনির কাছে ফিরে এলেন তিনি।

'তুমি কাঁদছ কেন, দাদু?'

নাতনিকে বুকে তুলে নিয়ে শক্ত করে ধরে থাকলেন তিনি। 'ওহ্, সোফিয়া, আমরা দুজন এ বছর অনেক মানুষকে বিদায় জানালাম। এ বড় কঠিন কাজ।'

দুর্ঘটনাটার কথা মনে পড়ল সোফিয়ার, বিদায় জানাতে হয়েছে মা-বাবা, ছোট্ট ভাইটি ও নানকে। 'তুমি কি আরও

কাউকে বিদায় জানাচ্ছিলে?'

'এমন এক প্রিয় বন্ধুকে, যাকে খুব বেশি ভালবাসি আমি,' বললেন দাদু, আবেগে বেসুরো হয়ে আছে গলার আওয়াজ। 'ভয় হচ্ছে বহুকাল তাকে আর আমি দেখতে পাব না।'

গাইডের পাশে দাঁড়িয়ে চ্যাপেলের দেয়ালগুলো পরীক্ষা করছে রানা। কোডগুলো দেখবার জন্য ওদিকে চলে গেছে সোফিয়া, রোযউড বক্সটা রয়ে গেছে রানার কাছে। বক্সটায় যে "ম্যাপ" রয়েছে সেটা কোনও সাহায্যেই আসছে না। ল্যাক বেসনের কবিতা পরিষ্কারভাবে রোযলিন-এর কথা বললেও, এখানে পৌঁছানোর পর কী করতে হবে বুঝতে পারছে না রানা। কবিতায় একটা "ব্লেড ও চ্যালেস"-এর কথা বলা হয়েছে, সে-সব কোথায় রানা দেখতেই পাচ্ছে না।

'আমি নাক গলাতে চাই না,' তরুণ গাইড মৃদু কণ্ঠে বলল, রানার হাতের রোযউড বক্সটার দিকে তাকাল একবার। 'তবে এই বাক্সটা... জানতে পারি আপনারা কোথায় এটা পেলেন?'

ম্লান একটু হাসল রানা। 'সে অনেক কথা।'

তরুণ ইতস্তত করছে। আবার তাকাল রোযউড বাক্সটার দিকে। 'ব্যাপারটা সত্যি খুব অদ্ভুত। আমার নানীর কাছেও ঠিক এরকম একটা বাক্স আছে। জুয়েলারি বক্স। হুবহু এরকম পালিশ করা রোযউড, এই একইরকম খোদাই করা গোলাপ, এমনকী কবজাগুলো পর্যন্ত একরকম লাগছে।'

রানা বুঝল তরুণ ভুল করছে। কোনও বাক্স যদি একটাই তৈরি করা হয়ে থাকে, তো এটাই সেটা– প্রায়রির কিস্টোন রাখবার জন্য বিশেষভাবে বানানো। 'দুটো বাক্স একই রকম হতে পারে, তবে...'

সাইড ডোরটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল, ঘাড় ফিরিয়ে দুজনেই তাকাল সেদিকে। কাউকে কিছু না বলে চ্যাপেল থেকে বেরিয়ে

গেছে সোফিয়া। একটু পর জানালা দিয়ে দেখা গেল তাকে, ঢাল বেয়ে একটা বাড়ির দিকে নেমে যাচ্ছে। দূর থেকে মনে হলো বাড়িটা ফিল্ডস্টোন দিয়ে তৈরি। সেদিকে তাকিয়ে থাকল রানা। *কোথায় যাচ্ছে ও?* এই দালানে ঢোকার পর থেকেই কেমন অদ্ভুত আচরণ করছে সোফিয়া। গাইডের দিকে ফিরল ও। 'আপনি জানেন, ওই বাড়িটা আসলে কী?'

মাথা ঝাঁকাল সুদর্শন তরুণ, সে-ও সোফিয়ার গমনপথের দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আছে। 'ওটা চ্যাপেল রেকট্রি। চ্যাপেলের কিউরেটার থাকেন ওখানে। তিনি রোযলিন ট্রাস্ট-এর প্রধানও।' একটু থেমে বলল, 'আমার নানী।'

'আপনার নানী, মানে গ্র্যান্ডমাদার, রোযলিন ট্রাস্ট-এর হেড?'

মাথা ঝাঁকাল তরুণ। 'রেকট্রিতে নানীর সঙ্গে থাকি আমি, চ্যাপেলের কাজে সাহায্য করি তাঁকে, ট্যুর গাইড হিসেবেও আছি।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'সারাটা জীবন এখানেই কাটাচ্ছি আমি। ওই বাড়িটায় নানী আমাকে মানুষ করেছেন।'

সোফিয়ার জন্য চিন্তা হচ্ছে রানার, দরজার দিকে এগোল ও। মাত্র কয়েক পা এগিয়েছে, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। গাইডের বলা একটা কথা এই মাত্র ছাপ ফেলল ওর মনে।

নানী আমাকে মানুষ করেছেন।

ঢালের দিকে তাকিয়ে সোফিয়াকে দেখল রানা, তারপর হাতে ধরা রোযউড বাক্সটার দিকে ফিরিয়ে আনল দৃষ্টি। অসম্ভব। ধীরে ধীরে তরুণের দিকে ঘুরে গেল রানা। 'আপনার নানীর কাছে এরকম একটা বাক্স আছে?'

'প্রায় হুবহু।'

'কোথেকে পেয়েছেন তিনি?'

'আমার নানা তৈরি করে দিয়েছিলেন। আমার বয়স যখন খুব কম তখন তিনি মারা গেছেন, তবে আমার নানী এখনও

নানার গল্প করেন। বলেন, নানার হাতে নাকি জাদু ছিল। বহু কিছু তৈরি করতে পারতেন।'

রানার কল্পনায় অসংখ্য যোগসূত্র ধরা দিতে চাইছে। 'আপনি বললেন নানী আপনাকে মানুষ করেছেন। মা-বাবার কথা জিজ্ঞেস করলে কিছু মনে করবেন?'

বিস্মিত দেখাল তরুণকে। 'তাঁরা তো আমার ছোটবেলাতেই মারা গেছেন।' একটু থামল সে। 'ওই একই দিন আমার নানাও মারা গেছেন।'

রানার বুক ধক্-ধক্ করছে। 'গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে?'

চমকে উঠল গাইড। তার জলপাই-সবুজ চোখে হতচকিত একটা ভাব। 'হ্যাঁ। কার অ্যাক্সিডেন্টে। সেদিন আমার পুরো পরিবার মারা যায়। আমার নানা, বাবা, মা আর ...' মেঝের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করছে সে।

'আর আপনার বোন,' বলল রানা।

একুশ

ঢাল বেয়ে নামছে সোফিয়া। ঠিক যেমনটি মনে আছে, বাড়িটা হুবহু সেরকমই লাগছে তার। ইতোমধ্যে চারদিক অন্ধকার হতে শুরু করেছে। বাড়িটা কাছে চলে আসায় তারের জাল লাগানো দরজাটা দেখতে পাচ্ছে সে, ভিতর থেকে রুটির গন্ধ ভেসে আসছে। জানালার ভিতর সোনালি আলোর আভা ফুটে আছে। আরও একটু কাছাকাছি হতে ফুঁপিয়ে ওঠার মৃদু আওয়াজ এল কানে।

জালের ভিতর দিয়ে করিডরে এক বৃদ্ধাকে দেখতে পেল সোফিয়া। দরজার দিকে পিছন ফিরে রয়েছেন, তবে তিনি যে কাঁদছেন বুঝতে পারছে সে। ভদ্রমহিলার মাথায় রুপালি চুল খুব লম্বা, রেশমের মত ঝলমল করছে, দৃশ্যটা সোফিয়ার মনে অপ্রত্যাশিতভাবে একটা স্মৃতিকে জাগিয়ে দিতে চাইছে। অনুভব করল আশ্চর্য একটা আকর্ষণ টেনে নিয়ে চলেছে তাকে, পর্চে ওঠার সিঁড়িতে পা দিল সে, উঠতে শুরু করেছে।

বৃদ্ধা মহিলা একটা ফ্রেমে বাঁধানো ফটোগ্রাফ আঁকড়ে ধরে কাঁদছেন। ছবিটা একজন পুরুষের। তার মুখে হাত বুলাচ্ছেন তিনি।

এই মুখ খুব ভাল করে চেনে সোফিয়া।

ল্যাক বেসন, তার নানা, যাঁকে সে দাদু বলে ডাকে।

সন্দেহ নেই, ভদ্রমহিলা তাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনেই কাঁদছেন।

সোফিয়ার পায়ের চাপে একটা কাঠের ধাপ ক্যাচক্যাচ করে উঠল। ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরালেন মহিলা, তাঁর চোখ দুটো খুঁজে নিল সোফিয়াকে।

সোফিয়ার ইচ্ছে হলো দৌড়ায়, কিন্তু পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল সে। মহিলার চোখ তার উপর থেকে এক পলকের জন্যও নড়ল না, ফটোটা নামিয়ে রেখে করিডর ধরে জাল ঘেরা দরজার দিকে এগোচ্ছেন।

পাতলা জালের ভিতর দিয়ে দুই নারী পরস্পরের দিকে যেন অনন্তকাল ধরে তাকিয়ে থাকল। তারপর, ধীরে ধীরে, অনিশ্চয়তা ও সন্দেহ ম্লান হতে শুরু করল; প্রবল আশা জাগল মনে, সেই আশা পরিণত হচ্ছে আনন্দ ও উল্লাসে।

এক ধাক্কায় দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন তিনি, নরম ও কাঁপা কাঁপা দুই হাত বাড়িয়ে দিলেন, সোফিয়ার বজ্রাহত মুখটাকে ধরে বললেন, 'ওহ্, সোনা আমার, এ আমি কাকে দেখছি!'

মহিলাকে চিনতে পারছে না সোফিয়া, তবু জানে কে ইনি।

কিছু বলতে চাইল সে, কিন্তু নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলতে পারছে না।

'সোফিয়া!' মহিলা ফোঁপাচ্ছেন, চুমো খেলেন তার কপালে।

ধরা গলায় কোনরকমে বিড়বিড় করল সোফিয়া, 'কিন্তু... দাদু বলেছিলেন তোমরা...'

'জানি।' সোফিয়ার কাঁধে নরম হাত রাখলেন মহিলা, পরিচিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। 'তোমার দাদু আর আমি এরকম আরও অনেক কথা বলতে বাধ্য হয়েছি। যেটা ভাল বলে মনে হয়েছে সেটাই করেছি আমরা। সত্যিই আমি দুঃখিত। সবই তোমাদের নিরাপত্তার জন্যে, প্রিন্সেস।'

প্রিন্সেস! সঙ্গে সঙ্গে দাদুর কথা মনে পড়ে গেল সোফিয়ার। কত বছর আগের কথা, দাদু তাকে প্রিন্সেস বলে ডাকতেন।

চোখ ফেটে পানি গড়াচ্ছে, সোফিয়াকে আলিঙ্গন করলেন বৃদ্ধা। 'তোমার দাদু সব কথা তোমাকে বলবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তোমাদের মধ্যে বোঝাপড়া হয়নি। সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন তিনি। কত কিছু ব্যাখ্যা করার আছে। তোমার দাদু ষড়যন্ত্রের আভাস পাচ্ছিল। ভ্যাটিকানকে কখনও দায়ী করেনি সে, অন্য কারও ষড়যন্ত্র। ভ্যাটিকান খুব ভাল করেই জানত, হোলি গ্রেইল রহস্য ল্যাক বেসন কোনওদিনই প্রকাশ করবে না।' সোফিয়ার কপালে আরেকটা চুমু খেয়ে তার কানে ফিসফিস করলেন, 'আর কোনও রহস্য বা গোপনীয়তা নয়, প্রিন্সেস। তোমার পরিবার সম্পর্কে সব কথা এবার জানবে তুমি।'

সোফিয়া আর তার নানু সিঁড়ির ধাপে বসে আছেন, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে নীরবে চোখের পানি ফেলছেন। এই সময় লন ধরে হনহন করে এগিয়ে এল তরুণ গাইড, চোখ দুটো তার একাধারে অবিশ্বাস ও আশায় চকচক করছে।

'সোফিয়া?'

চোখ ভরা পানি নিয়ে মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া, ধাপ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। এই চেহারা তার পরিচিত নয়, তবে আলিঙ্গন করবার সময় তরুণের শিরায় শিরায় রক্তের নাচন অনুভব করল সে, উপলব্ধি করল তার শিরার রক্তও নাচের ওই ছন্দের সঙ্গে তাল মেলাচ্ছে।

লন ধরে ওদের দিকে হেঁটে আসছে রানা। ওকে দেখে সোফিয়া স্মরণ করল, গতকাল পর্যন্ত এত বড় দুনিয়াতে নিজেকে সম্পূর্ণ একা ও নিঃসঙ্গ লেগেছে তার। কিন্তু এখন, এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে, যেন কোন্ এক জাদুমন্ত্র বলে, প্রায় অচেনা তিনজন মানুষের সান্নিধ্যে তার মনে হচ্ছে নিজের ঠিকানা খুঁজে পেয়েছে সে।

রোযলিন-এ রাত নামল।

ফিল্ডস্টোন বাড়িটার পর্চে, জাল ঘেরা দরজার দিকে পিছন ফিরে, একা দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা; ভিতর থেকে ভেসে আসা পুনর্মিলন ও হাসিকান্নার আওয়াজ শুনছে। হাতে ধরা মগ ভর্তি ব্রাজিলিয়ান কফি এরইমধ্যে ওর ক্লান্তি বেশ অনেকটা দূর করে দিয়েছে।

'আপনি চুপচাপ চলে এসেছেন,' পিছন থেকে বলল কেউ।

ঘুরল রানা। সোফিয়ার নানু পর্চে বেরিয়ে এলেন, তাঁর রুপালি চুল আকাশে ছড়ানো তারার আলোয় চকচক করছে। ভদ্রমহিলার নাম, অন্তত গত আটাশ বছর ধরে, মেরি ওডিলন।

ম্লান একটু হাসল রানা। 'ভাবলাম আপনাদেরকে কিছু নিরিবিলি সময় দেয়া দরকার।' জানালার দিকে চোখ পড়ায় দেখতে পেল ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছে সোফিয়া।

এগিয়ে এসে ওর পাশে দাঁড়ালেন ওডিলন। 'মিস্টার রানা, ল্যাক মারা গেছে শোনার পর সোফিয়ার নিরাপত্তার কথা ভেবে

আতঙ্কিত হয়ে পড়ি আমি। ওকে আমাদের দোরগোড়ায় দেখতে পাওয়াটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে স্বস্তিকর ব্যাপার। এত কথা বলে আমি আসলে বোঝাতে চাইছি, আপনাকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা আমার জানা নেই।'

'মানে?' রানা যেন আকাশ থেকে পড়ল। 'আপনি আমাকে কেন ধন্যবাদ দেবেন?'

'এটা আপনার বিনয়। আমি জানি আমার স্বামী সোফিয়ার নিরাপত্তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আপনার ওপর ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন,' বললেন বৃদ্ধা ওডিলন।

কী বলবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে থাকল রানা।

ওদেরকে নিজেদের মধ্যে নিরিবিলিতে কথা বলবার সুযোগ দেওয়ার জন্য অনেক আগেই বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল রানা, কিন্তু ওডিলন ওকে বসতে বলে সব কথা শোনার অনুরোধ করেন। মুখ ফুটে না বললেও, আভাসে জানিয়েছেন: *আমার স্বামী আপনাকে বিশ্বাস করেছিলেন, মিস্টার রানা, কাজেই আমিও করি।*

তো ওদের সঙ্গে রয়ে গিয়েছিল রানা, সোফিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে বোবা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ওডিলনের মুখ থেকে শুনল গল্পটা। সোফিয়ার নানা ল্যাক বেসন ও নানী ওডিলন যিশুর কেউ নন। অবিশ্বাস্য ব্যাপার হলো, সোফিয়ার দাদা ও দাদি দুজনেই ছিলেন মেরোভিনযিয়ান ফ্যামিলির মানুষ–সরাসরি মেরি ম্যাগডেলেন ও যিশু খ্রিস্টের বংশধর। সেই সূত্রে সোফিয়া আর ওর ভাই যিশুর বংশধর; সেটাকেই রক্ষা করছে প্রায়রি।

সোফিয়ার বাবা-মা যখন মারা গেলেন, ওটা স্রেফ অ্যাক্সিডেন্ট ছিল কি না তা সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায়নি, ফলে রাজকীয় বংশধারা প্রকাশ হয়ে পড়েছে মনে করে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে প্রায়রি এবং সাবধান হয়ে যায়। পরে পুলিশ দুটো লাশ

পায়, ধরে নেওয়া হয় বাকি লাশগুলো স্রোতের টানে ভেসে গেছে। পুলিশ অ্যাক্সিডেন্টের কারণটাও আবিষ্কার করে, স্টিয়ারিং হুইলে কারিগরি ফলানো হয়েছিল।

'তোমার নানা আর আমি,' আবেগে অবরুদ্ধ কণ্ঠে ব্যাখ্যা করলেন ওডিলন, 'ফোন কলটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক একটা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হই। তোমার মা-বাবার গাড়িটা তখন সবে মাত্র নদীতে পাওয়া গেছে।' চোখে রুমাল চেপে ধরলেন তিনি। 'আমাদের ছয়জনেরই– আমার দুই নাতি-নাতনি সহ– ওই রাতে ওই গাড়িতে চড়ে এক জায়গায় যাবার কথা ছিল। শেষ মুহূর্তে প্ল্যানটা বদলানো হয়, রওনা হয় শুধু তোমার মা-বাবা। দুর্ঘটনার কথা শোনার পর আমাদের বোঝার কোনও উপায় ছিল না আসলে কী ঘটেছে... কিংবা এটা আসলেই কোনও অ্যাক্সিডেন্ট কি না।' সোফিয়ার দিকে তাকালেন ওডিলন। 'আমরা শুধু জানতাম, দুই নাতি-নাতনিকে প্রোটেকশন দিতে হবে। তারপর যা ভাল মনে হয়েছে করেছি।

'তোমার নানা পুলিশে রিপোর্ট করে জানাল, গাড়িতে তোমার ভাই আর আমিও ছিলাম... আমাদের দুজনের লাশ নিশ্চয়ই স্রোতের টানে ভেসে গেছে। তারপর প্রায়রি অভ সায়ানের সাহায্যে তোমার ভাইকে নিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাই আমি। তোমার নানার খ্যাতি ছিল, সমাজের বহু মানুষ তাঁকে চিনত, কাজেই নিখোঁজ হবার সুযোগ তাঁর ছিল না।

'সিদ্ধান্ত হয় যে পরিবারের সবচেয়ে বড় সন্তান হিসেবে সোফিয়ার প্যারিসে থাকা উচিত, সেখানে প্রায়রির নজরদারি পাবে সে, এবং নানার কাছে থেকে লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে।' তাঁর কণ্ঠস্বর খাদে নেমে ফিসফিসে হয়ে উঠল। 'পরিবারটিকে এভাবে ভাঙা আমাদের জীবনের সবচেয়ে কঠিন কাজ ছিল। তোমার নানার সঙ্গে কালেভদ্রে দেখা হয়েছে আমার, প্রতিবার অত্যন্ত গোপন কোনও জায়গায়... প্রায়রির সিকিউরিটি

সিস্টেমের নিয়ম মেনে। কিছু উৎসব ও অনুষ্ঠান আছে, যা ব্রাদারহুড বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করে– আমরা দেখা করেছি সে-সব জায়গায়।'

রানা উপলব্ধি করল মূল গল্পের শিকড় আরও অনেক গভীরে, তবে সে-সব ওর শোনার জন্য নয়। তাই ওদেরকে নিরিবিলিতে কথা বলতে দিয়ে একা বাইরে বেরিয়ে এসেছে ও।

এই মুহূর্তে, রোযলিন চ্যাপেলের চূড়ার দিকে তাকিয়ে, অমীমাংসিত রহস্যটাকে বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দিতে মন চাইছে না রানার।

গ্রেইলটা কি সত্যি এখানে, এই রোযলিনে আছে? যদি থাকে, তা হলে যে ব্লেড ও চ্যালেস-এর কথা বলে গেছেন ল্যাক বেসন তাঁর কবিতায়, সেগুলো কোথায়?

'ওটা আমি নিই?' বললেন ওডিলন, ইঙ্গিতে রানার হাতটা দেখালেন।

চোখ নামিয়ে তাকাল রানা, এতক্ষণে খেয়াল করল ল্যাক বেসনের প্যাপিরাসটা ধরে রয়েছে ও। আগে হয়তো দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, তাই ভাল করে দেখলে কিছু পাওয়া যেতে পারে, এই আশায় ক্রিপটেক্স থেকে আবার বের করেছে ওটা। 'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

কাগজটা নেওয়ার সময় মেরি ওডিলনের চোখে কৌতুকের ঝিলিক দেখতে পেল রানা। 'প্যারিসের এক ব্যাঙ্ক কর্মকর্তার কথা জানি,' বললেন তিনি, 'এই রোযউড বক্সটা ফেরত পাবার জন্যে পাগল হয়ে আছেন। জ্যাকুইস ড্যালক্রোজ অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু ছিলেন ল্যাকের, ল্যাক তাঁকে অসম্ভব বিশ্বাস করতেন। বাক্সটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছু করতে পারেন ভদ্রলোক।'

প্যারিসের কথা ওঠায় তিন সেনিশ্যাল-এর কথা মনে পড়ে গেল রানার, কাল রাতে যারা খুন হয়েছে। 'আর প্রায়রি? ওরা এখন কী করবে?'

'চাকা এরইমধ্যে ঘুরতে শুরু করেছে, মিস্টার রানা। অনেক ঝড়-ঝাপ্টা তুচ্ছ করে বহু শতাব্দী ধরে টিকে আছে ব্রাদারহুড, এই ধাক্কাটাও তারা গ্রাহ্য করবে না। একটা গ্রুপ সব সময় অপেক্ষায় থাকে, সুযোগ পাওয়া মাত্র নতুন করে গড়ে তোলার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা।'

সারাটা সন্ধে রানা সন্দেহ করেছে প্রায়রি অভ সায়ানের সঙ্গে সোফিয়ার নানুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। প্রায়রির নারী সদস্য তো আছেই। চারজন গ্র্যান্ড মাস্টারও ছিলেন মহিলা।

আলবার্ট হিউম ও ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবির কথা মনে পড়ল রানার। সব যেন এক যুগ আগের কথা। 'চার্চ কি এন্ড অভ দ্য ডেইজ-এ আপনার স্বামীকে স্যাংগ্রিয়াল ডকুমেন্ট রিলিজ না করার জন্যে চাপ দিচ্ছিল?' জানতে চাইল ও।

'ওহ্ গড, নো! এন্ড অভ দ্য ডেইজ স্রেফ পাগলদের কল্পনা। আমরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিই, ব্যাপারটা প্রকাশ করা হবে না। এ-কথা সত্যি যে তারা খুব চাপের মধ্যে ছিল। তারপর যখন দেখল নতুন শতাব্দী শুরু হবার পরও আমরা কিছু প্রকাশ করলাম না, ওরা চাপমুক্ত হলো, বুঝতে পারল আমরা প্রাতিষ্ঠানিক খ্রিশ্চান ধর্মের বিরুদ্ধে নই, কোনওদিনই ওটা প্রকাশ করব না।'

'কিন্তু স্যাংগ্রিয়াল ডকুমেন্ট যদি লুকানোই থাকে, মেরি ম্যাগডেলেনের কাহিনি চিরকালের জন্যে হারিয়ে যাবে না?' জানতে চাইল রানা।

'তাই কি? নিজের চারদিকে তাকান। তাঁর গল্প শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীতে বলা হয়েছে। এখন তো প্রতিদিনই বলা হচ্ছে। পেন্ডুলাম থেমে নেই, মিস্টার রানা। আর সবটুকু খোলসা করে বলা হবে কি হবে না, কিংবা হলে কবে, সে-সিদ্ধান্ত নেবে ভবিষ্যতের সেনিশ্যালরা।' থামলেন ওডিলন।

ওডিলনের হাতে ধরা প্যাপিরাস, তারপর আবার রোযলিনের দিকে তাকাল রানা।

'কোনও প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন, মিস্টার রানা,' বললেন বৃদ্ধা; চোখ দেখে মনে হলো কৌতুক বোধ করছেন। 'আপনি বোধহয় জানতে চান গ্রেইলটা এখানে, রোযলিনে আছে কি না।'

ইঙ্গিতে তাঁর হাতের প্যাপিরাসটা দেখাল রানা। 'আপনার স্বামীর কবিতায় স্পষ্ট করে রোযলিন-এর কথা বলা হয়েছে। তবে সেই সঙ্গে এ-ও বলা হয়েছে যে গ্রেইলের ওপর একটা ব্লেড ও চ্যালেস পাহারায় থাকবে। কিন্তু এখানে আমি কোনও ব্লেড বা চ্যালেস দেখিনি।'

'ব্লেড ও চ্যালেস?' জিজ্ঞেস করলেন ওডিলন। 'ঠিক কী রকম দেখতে সেগুলো?'

রানা বুঝতে পারছে ঠাট্টাচ্ছলে ওকে নিয়ে খেলছেন ভদ্রমহিলা। দ্রুত সিম্বলগুলোর বর্ণনা দিল ও।

ওডিলনের চোখে-মুখে কিছু একটা মনে পড়বার ভাব ফুটল। 'ও, হ্যাঁ। পুরুষের প্রতিনিধিত্ব করে ব্লেড। আমার মনে হয় সিম্বলটা এভাবে আঁকা হয়, তাই না?' নিজের তালুর উপর তর্জনী দিয়ে একটা নকশা আঁকলেন তিনি।

∧

'হ্যাঁ,' বলল রানা।

'আর উল্টোটা হলো,' বলে তর্জনী দিয়ে নিজের তালুতে আরও একটা স্কেচ আঁকলেন ওডিলন, 'চ্যালেস, নারীর প্রতিনিধিত্ব করে।'

∨

'ঠিক,' বলল রানা।

'অথচ বলছেন রোযলিন চ্যাপেলের কয়েকশো সিম্বলের মধ্যে এগুলো আপনি খুঁজে পাননি?'

'না, পাইনি।'

'ওগুলো আপনাকে আমি দেখালে ঘুমাতে যাবেন তো?'

উত্তরে রানা কিছু বলবার আগেই পর্চ থেকে নেমে চ্যাপেলের দিকে এগোলেন ওডিলন। তাড়াতাড়ি তাঁকে অনুসরণ করল রানা।

প্রাচীন দালানের ভিতর ঢুকে আলো জ্বাললেন ওডিলন, তারপর হাত তুলে উপাসনালয়ের মাঝখানটা দেখালেন। 'ওই দেখুন, মিস্টার রানা– ব্লেড ও চ্যালেস।'

মেঝের দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেল না রানা, খালি পড়ে আছে। 'কই? কী দেখব?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিখ্যাত পথটা ধরে এগোলেন ওডিলন, যে পথ প্রধান ছয়টা আর্কিটেকচারাল পয়েন্টকে ছুঁয়ে গেছে। এই পথ ধরে সন্ধ্যার সময় একদল ভিজিটরদের যেতে দেখেছিল রানা। চোখে আলো সয়ে আসবার পর মেঝের বিরাট সিম্বলটা দেখতে পেয়ে বিভ্রান্ত বোধ করল ও। 'কিন্তু ওটা তো স্টার অভ ডেভিড...'

শুরু করেও থেমে গেল রানা, তাৎপর্যটা ধরতে পেরে ভাষা হারিয়ে ফেলেছে।

ব্লেড ও চ্যালেস।

দুটোকে মিলিয়ে এক করা হয়েছে।

...ডেভিডের নক্ষত্র... পুরুষ ও নারীর আদর্শ মিলন... সলোমনের সিল... চিহ্নিত করে সবিশেষ পবিত্র স্থান ...যেখানে পুরুষ ও নারী দেব-দেবী– ইয়াওয়ে ও শিকাইনা– বসবাস করে বলে মনে করা হয়।

'কবিতাটা এই জায়গার কথাই বলেছে,' নিজেকে সামলে নিয়ে বলল রানা।

ওডিলন হাসলেন। 'তাই তো মনে হচ্ছে।'

তাৎপর্যটা বুঝতে চেষ্টা করছে রানা, ওর গা শিরশির করে উঠল। 'অর্থাৎ হোলি গ্রেইল আমাদের নীচের ভল্টে আছে?'

হেসে উঠলেন ওডিলন। 'শুধু চেতনায়। প্রায়রির সবচেয়ে পুরানো একটা দায়িত্ব, গ্রেইলকে একদিন তাঁর নিজ দেশ ফ্রান্সে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, এবং ওখানেই অনন্তকাল বিশ্রাম নেবেন তিনি। শতাব্দীর পর শতাব্দী নিরাপত্তার স্বার্থে এ-দেশে সে-দেশে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে তাঁকে। খুবই অবমাননাকর। গ্র্যান্ড মাস্টার হবার পর ল্যাকের ঘাড়ে দায়িত্ব চাপে হোলি গ্রেইলকে ফ্রান্সে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর হারানো মর্যাদা পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা এবং তাঁর বিশ্রামের জন্যে রাজরানীর উপযোগী একটা স্থান নির্বাচন করা।'

'দায়িত্বটা মসিয়ো বেসন পালন করতে পেরেছিলেন?'

ওডিলনের চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল। 'মিস্টার রানা, আজ রাতে আপনি আমাদের কী উপকার করেছেন মনে রেখে, এবং রোযলিন ট্রাস্ট-এর কিউরেটার হিসেবে, আমি আপনাকে পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারে হোলি গ্রেইল এখানে নেই।'

কেউ বোধহয় দরজার দিকে হেঁটে আসছে।

'দুজনেই আপনারা নিখোঁজ হয়ে গেলেন,' বলল সোফিয়া, চ্যাপেলে ঢুকছে।

'আমি এখনই ফিরে যাচ্ছিলাম,' তার নানু বললেন, হাঁটা ধরলেন দরজার দিকে। 'গুড নাইট, প্রিন্সেস।' নাতনির কপালে চুমো খেলেন তিনি। 'মিস্টার রানাকে বেশি রাত পর্যন্ত জাগিয়ে রেখো না।'

রানা আর সোফিয়া বৃদ্ধাকে ঢাল বেয়ে নেমে যেতে দেখছে। এক সময় পাথুরে বাড়ির ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি। রানার দিকে ফিরল সোফিয়া। তার চোখে আবেগ উথলে উঠছে। 'ঠিক এরকম একটা সমাপ্তি আশা করিনি আমি।'

রানা কিছু বলছে না। জানে আজ রাত থেকে সোফিয়ার জীবনটা সম্পূর্ণ বদলে গেল। 'আপনি সুস্থ বোধ করছেন তো? অল্প সময়ে অনেক ধকল পোহাতে হলো।'

একটু হাসল সোফিয়া। 'এখন আমার একটা ফ্যামিলি আছে। তবে আমরা কে, কোত্থেকে এসেছি, সে-সব উপলব্ধি করতে খানিকটা সময় লাগবে। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ সুস্থ। ধন্যবাদ।'

কয়েক সেকেন্ড কেউ কিছু বলল না।

তারপর রানা বলল, 'সকালে আমি প্যারিসে ফিরে যাচ্ছি।'

সোফিয়া ভাবল, আপনাকে আমার সময় দেওয়া হয়নি, জানানো হয়নি আপনার প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ। 'আমিও,' বলল ও, তারপর হাত বাড়িয়ে রানার হাতটা ধরল, ওকে নিয়ে বেরিয়ে এল চ্যাপেল থেকে।

'এখানে কটা দিন আপনার থাকা দরকার না?' প্রশ্ন করল রানা।

'পরে।'

ঢালটা চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। রানাকে নিয়ে একটা গাছের নীচে দাঁড়াল সোফিয়া। ঠাণ্ডা বাতাস ছেড়েছে। হাত ধরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকল দুজন।

'একটা কথা,' খানিক পর জিজ্ঞেস করল সোফিয়া। 'আচ্ছা, বলতে পারেন নতুন শতাব্দীতে রহস্যটা দাদু প্রকাশ করলেন না কেন?'

'এই প্রশ্নটার জবাব আপনার নানু আমাকে দিয়েছেন,' বলল রানা। 'ল্যাক বেসন, অর্থাৎ প্রায়রি সিদ্ধান্ত নেয়, হোলি গ্রেইল রহস্য কোনওদিনই প্রকাশ করা হবে না।'

'কিন্তু সেটা কি উচিত বলে মনে করেন আপনি?'

'আমার ব্যক্তিগত মত হলো, ধর্ম ও উপসনালয়ের একান্ত প্রয়োজন আছে। যে-কোনও ধর্মের ভাল দিক তো বলে শেষ করা যাবে না। এই যে মানুষ মানুষকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলছে না,

সেটা তো ধর্ম আছে বলেই।'

আকাশে এই মাত্র তারা ফুটতে শুরু করেছে, তবে পশ্চিমদিকে অন্য সব তারার চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে একটি তারা। ওটাকে দেখতে পেয়ে হাসল রানা। ভিনাস, প্রাচীন দেবী, তাঁর কোমল ও শান্ত আলো ছড়াচ্ছেন।

খানিক পর চোখ নামিয়ে সোফিয়ার দিকে তাকাল রানা। ওকে তাকাতে দেখে নিজের চোখ দুটো ধীরে ধীরে বন্ধ করল সোফিয়া, ঠোঁটে এক চিলতে তৃপ্তিমাখা হাসি।

রানার নিজের চোখও ভারি হয়ে আসছে। তার হাতে মৃদু চাপ দিল ও। 'সোফিয়া?'

চোখ মেলল সোফিয়া, ঘুরল রানার দিকে। চাঁদের আলোয় আশ্চর্য সুন্দর ও মায়াবি লাগছে তাকে। রানাকে ঘুম জড়ানো হাসি উপহার দিল সে। 'হাই।' তারপর আরও কাছে সরে এসে আলিঙ্গন করল ওকে, চুমো খাওয়ার সুযোগ করে দিয়ে উঁচু করল মুখটা।

অনেকক্ষণ ধরে চুমো খেল রানা। গুঙিয়ে উঠে সক্রিয় সাড়া দিল সোফিয়া। বুক ঘষছে রানার বুকে।

বাইশ

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল রানার। স্বপ্ন দেখছিল। বিছানার পাশে চেয়ারে ঝুলিয়ে রাখা বাথরোব-এর মনোগ্রামে লেখা রয়েছে, *হোটেল হিলটন ইন্টারন্যাশনাল, প্যারিস*। পরদার ফাঁক দিয়ে

অস্পষ্ট আলো ঢুকছে কামরার ভিতরে। সময়টা কি সন্ধে, না ভোর?

রানা অনুভব করল শরীরটা তাজা ও ঝরঝরে লাগছে। গত দু'দিন খাওয়াদাওয়া ইত্যাদির সময় বাদে শুধু ঘুমাচ্ছেই ওরা দুজন। বিছানায় উঠে বসবার সময় উপলব্ধি করল কেন ওর ঘুম ভেঙেছে– অদ্ভুত একটা চিন্তা। এতদিন রাশি রাশি তথ্যের সাহায্যে সমাধান পাওয়ার চেষ্টা করেছে, কিন্তু এখন এমন একটি বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ বোধ করছে ও, যেটার কথা আগে বিবেচনা করে দেখা হয়নি।

এ কি সম্ভব?

কয়েক সেকেন্ড নড়ল না রানা। তারপর বিছানা থেকে নেমে শাওয়ারের নীচে দাঁড়াল। ভাবনাটা এখনও ওকে ছাড়ছে না।

অসম্ভব।

বেডরুমে ফিরে এসে কাপড় পরছে রানা, বিছানা থেকে ঘুম জড়ানো গলায় সোফিয়া জানতে চাইল, 'কোথায় যাচ্ছ, রানা?'

'তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নাও, তুমিও যাচ্ছ।'

'কিন্তু কোথায়?' বিছানার উপর উঠে বসল সোফিয়া।

'হোলি গ্রেইল দেখতে।'

বিশ মিনিট পর সোফিয়াকে নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল রানা। প্যারিসে রাত নামছে। দু'দিনের ঘুম একটা ঘোরের মধ্যে ফেলে দিয়েছে রানাকে। তবে মাথাটা একদম ঝরঝরে লাগছে, সব কিছু পরিষ্কার চিন্তা করতে পারছে ও।

ট্যাক্সি না নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে লুভার মিউজিয়ামে চলে এল ওরা।

ওদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাঠামোটা।

লুভার পিরামিড।

অন্ধকারে চকচক করছে।

চাতাল ধরে এগোল সোফিয়া ও রানা, আকাশ ছোঁয়া লুভারের এন্ট্রান্স-এর দিকে যাচ্ছে। ভিজিটররা একজন-দুজন করে বেরিয়ে আসছে ভিতর থেকে। আজকের মত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে লুভার।

রিভলভিং ডোর ঠেলে, সোফিয়াকে নিয়ে প্যাঁচানো সিঁড়ি বেয়ে পিরামিডে নামতে শুরু করল রানা। অনুভব করল আগের চেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে বাতাস। এক সময় নীচে পৌঁছাল ওরা, ঢুকল লম্বা টানেলটায়।

টানেলের শেষ মাথায় এসে একটা চেম্বারে ঢুকল ওরা। কারও মুখে কথা নেই। সরাসরি সামনে, উপর থেকে ঝুলে রয়েছে, চকচকে ইনভারটেড পিরামিড– V আকৃতির একটা কাঁচ।

চ্যালেস।

খুঁটিয়ে লক্ষ করছে রানা। মেঝের মাত্র ছ'ফুট উপরে ঝুলে আছে। ওটার সরাসরি তলায় রয়েছে একই সমান আর একটা পিরামিড।

চ্যালেস বা পেয়ালা উপরে। ব্লেড বা তলোয়ার নীচে।

The blade and chalice guarding o'er Her gates. তাঁর দরজা পাহারা দিচ্ছে তলোয়ার ও পেয়ালা।

'কোথায়,' ফিসফিস করল সোফিয়া, 'কবরটা?'

'এটা,' বলে হাত তুলে নীচের পিরামিডটা দেখাল রানা।

শ্বেতপাথরের গায়ে সূক্ষ্ম চারকোনা একটা দাগ দেখতে পেয়েছে রানা– দরজার আভাস।

'ঢুকবে?'

মাথা নাড়ল রানা।

অন্ধকার থেকে আত্মাদের ফিসফিসানির মত, ভুলে যাওয়া কথাগুলো প্রতিধ্বনি তুলল। *'হোলি গ্রেইল সার্চ করার উদ্দেশ্য হলো মেরি ম্যাগডেনেলের কঙ্কালের সামনে হাঁটু গেড়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ পাওয়া– নির্বাসিত, পবিত্র নারীসত্তার পায়ের*

সামনে প্রার্থনায় বসতে পারার অভিযান।'

নিশ্চয়ই ভুল শুনছে রানা, তবে সন্দেহ হলো একটা নারীকণ্ঠ যেন ওকে সম্বোধন করে বলছে, কেউ এসেছ, সেজন্য ধন্যবাদ।

আর সোফিয়ার মনে হলো সে যেন কার মিষ্টি হাসি শুনতে পাচ্ছে। কে যেন আশীর্বাদ করছে তাকে।

হাঁটু মুড়ে বসল সে কবরের সামনে।

***